এই নাটকের কপিরাইট শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়ের। এ নাটক অভিনয় করতে হলে তাঁর কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।
ঠিকানা : থিয়েটার সেণ্টার, ৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, (সাউথ)
কলিকাতা-২৫।

এক পেয়ালা কফি

ধনঞ্জয় বৈরাগী



গ্র ন্থ ম
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৬৭

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম
২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১৬

মুদ্রাকর
শ্রীসুনীলকুমার রুদ্র
রুদ্র অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
(মুদ্রণ বিভাগ)
৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : বিভূতি সেনগুপ্ত
ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নাট্যকারের বিবৃতি

জানতে চেয়েছেন 'এক পেয়ালা কফি' নাটক আমি কবে লিখেছিলাম। ডায়েরী খুলে দেখি ঠিক একমাস লেগেছিল নাটক শেষ করতে। লিখতে সুরু করি ব্রাসেল্‌সে—৩রা জুলাই ১৯৫৮, শেষ করি লণ্ডনে—৩রা আগষ্ট, ১৯৫৮ সাল।

তবে ধরেছেন ঠিকই—নাটকটি একটি দৃশ্যের উপরই লেখা। কিন্তু রঙমহলে অভিনয়ের সময় দু' তিনবার অরুণ গুপ্তর ঘর দেখানো হয়, সে পাছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের অপমান করা হয় সেই ভয়ে, আর কি। অপেশাদার দল সচ্ছন্দে আমার নাটক ধৃতরাষ্ট্র, রূপোলীচাঁদ, বা রজনীগন্ধা-র মত 'একপেয়ালা কফি'-ও এক দৃশ্যে অভিনয় করতে পারেন, অর্থাৎ দোতলায় অরুণ গুপ্তর ঘর দেখাবার মোটেই প্রয়োজন নেই।

যাই বলুন, ইউরোপে কিন্তু অপেশাদার দল সব সময় নাট্যকারকে অভিনয়ের জন্য রয়ালটি পাঠায়, আর পাঠাবে নাই বা কেন, আমরা ষ্টেজের ভাড়া দিই, সাজ-সজ্জার জন্য খরচা করি, আলো, বিজ্ঞাপন কিছুই বিনা পয়সায় করি না। শুধু টাকা দিই না গরীব নাট্যকারকে, যার লেখা অভিনয় করছি। আমার মনে হয় সহৃদয় নাট্য-সংস্থারা এ বিষয়ে ক্রমশ অবহিত হবেন। প্রীতি নমস্কার—

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭

ইতি ভবদীয়

ধনঞ্জয় বৈরাগী

চরিত্র পরিচয়

অরুণ গুপ্ত	—	চিত্র পরিচালক
মিঃ ঘোষ	—	ইনস্‌পেক্টার
বীরু বোস	—	লেখক
ব্রজেন রায়	—	সঙ্গীত পরিচালক
প্রসাদ	—	কৌতুক অভিনেতা
নিকুঞ্জ	—	ব্যবস্থাপক
আলোক কুমার	—	নায়ক
নেপাল	—	ফালতু অভিনেতা
মণ্টু	—	রূপসজ্জাকর
চিত্রা দেবী	—	নায়িকা
মঞ্জরী	—	সহ-নায়িকা
পারুলবালা	—	বীরু বোসের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

এক

কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে, এক ভদ্রলোকের বাগান-বাড়িটা ক'দিনের জন্য চেয়ে নিয়ে অরুণ গুপ্ত তার দলবল নিয়ে গেছে আউট-ডোর স্যুটিং করতে। তখনও ছবি তোলা সুরু হয়নি, কারণ বৃষ্টি পড়ছে বড় বেশী। তবে রিহার্সাল চলছে রীতিমত, যাতে ছবি তুলতে সুরু হলে আর দেরী না হয়।

পর্দা উঠলে দেখা যাবে, ঐ ধরনের একটা রিহার্সাল চলছে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে উঠে যাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে একটি ছেলে। আর কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। মেয়েটির চোখে করুণ আকর্ষণ। পিছন থেকে পিয়ানোয ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক শোনা যাচ্ছে। সাসপেন্স মিউজিক।

পরে আলো জ্বললে দেখা যাবে যে দৃশ্যটি হচ্ছে সিঁড়ির নীচের একটি বড় ঘর। বড় সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। দোতলায় অরুণ গুপ্তর ঘরের পর্দা দেখা যাচ্ছে। নীচে তিনটি দরজা। দুপাশে দুটি মাঝখানে একটি। পাশের ঘরে ব্রজেন রায পিওনো বাজালে ডানদিকে ঘষা কাচের জানলায় তার ছায়া পড়ে। মঞ্চের বাঁদিকে একটা সাধারণ টেবিল আর দু'চারখানা চেয়ার। এগুলোও সাধারণত এখানে থাকে না। রিহার্সাল-এর জন্যেই টেনে আনা হয়েছে।

অরুণ গুপ্তর হাততালিতে সকলের চমক ভাঙে। বোঝা যায় এতক্ষণ রিহার্সাল চলছিল। আলো জ্বলে ওঠে।

অরুণ। (হাততালি দিয়ে) ঠিক হয়েছে আজ। আমি এই এফেক্ট্‌টাই চাইছিলাম। কিন্তু চিত্রা, তোমাকে একটু যেন স্টিফ্‌ মনে হ'ল। আরও সহজ হতে হবে। ও হয়ে যাবে। আলোক, তুমি একটা ভুল করেছো, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে ভয়ে ভয়ে একবার পিছন দিকে

তাকাতে বলেছিলাম। Otherwise perfect. কাল আমরা এই সীনটা আবার নেবো। নিকুঞ্জ, তুমি নোট করে নিয়েছো, কাল কোন কোন জায়গা রিহার্সাল নেবো বলেছি ?

নিকুঞ্জ। ইয়েস সার। 1st. Act-এর শুধু এই সীনটা। 2nd Act-এ চিত্রা আলোককুমার-এর লাভ সীনটা আর মঞ্জরী প্রসাদের—

অরুণ। ফর্দ শোনাতে বলিনি। তোমার কাছে noting থাকলেই হ'ল। ব্রজেন কোথায় গেলে ?

ব্রজেন। (প্রবেশ করে) এই যে।

অরুণ। Music excellent.

ব্রজেন। যে জায়গাগুলো বদলেছি, কি রকম মনে হল ?

অরুণ। আমার তো বেটার্ লাগলো। (অন্যদের দিকে তাকিয়ে) তোমরা কি বল ?

প্রসাদ ছাড়া সকলেই প্রায় মাথা নাড়ে, "ভালই হয়েছে" বলে

প্রসাদ। আমার মনে হল সাসপেন্স যেন একটু কমে গেছে।

অনেকে হেসে ওঠে

অরুণ। চুপ কর। তুমি না বোঝ পার্ট—না বোঝ মিউজিক—না বোঝ সাসপেন্স। মাঝখান থেকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করো না।

প্রসাদ। (মৃদুস্বরে) জিগ্যেস করলেন তাই বললাম।

অরুণ। ব্যস আজ এই পর্যন্ত থাক। Now we break off.

রিহার্সাল শেষ হওয়ায় সকলেই যেন সহজ হয়ে পড়ে। এতক্ষণ যেন আড়ষ্ট হয়ে ছিল। ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেদের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে। বীরু বোস ডান হাতে একটা বীয়ারের বোতল আর বাঁ হাতে গ্লাস নিয়ে ঢোকে।

বীর। অরুণ, তোমার রিহার্সাল শেষ হয়েছে ?

অরুণ। হয়েছে।

বীরু। তাহলে আমি কথা বলতে পারি ?

অরুণ। একশোবার বলতে পারো, তবে যখন বোতল নিয়ে ঢুকেছো, এখুনি তো বাজে বকতে সুরু করবে। তার আগে আমি ওপরে চলে যাই, চল।

ব্রজেন। চল, স্ক্রিপ্টটা তোমার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

দেখা গেল নেপাল পার্টের নকল করতে করতে উপর থেকে নামছে

নেপাল। কেন তুমি আমায় ডাকছো—কে কে তুমি ? প্রতিটি রাত্রে কেন তুমি আমায় ডাকো ?

অরুণ। এ আবার কি হচ্ছে ?

নেপাল। একটু সাধনা করছিলাম সার, আপনি এখানে রয়েছেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

পায়ের ধুলো নেয়

অরুণ। নেপালচন্দ্রের ভক্তি শ্রদ্ধা খুব।

নেপাল। এ ছবিতেও একটা চান্স হবে না সার, ছোট বড় যে কোন পার্ট ? দেখবেন সার কি করি। Thriller ছবি কিনা, তাই আমার পার্ট করার এত সখ।

অরুণ! Thriller-এর সঙ্গে তোমার কি ?

নেপাল। কি যে বলেন সার, thriller পড়ে পড়ে আমি যে thrilled হয়ে আছি। আমার বাক্স খুলুন—পকেট দেখুন, শুধু রহস্য আর রোমাঞ্চ সিরিজ।

অরুণ। সে তোমার কাজের বহর দেখেই বোঝা গেছে। পার্ট পরে হবে—ঘরের কাজকর্ম সব করেছো ?

নেপাল। ইয়েস সার, বিছানা তুলে দিয়েছি—জল ভরেছি—বই গুছিয়ে রেখেছি—শুধু জুতোটা—

অরুণ, ব্রজেন দোতালার ঘরে চলে যায়—বীরু কথা সুরু করে—

বীরু। চিত্রা এগিয়ে এসো।

চিত্রা। (এগিয়ে যেতে যেতে) কি বীরুদা?

বীরু। চমৎকার হয়েছে। চমৎকার! ঠিক যেন আমার পেত্নীটা নেমে এসেছে।

আলোক। আপনি ভারী একচোখো বীরুদা। শুধু চিত্রার পার্টটাই দেখলেন। আমারটা কি রকম হলো তা বলুন।

বীরু। তোমারটাও হয়েছে। তবে চিত্রা যা করেছে আজ, মারমার কাটকাট—একেবারে জুতো।

প্রসাদ। বীরুদা ঠিক বলেছেন। আমারও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিলো। এ ছবিতে চিত্রা কিন্তু বেরিয়ে যাবে নির্ঘাৎ—আলোকের কোন চান্স নেই।

চিত্রা। (হেসে) আপনার কমপ্লিমেণ্টকে কিন্তু আমার ভারী ভয় করে। কোনটা যে আপনি সত্যি বলছেন আর কোনটা মিথ্যে তা বোঝবার জো নেই।

প্রসাদ। (হেসে) এই দেখেছো, আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করে না।

মঞ্জরী। বিশ্বাস করবে কি করে? এইতো সেদিন আমাকে বললেন, আমার মত অভিনয় আপনি আর কারুর দেখেননি, আর আজ বলছেন—

বীরু। প্রসাদ তোমার অবস্থা বড খারাপ দেখছি। না চিত্রা না মঞ্জরী কেউই তোমার কথায় কান দেয় না। বেচারী, তরুণীদের বিশ্বাসভাজন হতে না পারলে যে বড়ই মুস্কিল।

আলোক। বীরুদা, ও পাগলের কথা ছাড়ুন। একটা কথা আপনাকে কদিন থেকেই জিগ্যেস করবো ভাবি, এই প্লটটা আপনার মাথায় এলো কি করে বলুন তো?

বীরু। এই গল্পটা? (হেসে) সে বড় মজার ব্যাপার।

আলোক। কি রকম?

বীরু। সত্যি ঘটনা—

আলোক। সত্যি ঘটনা?

বীরু। তোদের বলিনি বুঝি?

চিত্রা। না তো।

বীরু। শোন। শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারে বাড়ি। ওর জমির সঙ্গে লাগোয়া একটা পুরোন ঘাট ছিল। সকালের দিকে অনেকে সে ঘাটে চানও করে, তবে সন্ধ্যের পর বড় একটা কেউ ওদিকে যায় না। একদিন বিকেল বেলা আমার বন্ধুরা বেরিয়েছে, আমি একা বাড়িতে আছি। জানিস তো সন্ধ্যের পর একটু বদ্ অভ্যেস। সঙ্গে বিলিতী ছিল, খুব টেনেছি। নেশা যখন টং হয়ে উঠেছে, মনে হল ঘাটের পারে বসে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাক।

মণ্টু লুকিয়ে লুকিয়ে বীরু বোসের বোতল থেকে খানিকটা বীয়ার গ্লাসে ঢেলে নেবার চেষ্টা করে।

বীরু। এই মণ্টু খবর্দার।

মণ্টু। (দাঁত বার করে হেসে) না এমনি দেখছিলুম।

নেপাল। আপনি বলুন বীরুদা, তারপর কি হ'ল।

বীরু। দিব্যি মৌজ করে বসে আছি। ছল ছল করে জলের শব্দ হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, লাল পাড় শাড়ী প'রে, এলো চুলে, ঘাট বেয়ে উপরে উঠে আসছে। আমি একটু সরে বসলাম। যাতে আসার না অসুবিধা হয়। মেয়েটি যত উপরে ওঠে দেখি অপলক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে। পাশ দিয়ে চলে যেতে কি মনে হল পিছু ফিরে

তাকালাম। দেখি মেয়েটি দিব্যি আমাদের বাড়ির মধ্যেই ঢুকছে।

প্রসাদ। আহা হা, কি চড়িয়েছিলে বীরুদা, সত্যি করে বলতো, বিলিতী জিনিষ মোটেই নয়, হয় ধেনো না হয় রাশিয়ান ভড্‌কা।

বীরু। আমিও উঠে পড়লাম। চললাম সেই মেয়ের পিছু পিছু—

প্রসাদ। যা তোমার অভ্যাস।

বীরু। উপরে উঠে সামনের একটা ঘরে মেয়েটা ঢুকে গেল। অগত্যা আমিও ঢুকলাম। ঢুকে দেখি গলায় দড়ি লাগিয়ে মেয়েটি ঝুলছে—

রক্ত, রক্ত—

প্রসাদ। গাজা, গাজা।

নেপাল। না না গাজা কেন হবে? এরকম হয় বৈকি। আমি বইতে পড়েছি। কোন মেয়ে হয়তো আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কেন করেছে। সাধ করে তো কেউ আত্মহত্যা করে না। সে প্রতিহিংসা নিতে চায়।

মণ্টু। থাক তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। বীরুদার গল্প লেখা আর আমরা জানি না, ও তো হিজ মাস্টার্স ভয়েস। বড়সাহেব যা বলেছে উনি তাই লিখেছেন ব্যস্—

আলোক। আরে পাগলা চুপ কর, গুপ্ত সাহেব শুনতে পাবে।

মণ্টু। পেলো তো বয়েই গেল। আমি কার তোয়াক্কা করি। এ গল্প লেখান হয়েছে যাতে চিত্রাদি একটা ভালো পার্ট পায়, লোকে হাততালি দেয়, এতো সবাই জানে।

আলোক। আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, ঘরে যাও।

মণ্টু। যাবোই তো, বসে থাকবো নাকি? এই ন্যাপলা আয়, এখানে আর ফাজলামি করতে হবে না। গা হাত পা মালিশ করে দিবি চল।

নেপাল। চলুন স্যার।

নেপাল ও মণ্টুর প্রস্থান

আলোক। কি লোকরে বাবা, কাউকে মানে না।

বীরু। (হেসে) ছেলেটা কিন্তু ভালো।

আলোক। ভগবান জানেন। (ডান দিকে সরে গিয়ে) চিত্রা শোন। (চিত্রা কাছে এগিয়ে যায়) তুমি যে রকম চেয়েছিলে আজ ঠিক হয়েছে, না?

চিত্রা। আজ আমার কোন অসুবিধা হয়নি।

আলোক। আমার নিজেরও আজ অভিনয় করতে ভালো লেগেছে। সত্যি চিত্রা, হিরোয়িন্ মনের মত না হলে কিন্তু অভিনয় করে সুখ নেই।

চিত্রা। কোন নাটকের ডায়ালগ বুঝি?

আলোক। তাই মনে হচ্ছে?

চিত্রা। 'বাসবদত্তার' কথা আমি এখনও গুপ্ত সাহেবকে বলতে পারি নি, জানি না কি হবে।

আলোক। তুমি ও নিয়ে কিছু ভেব না—আস্তে আস্তে আমি কথা পাড়বো।

চিত্রা। 'অপমৃত্যুর' পর বাসবদত্তাই হবে আমাদের দ্বিতীয় ছবি।

আলোক। অর্থাৎ দ্বিতীয়া, তারপর তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী করে পূর্ণিমা পর্যন্ত, তখন আমাদের ছবি ছাড়া কোন ছবিই চলবে না।

চিত্রা। মঞ্জরী কি রকম করে তাকিয়ে আছে দেখছো, তোমায় গিলে ফেলবে।

আলোক। ওর জ্বালায় তো অস্থির। ছিনেজোঁকের মত পিছু পিছু ঘুরছে—ওকে নায়িকার চান্স করে দিতে হবে। তা না হয় দেবো কিন্তু ওর ন্যাকামি সহ্য করবো কি করে?

চিত্রা। চুপ—চুপ—শুনতে পাবে।

আলোক। আজকেও চল না কালকের মত বেরুন যাক।

চিত্রা। গুপ্ত সাহেবের কাছে ছুটি পাই তবে তো।

আলোক। বলনা সেই পিসী না মাসী কে দেখা করতে এসেছিল তার কাছে যাবো। পরশু থেকে সুটিং সুরু হয়ে গেলে তো আর বেরুন যাবে না।

চিত্রা। দেখি কি বলেন।

চিত্রা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে

আলোক। Wish you best of luck.

চিত্রা। Thanks.

চিত্রা উপরে উঠে গুপ্ত সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। মঞ্জরী আলোকের দিকে এগিয়ে যায়

মঞ্জরী। আলোকদা, আপনি কিছু খবর পেলেন নাকি? 'স্বপ্ন বাসবদত্তার' কাষ্টিং হয়ে গেছে কিনা।

আলোক। কাষ্টিং, না বোধ হয়, কি জানি হতেও পারে।

মঞ্জরী। কিছু ভাবছেন বুঝি?

আলোক। না ভাববো আর কি? 'বাসবদত্তার' খবর কেউ জানায় নি তো।

মঞ্জরী। বা, সেদিন যে শতদল পিক্‌চার্সের চিঠি এলো, খামের উপর ওদের ছবি ছাপা।

আলোক। ও, সেটা তুমি দেখেছিলে বুঝি? সেটা একটা পারসোন্যাল চিঠি—অজয় আমায় লিখেছে কবে কলকাতায় ফিরবো সেই সব।

মঞ্জরী। ওঃ!

আলোক। তোমাকে কোন একটা ছবিতে আমি ভালো চান্স করিয়ে দেবো, ভয় নেই। এখানকার প্রোগ্রামগুলো শেষ হয়ে যাক, কলকাতায় ফিরি, তারপর।

মঞ্জরী। গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে আর নয় বাবা, কি মেজাজ, ধমক ছাড়া কোন কথা নেই।

আলোক। (হেসে) তোমার ভয় করে বুঝি?

মঞ্জরী। যা তা বলেন যে, আমরা যেন মানুষ নই।

আলোক। (প্রসাদকে এগিয়ে আসতে দেখে) তোর সন্ধ্যার প্রোগ্রাম কি? বেরুচ্ছিস নাকি?

প্রসাদ। বোধ হয় না। কর্তাদের কাছে আজ কথাটা পাড়তেই হবে।

আলোক। কোন্ কথা? ও সেই ব্যাপারে।

প্রসাদ। হঁ্যা, আবার একখানা চিঠি এসেছে। আমি যে কি করি!

আলোক। তোর তাহলে আগেই বলা উচিত ছিল।

প্রসাদ। জানিস তো গুপ্ত সাহেবের মেজাজ। বে-টাইমে কিছু বললে হয়েছে আর কি? এক ধমকে হাঁটু কাঁপিয়ে দেবে।

আলোক। কি মুস্কিল, সেই ভয়ে, যা দরকার তা জানাবি না। কি জানি বাবা আমি কিছু বুঝি না। একজন মানুষকে এত ভয় কিসের?

প্রসাদ। তোদের কথা আলাদা, স্টার হয়ে গেছিস। আমাদের মত চুনো পুঁটীকে কে আর কেয়ার করে। শুনেছিস তো যখন তখন ধমক দিয়ে ওঠেন, এরপর তোমাকে কাটা সৈনিকের পার্ট দেবো।

প্রসাদের কথা বলার ধরনে আলোক ও মঞ্জরী হেসে ফেলে

প্রসাদ। তোরাও হাসছিস্ তো! আমারই হয়েছে বিপদ। সারা জীবন ভাঁড়ের পার্ট করে করে একদম ভাঁড় বনে গেছি। কেউ আর সিরিয়াসলি নেয় না।

মঞ্জরী। আলোকদা, আজ আমাকে নিয়ে বেরুচ্ছেন তো?

আলোক। কোথায়?

মঞ্জরী। বাঃ, কাল চিত্রাদিকে নিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন না আজ আমাকে ঘুরিয়ে আনবেন।

আলোক। দেখি, বেরুব কিনা ঠিক নেই। শরীরটা ভালো লাগছে না।

বীরু। কি বললে আলোক শরীর খারাপ লাগছে? এক পাত্তর খেয়ে নাও, ব্যস, দেখবে শরীর একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে।

আলোক। (হেসে) তার আর দরকার হবে না বীরুদা, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে।

বীরু। ছোট বেলায় এতরকম রোগে ভুগেছি যে কি বলবো? তখন যদি এই ওষুধটার খবর কেউ দিত।

প্রসাদ। অ্যাঁ বলেন কি? (আলোক ও মঞ্জরীর হাসি)

বীরু। সত্যি বলছি, আমি যদি সংসার ধর্ম করতাম, যদি ছেলে পিলে হত তাহলে কারুর শরীর খারাপ করলেই ফীডিং বোতলে পুরে এক পাত্তর খাইয়ে দিতাম।

প্রসাদ। ভাগ্যিস আপনি সংসার করেন নি।

হাসতে হাসতে মিঃ গুপ্তর ঘর থেকে চিত্রা বেরোয়।
দরজার ফাঁক দিয়ে অরুণ গুপ্তকে বলে

চিত্রা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবো নিশ্চয়, দেখি ওরা কেউ যায় কিনা (নিচে নামতে নামতে আলোককে) ছুটি পেয়েছি, চলুন, শীগ্‌গির ফিরতে হবে।

আলোক। যাবো, মানে এই শরীরটা—-

মঞ্জরী। (বাঁকা হেসে) না না বেড়িয়ে আসুন। ফ্রেস হাওয়ায় দেখবেন অনেক ভালো লাগছে।

বীরু। মঞ্জরী এই একটা কথার মত কথা বলেছে! ফাঁকা হাওয়ায় বেড়ালে আর কিছু না হোক মন বড় প্রফুল্ল হয়।

চিত্রা। চলুন চলুন, আর দেরী করবেন না। কারুর জন্যে কিছু আনতে হবে?

প্রসাদ। ওর জন্যে একটা চকলেট।

মঞ্জরী। থাক্ আপনাকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না।

সকলে হেসে ওঠে, "ঐরে আবার সুরু হয়েছে" বলতে বলতে চিত্রা ও আলোককুমার বেরিয়ে যায়। মঞ্জরী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

মঞ্জরী। কোথায় এসে পড়েছি। এই আমার শেষ কাজ, ব্যস আর যতই টাকা দাওনা কেন, আমি এখানে কাজ করবো না।

প্রসাদ। কি হয়েছে বলতো মঞ্জরী, তোমার মেজাজটা মনে হচ্ছে একটু চড়া পর্দায় বাঁধা।

মঞ্জরী। তাতে কার কি এসে যায়?

প্রসাদ। কিছু এসে যায় না।

মঞ্জরী। তবে?

প্রসাদ। তবে আর কি? (হেসে) এমনি একটা কথার কথা বললাম আর কি!

মঞ্জরী। বাইরে থেকে কত কথা শুনেছিলাম। আইডিয়েল কোম্পানীতে সকলকে সমান স্কোপ দেওয়া হয়, চমৎকার ডিসিপ্লিন।

বীরু। এটা কিন্তু তুমি মিথ্যে শোননি। স্কোপ দেওয়া হয় বৈ কি, এই মনে কর আমার মত আনাড়ী লেখক, প্রসাদের মত ক্লাউন, তোমার মত—

মঞ্জরী। সে কথা হচ্ছে না, ডিসিপ্লিনটা কোথায় বলতে পারেন?

বীরু। ডিসিপ্লিন? ও ডিসিপ্লিন, সে তো মিলিটারীতে।

মঞ্জরী। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

বীরু। (জিভ কেটে) ঠাট্টা, ছি-ছি, মেয়েদের সঙ্গে আমি ভুলেও ঠাট্টা করি না। ও বুঝতে বুদ্ধির দরকার হয় যে।

মঞ্জরী। (রেগে) এই জন্যে আপনাদের কারুর সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

বীরু। প্রসাদ, এবারে সামলাও, মঞ্জরী দেবী চটেছেন।

প্রসাদ। আমি কিছু বললে যে এরা আরও চটে যায়।

মঞ্জরী। চটবো না? এ কোম্পানীতে দেখছি সকলের ভীমরতি ধরেছে। চিত্রা-চিত্রা-চিত্রা। এ ছাড়া কারুর কথা নেই। ছবি চলছে কেন, না চিত্রার জন্যে, ছবির নায়িকা কে, না চিত্রা—পোস্টারে ছবি কার যাবে—

প্রসাদ। চিত্রার—

মঞ্জরী। এর মানে কি?

মঞ্জরী প্রসাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—প্রসাদ তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে বীরু বোসকে জিগ্যেস করে—

প্রসাদ। সত্যিই তো এর মানে কি?

বীরু। মানে-মানে। সব কথার কি আর মানে বোঝা যায়, না করা যায়? এই ধরনা একটা শব্দ "বারদাসিপুরিয়া হৈ হৈ হৈ।"

প্রসাদ। (প্রথমটা হেসে) বারদাসিপুরিয়া হৈ হৈ হৈ—(পরে কি যেন ভেবে) আচ্ছা বীরুদা এর মানে কি?

বীরু। মানে বারদাসিপুরিয়া হৈ হৈ হৈ।

মঞ্জরী। বীরুদার চালাকি আমি সব জানি, এখন কথা ঘোরাচ্ছেন। আর না ঘুরিয়েই বা উপায় কি? উনিও কি কম যান। ঐ বুড়ো বয়সেও চিত্রার জন্যে স্পেশাল ডায়ালগ লেখেন যা বললেই হাততালি পড়বে।

মণ্টু ইতিমধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করেছে

বীরু। এইরে! এবার আমাকে নিয়ে পড়েছে। ও মণ্টু, শোন-শোন।

মণ্টু। কি বল।

বীরু। তখন যে এক পাত্তর খাবি বলছিলি, এই তোর জন্যে বোতলে রেখেছি।

মণ্টু। হঠাৎ এত দয়া?

বীরু। দয়া কেন বলছিস্ বরং ভালবাসা বলতে পারিস। (উঠে পড়ে) আর যদি দয়াই হয় তাতেই বা কী? দয়া বড় ভাল জিনিষ, যার দয়া আছে, তার মায়াও আছে। যার মায়া আছে তার কায়াও আছে। যার কায়া আছে তার ছায়াও আছে। যার ছায়া নেই—সে তো ভূত।

মণ্টু। কি আবোল তাবল বকছো।

বীরু। তুই কথাটা বুঝতেই পারলি না। তার মানে দাঁড়ালো যে এই যার শরীরে দয়া নেই তার শরীরের ছায়াও নেই, অর্থাৎ সে অশরীরী।

মঞ্জরী। যেমন আপনি একজন।

বীরু। (হেসে ফেলে) তাই নাকি? তাহলে তো আয়নায় একবার চেহারাটা দেখতে হবে।

বলতে বলতে বীরু বোস বেরিয়ে যায়

প্রসাদ। বীরুদা সত্যি বড় মাই ডিয়ার লোক।

মণ্টু। হলে হবে কি, ঐ হিজ মাস্টার্স ভয়েস।

প্রসাদ। তোমাকে এত ড্রিঙ্ক করায়, তবু তাকে—

মণ্টু। মণ্টু মিত্তির সব সময় সত্যি কথা বলে। আমিও বুড়োকে রেসপেক্ট করি, কিন্তু যা দোষ তাও বলবো। মঞ্জুদি যা বলছিল সত্যি কথা—চিত্রা চিত্রা করে যে এত মাতামাতি সব করছে, তারপর পাখী উড়ে গেলে কি হবে?

মঞ্জরী। বোঝ তো এ কথাটা বলনা কেন? তোমারও তো কোম্পানীতে শেয়ার আছে।

মণ্টু। আছে, তবে আর এক বছর না হলে কোম্পানীর ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। মারা যাবার সময় বাবা তাই ইন্সট্রাকসন দিয়ে গেছেন।

মঞ্জরী। একদিন তো বলতে হবে।

মণ্টু। যখন হবে তখন দেখা যাবে।

প্রসাদ। আমি বলছিলাম কি মণ্টু, তোমার কি মনে হয় ব্রজেনদাকেই ব্যাপারটা খুলে বলি?

মণ্টু। কোন লাভ নেই।

প্রসাদ। আচ্ছা উনিও তো মালিক!

মণ্টু। মালিক তো বটেই কিন্তু বলবার ভয়েস্ নেই। এ কোম্পানীর হর্তা কর্তা বিধাতা—অরুণ গুপ্ত।

প্রসাদ। গুপ্ত সাহেবকে যে বড় ভয় করে। এখুনি হয়তো পাঁচটা কথা শুনিয়ে দেবেন। যা বিচ্ছিরী মুখ।

মণ্টু। সে আর আমি জানি না। একটা জানোয়ার। আমার সঙ্গে যদি লাগে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।

মঞ্জরী। গুপ্ত সাহেব কিন্তু সেদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি এখনও মদ খাও কিনা।

মণ্টু। তুমি কি বললে?

মঞ্জরী। আমি ভয়ে ভয়ে বলেছি, জানি না।

মণ্টু। মিথ্যে কথা বললে কেন? আমি মদ খাই, বেশ করি, ওঁর বাপের কি? আমার পয়সায় আমি খাচ্ছি।

প্রসাদ। তুমি তাহলে বলছ, গুপ্ত সাহেবের ঘরেই যাই।

মণ্টু। যাও! এত ভয়ের কি আছে?

প্রসাদ। না ভয় আর কি, ভয় কিসের?

বলতে বলতে ভয়ে ভয়ে প্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে।

মণ্টু। যেন বলির পাঁঠা উঠছে।

প্রসাদ মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বলে—মণ্টু হাসে।

মঞ্জরী। (নিচু গলায়) বেচারী ভালো মানুষ বলে কিছু করতে পারলে না। বড় কম টাকা পায়, ওর চলে না।

প্রসাদ অরুণ গুপ্তের দরজায় টোকা মারে, "আসতে পারি?" জিজ্ঞেস করে ভিতরে ঢুকে যায়।

মণ্টু। বোকা তো আর কি হবে, চিত্রাদিকে দিয়ে গুপ্ত সাহেবকে ধরলেই তো হয়ে যায়। ওর কথাই যা একটু শোনেন।

মঞ্জরী। সে তো শুনবেনই, নিজের হাতে চিত্রাকে মানুষ করেছেন, 'স্টার'ও বানিয়েছেন। শুধু চেহারার জোরে যে একজনের এত নাম হতে পারে, আমার জানা ছিল না।

মণ্টু। চিত্রাদির ভালই হয়েছে। এখন নাম হয়ে গেছে, যেখানে যাবে লুফে নেবে।

মঞ্জরী। কোন দুঃখে ও যাবে? এখানে তো রাণীর মত আছে।

মণ্টু। রাজা বদলাবার যদি ইচ্ছে হয়।

মঞ্জরী। তার মানে—

মণ্টু। চিত্রাই তো একা নয়। অরুণ গুপ্তর রাণী তো অনেকজনই ছিল, একে একে সব তো পালিয়েছে। চিত্রাও পালাবে।

মঞ্জরী। আমার তা মনে হয় না।

মণ্টু। মনে হয় না? তাহলে আলোককুমার হঠাৎ এ কোম্পানীতে এলো কেন?

মঞ্জরী। মোটা টাকা পেয়েছে, কেন আসবে না?

মণ্টু। আজ্ঞে তা নয়।

মঞ্জরী। তবে?

মণ্টু। চিত্রাকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে।

মঞ্জরী। কোথায়?

মণ্টু। অন্য কোম্পানীতে।

মঞ্জরী। তুমি জানলে কি করে?

মণ্টু। মণ্টু মিত্তির বসে বসে ঘাস খায় না সব আমার জানা আছে। বোকাটি সেজে থাকি তাই। আলোকের হাবভাবটা দেখনি? চিত্রাই যেন তার প্রাণ।

মঞ্জরী। এ সব সত্যি নয়? তবে চিত্রা ও রকম আদিখ্যেতা করে কেন?

মণ্টু। বুড়ো অরুণ গুপ্তকে নিয়ে তার মন ভরে না, তাই।

মঞ্জরী। চিত্রা চলে গেলে ভারী মজা হবে, আমার ভাবতেই আনন্দ হচ্ছে। ব্রজেন রায় কার জন্যে গানে সুর দেবে, বাঁকদা কার জন্যে নাটক লিখবে, গুপ্ত সাহেব কাকে পার্ট বোঝাবেন? এ কোম্পানীই বোধ হয় উঠে যাবে।

মণ্টু। উঁহু—এক চিত্রা যাবে, তার জায়গায় হয়ত আর এক চিত্রা আসবে, এমন কি মঞ্জরী দেবীরও তো প্রমোশন হতে পারে।

মঞ্জরী। সে ভাগ্য কি আর আমার হবে?

মণ্টু। হবে গো হবে। ঐ খোঁড়া নিকুঞ্জটা তোমায় বেশ ব্যাক করে।

মঞ্জরী। আচ্ছা, আলোককুমার তোমাকে বলেছে যে চিত্রাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে এ কোম্পানীতে এসেছে?

মণ্টু। সেটা আর বলার দরকার হয়নি।

মঞ্জরী। তার মানে?

মণ্টু। আমি একটা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছি।

মঞ্জরী। কার চিঠি?

মণ্টু। আলোককুমারের।

মঞ্জরী। কি লেখা আছে তাতে?

মণ্টু। যা তোমাকে বল্লাম।

মঞ্জরী। চিঠিটা আমাকে দেবে?

মণ্টু। কেন, গুপ্ত সাহেবকে দেখাবে?

মঞ্জরী। সে আমি যাই করি।

মণ্টু। হ্যাঁ দিতে পারি, কত দেবে?

মঞ্জরী। তুমি বল।

প্রসাদ অরুণ গুপ্তর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, পিছু হট্‌তে হট্‌তে। অরুণ গুপ্তর চড়া গলা শোনা যায়। ড্রেসিং গাউন পরে সেও বেরিয়ে আসে।

অরুণ। আর কতবার আমি বলব, না, না, না। টাকা কোম্পানী দিতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?

প্রসাদ। আমি তো সব কথাই খুলে বলেছি, এখন কিছু না পেলে আমার বোন বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে।

অরুণ। সেটা কোম্পানীর দায়িত্ব নয়।

প্রসাদ। বিপদে পড়েছি বলেই—

অরুণ। ও সব নাকে কান্না আমি অনেক শুনেছি। যত সব হাড় হাভাতের দল। বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়েই এ কোম্পানীতে এসে চাকরী নিয়েছে।

প্রসাদ। আমরা চাকরী করি বলে যদি কথায় কথায় এ ভাবে অপমান করেন—

অরুণ। চলে যাবে, তো যাওনা। অত রোয়াব দেখাচ্ছ কেন? তোমার পার্ট আমি একটা ঝাঁকা মুটেকে দিয়ে করিয়ে নেব।

প্রসাদ। আর একবার যদি কথাটা ভেবে দেখেন—

অরুণ। আর কোন কথা নয়, enough of it. আমি আবার রিপিট করছি no no, by no means. টাকা কাউকে দেওয়া হবে না।

অরুণ গুপ্ত আর কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।
প্রসাদ ম্লান মুখে নেমে এসে মঞ্জরী ও মণ্টুর দিকে তাকিয়ে
অপ্রস্তুত হাসি হেসে ভিতরে চলে যায়।

মণ্টু। (অরুণ গুপ্তর ঘরের দিকে তাকিয়ে দাঁত কড়মড় করে) উঃ কি মেজাজ !

মঞ্জরী। প্রসাদ-দা তাহলে কি করবেন ? সত্যিই ওঁর টাকার দরকার।

মণ্টু। আমার সঙ্গে একদিন ঐ ভাবে কথা বল্লে আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

মঞ্জরী। চিঠির জন্যে কত দিতে হবে বল।

মণ্টু। অন্ততঃ দুটো বোতলের দাম।

মঞ্জরী। দাম কত ?

মণ্টু। টাকা পঞ্চাশ।

মঞ্জরী। দেব। আমার ঘরে চল।

মণ্টু। একটা সর্ত আছে, কাউকে তুমি বলতে পারবে না যে চিঠিটা তোমায় আমি দিয়েছি।

মঞ্জরী। আমি বলতে যাব কেন ?

কথা বলতে বলতে দুজনেই বেরিয়ে যায়। তবে বেরুবার একটু আগে অরুণ গুপ্ত ও ব্রজেন রায়, অরুণ গুপ্তর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দেখতে পায়। অরুণ গুপ্ত সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলে—

অরুণ। আর্টিস্টদের সব বলে দিও, যখন তখন আমার ঘরে ঢুকে যেন জ্বালাতন না করে। যা বলবার তোমার কাছে বললেই তো পারে। জান তো আমি মাথা-গরম লোক, মুখের ওপর কথা বললেই আর সহ্য করতে পারি না, চেঁচিয়ে উঠি।

ব্রজেন। তাই বলে দেব।

অরুণ। Next Production নিয়ে তো ভাবতে হয়। এ বই হিট্ হবেই।

অরুণ। আলোককে নিয়ে এসে তুমি ভাল করেছো—চিত্রার সঙ্গে

তাকে বেশ মানিয়েছে, আমি তো ভাবছি পরের দুটো ছবির জন্যে ওকে সাইন্ আপ করিয়ে নেব।

ব্রজেন। দেখ আবার বেশী টাকা না চেয়ে বসে। কাল থেকেই তাহলে স্যুটিং সুরু করবে।

অরুণ। তাইতো মনে করছি, কদিন যা একঘেয়ে বৃষ্টি গেল—রোদটা উঠলে বাঁচি। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে নদীর ধারে একটা পুরোন ঘাট আছে, সেখানটা তো আমাদের কাজে লাগবেই, তাছাড়া একটা বাড়ি আমি জানি—গাঁয়ের মাঝ বরাবর—ছবিতে খুব ভাল আসবে।

ব্রজেন। এ জায়গাটা তুমি ভাল করেই চেন দেখছি।

অরুণ। হ্যাঁ, আগে এখানে বার দুয়েক স্যুটিং করেছি—অবশ্য নিজের কোম্পানী করার আগে। 'নিশার স্বপন'-এর আউট ডোর ছিল এখানে—তারপর 'অন্তিম শয্যা'—ঐটেই লাস্ট।

ব্রজেন। অন্তিম শয্যা—সে তো প্রায় বছর বারো আগে?

অরুণ। তা হবে। সেই বছর কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছিল। এই বাড়িতে এসেই ছিলাম। এক ব্যবসায়ী বড়লোকের বাগান বাড়ি।

ব্রজেন। 'অন্তিমশয্যা' তো তোমার হিট্ বই। কে যেন হিরোইন্ ছিল—পারুলবালা না?

অরুণ। হ্যাঁ, ওই ওর লাস্ট বই। ব্রজেন, তুমি একবার নিকুঞ্জকে ডেকে নিয়ে কথা বল, আমি বলছি চুরি হচ্ছে—এত খরচ হতে পারে না।

ব্রজেন। হিসেব তো একটা দিয়েছে।

অরুণ। ও রকম আজগুবি হিসেব সকলেই দিতে পারে—অন্তত হাজার তিনেক টাকার গোলমাল। বেশ কড়া করে ওকে ধমকে দিও, বোল, যদি ঠিকমত ও হিসেব দিতে না পারে আমরা ওকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

ব্রজেন। সত্যি কথা বলতে কি তোমার লোক ব'লে—আমি আর কিছু বলতে চাই না।

অরুণ। না—না এ কি ব্যাপার। এখানে তো তোমার আমার বলা চলবে না—I am a man of principle.

বাইরে একটি মেয়ের গলার আওয়াজ

কার গলা?

ব্রজেন। নিকুঞ্জ না?

নিকুঞ্জের প্রবেশ

নিকুঞ্জ। সার, একটা কথা আছে।

অরুণ। কি হয়েছে?

নিকুঞ্জ। খুব দরকারি কথা সার।

অরুণ। বল।

নিকুঞ্জ। একটু এদিকে আসুন সার।

ব্রজেন। (উঠে পড়ে) তোমরা কথা বল আমি ততক্ষণ বাজনাটা প্র্যাক্‌টিস করিগে। প্রস্থান

নিকুঞ্জ। ও এসেছ সার।

অরুণ। কে?

নিকুঞ্জ। পারুল। আমি দরজা বন্ধ করে রেখে এসেছিলাম, কি করে যে এখানে চলে এল....

অরুণ। না—না ঢুকতে দিও না, নিয়ে যাও এখান থেকে।

নিকুঞ্জ। সে আমার কথা শুনছে না, ঐ যে এদিকে আসছে।

পারুলবালার প্রবেশ। বেশবাসে কথায় ভঙ্গীতে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

পারুল। এ সেই ঘর—আমি বলছিলাম একটা সিঁড়ি আছে। স্বর্গের সিঁড়ি—সবাই বলছে ছবি তুলছে, ছবিতো এখানেই তোলে—তোমরা আমার ছবি তুলবে না? আমি খুব ভাল পার্ট করি।

নিকুঞ্জ। ঠিক আছে তুমি এখন যাও, আমি গিয়ে দেখা করব।

পারুল। না—আমি ছবি তুলব, ছবি—সিনেমার ছবি। এই সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠছি, এই নামছি—ছবি তোল ছবি তোল।

নিকুঞ্জ। ছবি তোলার লোক এলে আমি তোমায় ডেকে আনব, এখন বাড়ি যাও।

পারুল। আর আমায় ডাকবে না—কেউ ডাকে না। আগে সবাই কত ডাকত—ঐ তো ও ডাকতো।

অরুণ। নিকুঞ্জ ওকে নিয়ে যাও।

নিকুঞ্জ। কি করব সার, দেখছেন তো পাগ্‌লী। কোন কথাই বোঝে না।

অরুণ। যাও এখান থেকে।

পারুল। আমায় বকছ? আমি ভয় করি না, ভয় পেতাম অনেক আগে—সেই গুপ্ত সাহেব যখন বক্‌ত।

নিকুঞ্জ। ঠিক আছে, চল আমার সঙ্গে, তুমি দেখ্‌ছি ভাল কথার লোক নও।

পারুল। তাকে বোল, সে যেন আমায় ক্ষমা করে। তাকে আমি কষ্ট দিয়েছি—আমি যাচ্ছি।

নিকুঞ্জ। চলো।

পারুল। না—না—কাউকে যেতে হবে না। আমি একলা যাব নদীর ধারে ধারে গীর্জের পাশ দিয়ে। গঙ্গার ঘাটে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে মাথায় জল দিতে হবে যে—না তোমরা এস না—আমার পাপ হবে।

প্রস্থান

নিকুঞ্জ। এ ক'দিন দেখছি ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখতে হবে—তা নাহলে রোজ এসে বিরক্ত করবে।

অরুণ। এতদিন রাখা হয়নি কেন? মাসের পর মাস যে আমি টাকা দিচ্ছি, তা দিয়ে কি কর? ঝি রাখবার কথা, চাকর রাখবার কথা, তারা কোথায়? পাহারা দিতে পারে না?

নিকুঞ্জ। আছে তো সবাই, ঝিটা কিছুদিন ছুটি নিয়েছে। চাকর কি আর একা সামলাতে পারে? তাছাড়া এখন আর ঠিক আগের মত নেই। চেঁচামেচি মারামারি করে না। মাঝে মাঝে বেরুতে না দিলে বাঁচবে কি করে?

অরুণ। তুমি একটা স্কাউন্‌ড্রেল, একের নম্বর চোর—তোমার হাত দিয়ে আর একটি পয়সাও পাঠাব না।

নিকুঞ্জ। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন সার।

অরুণ। Shut up! চোর কোথাকার! রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা কোর।

অরুণ চলে যায়। বীরু প্রবেশ করে।

বীরু। কে ও?

নিকুঞ্জ। বীরুদা?

বীরু। কে এসেছিল?

নিকুঞ্জ। ও একটা পাগ্‌লী।

বীরু। নাম কি?

নিকুঞ্জ। জানি না।

বীরু। তুমি নিশ্চয় জানো, বল ওর নাম কি?

নিকুঞ্জ। পারুল।

বীরু। পারুল—পারুলবালা। তবে সে মরেনি? Liar....

বীরু চলে যায়

নিকুঞ্জ। কোথায় যাচ্ছেন, গুপ্ত সাহেবের ঘরে এখন যাবেন না, বীরুদা শুনুন।

নেপাল ও মঞ্জরীর প্রবেশ

নেপাল। আচ্ছা নিকুঞ্জদা—গুপ্ত সাহেব কি বলছেন. এ ছবিতে একটা চান্স হবে না? ওয়ান্ চান্স।

নিকুঞ্জ। আমি তার কি জানি?

নেপাল। (প্রণাম করে) আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায়, পয়সা কিছু চাই না, একটা চান্স। আমি কমিক করতে পারি, গাইতে পারি, নাচতে পারি....twinkle twinkle little star.

নেপাল ইংরাজী ছড়াটা বলতে থাকে। নিকুঞ্জের প্রস্থান

মঞ্জরী। তুই অমন ক'রে সকলের পায়ে মাথা খুঁড়ছিস কেন?

নেপাল। যদি একটা চান্স পেয়ে যাই।

মঞ্জরী। না হয় পেলি, তাতে কি হবে?

নেপাল। কি হবে? একটা ছবিতে কাজ করব, নাম হবে নাম—কাগজে লিখবে,। পরের বইয়ে করব—টাকা হবে টাকা। ব্যাঙ্কে রাখব। তারপর চড় চড করে—কি বলতো?

মঞ্জরী। কি?

নেপাল। একেবারে আকাশে।

মঞ্জরী। আকাশে?

নেপাল। তারা—তারাবাজী—হাঃ হাঃ হাঃ! আপনি কিছুই বুঝতে পারেন না। এই রকম সব ড্রীম করতে হয়। ড্রীম। ফটোগ্রাফার ফটো তুলছে—ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্-ক্লিক্। নেপাল হয়ে গেল স্টার—আকাশে জ্বলছে চিড়িক্ চিড়িক্ চিড়িক্ চিড়িক্। স্টার হবার পর বিজি আর্টিস্ট, সময় নেই—টেলিগ্রাম আসছে, টরে টরে টক্কা—টরে টরে টক্কা—টেলিফোন—ক্রিং ক্রিং ক্রিং। হ্যালো? নেপালকুমার speaking what? ক্যালিফোর্নিয়া? নো আই অ্যাম সরি। ক্রিং ক্রিং হ্যালো—'Marica'? Sorry। ক্রিং ক্রিং....হ্যালো ব্যাঙ্কক? হ্যাট্‌স অল রাইট—

তারপর এই কাগজে বেরুচ্ছে নেপালকুমার দুবার হাসিয়াছেন—ঐ কাগজে বেরুচ্ছে তিনবার কাশিয়াছেন। এই কাগজে বেরুচ্ছে নেপাল-কুমার জীবিত, ওটায় নেপালকুমার মৃত, এটায় নেপালকুমার গুণী, ওটায় খুনী, টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম, জোর খবর নেপালকুমার খুনী—

বীরু ও অরুণের প্রবেশ

বীরু। না-না আমি কোন কথা শুনবো না—

অরুণ। বীরু শোন-শোন—

বীরু। না।

বীরুর প্রস্থান

অরুণ। (একটু পরে) ব্রজেন শোন—

ব্রজেনের প্রবেশ

ব্রজেন। কি হয়েছে। এত গম্ভীর কেন ?

অরুণ। ভাবছি।

ব্রজেন। কি—?

অরুণ। ভাবছি এখানে আসাটা বোধ হয় ভুল হয়েছে। কোন অশুভ লগ্নে আমরা বেরিয়েছিলাম, সব তাতেই গোলমাল। বাইরে বৃষ্টি, ভেতরে সকলের মেজাজ খারাপ—দুর ছাই আর ভাল লাগছে না।

ব্রজেন। তাহলে কি করবে ?

অরুণ। কালকের সকালটা দেখি—যদি কাজ করা না যায় তো প্যাকআপ করে চলে যাব।

ব্রজেন। দেখ, তুমি যা ভাল বোঝ—আলোকের আবার ডেট পাওয়া তো মুস্কিল।

অরুণ। সে সব কথা আমি ভাবছি না। আগে নিজেদের কোম্পানীকে বাঁচাতে হবে।

ব্রজেন। তার মানে ?

অরুণ। অনেক বেনোজল ঢুকে পড়েছে—তাড়াতে হবে।

ব্রজেন। তুমি কার কথা বলছ?

অরুণ। নিকুঞ্জকে আর আমি রাখব না। He is a scoundrel, he must go। বীরুও আমাকে চোখ রাঙ্গিয়ে গেল—মাতাল বীরু বোস। কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

ব্রজেন। বীরু কি বলেছে?

অরুণ। ও মাতালটার কথা ছেড়ে দাও।

"বীরুদা" ব'লে মণ্টু ঢোকে, হাতে তার একটা বোতল, অরুণ গুপ্তকে এ জায়গায় দেখবে আশা করেনি। ভয় পেয়ে বোতলটা পিছনে লুকোয়।

মণ্টু। বীরুদা?

ব্রজেন। কি রে মণ্টু!

মণ্টু। ও বীরুদা এখানে নেই বুঝি। যাক্ পরে কথা হবে।

অরুণ। তোমার সঙ্গে আমারও একটু দরকার ছিল।

মণ্টু। বলুন।

অরুণ। ঘরে চল, পরশু থেকে স্যুটিং করবো—তাই মেক্-আপ্ সম্বন্ধে বলে নেওয়া দরকার।

মণ্টু। আপনি চলুন, আমি এখুনি আসছি।

অরুণ। হাতে ওটা কি?

মণ্টু। না, মানে—

অরুণ। দেখি। (মণ্টু ভয়ে ভয়ে বোতলটা দেখায়)

অরুণ। হুইস্কির বোতল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—এই বয়সে গোল্লায় যাচ্ছ? কতদিন তোমাকে বারণ করেছি না? মেক্ আপের ভালো হাত আছে, কোথায় বই নিয়ে লেখাপড়া করবে, পাঁচটা ভালো ছবি দেখবে, তা নয়, যত রাজ্যের বাজে জিনিস।

মণ্টু। এটা আমার পারসোন্যাল ব্যাপার।

অরুণ। চুপ কর, লম্বা চওড়া কথা বলো না। এক ফোঁটা ছেলে তার আবার পারসোন্যাল ব্যাপার। আর একদিন তোমায় যদি মদ ছুঁতে দেখি,—

মণ্টু। কি করবেন?

অরুণ। ঘাড় ধরে এ কোম্পানী থেকে বার করে দেব।

মণ্টু। মুখ সামলে কথা বলুন।

অরুণ। কি, এতবড় সাহস!

মণ্টু। সাহস না হবার কি আছে? আপনি আমার কে?

ব্রজেন। মণ্টু!

মণ্টু। আমি বুঝতে পারি না ভাবছেন, আমার বাবার টাকাগুলো সব নয়-ছয় করে খুব কোম্পানী চালাচ্ছেন।

অরুণ। জানোয়ার, কটা টাকা তোর বাবা রেখে গেছে? কোম্পানী দাঁড় করিয়েছি আমি, এ আমার কোম্পানী।

মণ্টু। সে দেখা যাবে কার কোম্পানী।

ব্রজেন। অরুণ মাথা ঠাণ্ডা কর। মণ্টু, এখন তুই যা।

অরুণ। ওকে মাপ চাইতে বল।

ব্রজেন। বলনা মণ্টু—আর কখনো করবি না।

মণ্টু। মাপ আমি কারুর কাছে চাইনা। ছেড়ে দিন আমাকে।

অরুণ। তাহলে বেরিয়ে যাও আজই এখুনি।

মণ্টু। আপনার কথায় আমি যাবো কেন? কোম্পানীর চিঠি দিন। তারপর আমি কোর্টে দেখে নেব আপনাকে। এটুকুও মনে রাখবেন আর কয়েক মাস বাদে যখন কোম্পানীর মালিক হয়ে বসব তখন আপনাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবো না।

হন হন করে মণ্টু চলে যায়। রাগে অরুণ গুপ্ত ছটফট্ করতে থাকে।

অরুণ। শুনলে একবার ছোঁড়ার কথা। ওর বাবা ওকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। আমিই জোর করে এ লাইনে নিয়ে এলাম। এখন আমারই ওপর মেজাজ!

ব্রজেন। ও সব কথা যেতে দাও অরুণ—ঘরে যাও। মাথা ঠাণ্ডা কর। ছোঁড়াটার চালচলন ভাল নয়। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি!

অরুণ। ব্রজেন, তুমি সুখী, স্ত্রী পুত্র সংসার সব আছে। তার ওপর কাজ করছ। মন-প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করছ। আমি কি করে কাজ করব বলতে পার ব্রজেন?

ব্রজেন। অরুণ, তুমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ। একটা ছোঁড়ার কথায় কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ?

অরুণ। আমি কি পেলাম? বিয়ে করেছিলাম। কপালে টিকলোনা। কত বড় ট্র্যাজেডি! বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, অথচ আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিসের জন্যে রোজগার করছি, কার জন্যে করছি।

ব্রজেন। অরুণ, তোমার কথা শুনে আমার সেই কবিতা মনে পড়ছে—"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।" আমি তো বাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে আর্ধেক কাজই করতে পারি না। তোমার কোন বন্ধন নেই, এতে কত সুবিধে।

অরুণ। তুমি আমাকে বুঝতে পারছোনা। এক এক সময় নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হয়। কেউ নেই, কিছু নেই। আমি কি ভেবেছিলাম জান ব্রজেন। আমার এ কোম্পানীর শেয়ার মণ্টুর নামেই উইল করে যাব। ছেলেটাকে এত ভাল বাসলাম অথচ মানুষ করতে পারলাম না।

ব্রজেন। বড় হলে ও ঠিক মানুষ হয়ে যাবে। মিথ্যে তুমি এত ভেঙে পড়ছো। যাও ওপরে গিয়ে রেষ্ট্ নাও।

অরুণ। তাই যাই। তোমার কাছে যদি ওরা আবার কেউ আসে, কারুর কথায় কান দিয়ো না।

ব্রজেন। সে আমি কখনও দিই না। তোমার কথাই যে শেষ কথা তা আমি বার বার করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

অরুণ। আমি ঘরেই থাকবো বোধ হয়। নীচে নামতে আর ইচ্ছে করছে না।

ব্রজেন। বেশ আমি নিকুঞ্জকে বলে দেবো।

অরুণ। শরীরটাও খুব ভালো নেই।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে

অরুণ। স্ক্রিপ্ট-এ আমি দু'এক জায়গায় বদলেছি। ভালো করে দেখে নিও। ফাইলটা আমার কাছে রেখে দিয়ে যেও।

ব্রজেন। বীরুর ভাষাটা আগের মত আর নেই। মাঝে মাঝে বড্ড যেন মিইয়ে গেছে।

অরুণ। হলে কি হবে, বলবার তো উপায় নেই।

অরুণ গুপ্ত চলে গেলে ব্রজেন রায় স্ক্রিপ্ট পড়তে থাকে
একটু পরে আলোককুমার ও চিত্রা বেড়িয়ে ফেরে।

আলোক। গির্জেটা অনেক পুরোনো. জায়গা বেশ চমৎকার: না চিত্রা?

চিত্রা। হ্যাঁ—

ব্রজেন। চিত্রা তোমার মাসীমার সঙ্গে দেখা হ'ল?

চিত্রা। না, অতদূর আর যাই নি, ভয় হ'ল যদি বৃষ্টি হয়।

ব্রজেন। গঙ্গার ধারটা ওখানে চমৎকার, বিশেষ করে গির্জের কাছটা।

চিত্রা। আমরা ওদিকেই গিয়েছিলাম। দেখলাম গির্জের পশ্চিম দিকে কতকগুলো ছোট ছোট বাড়িও উঠেছে। বোধ হয় নতুন কোন কলোনী হচ্ছে।

আলোক। ব্রজেনদা, এ গির্জেটা অনেক দিনের পুরনো, না?

ব্রজেন। ঠিক সাল বলতে পারবো না, তবে নবাবী আমলের ব্যাপার। পর্তুগীজরা ঐ গির্জে বানায়। জান তো ইংরেজদের আগে ওরা এ দেশে এসেছিল, কিন্তু টিকতে পারলো না। কারণ সুবিধে পেলেই লোক ধরে ধরে খৃষ্ট ধর্মে ভজাতো।

চিত্রা। এখানে আর কতদিন থাকতে হবে ব্রজেনদা?

ব্রজেন। (হেসে) দিন সাতেকের কাজ বাকী আছে, তবে ওয়েদার কি রকম থাকবে তো বলা যায় না। কেন, আর বুঝি ভালো লাগছে না?

চিত্রা। (অন্যমনস্কভাবে) তা নয়। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

ব্রজেন। চিত্রা, তোমার সেই গানটা তুলতে হবে, যখন ইচ্ছে করবে বোলো—

চিত্রা। এখন তুলে নেব?

ব্রজেন। যদি তুমি চাও—

চিত্রা। বেশ তো চলুন না। গানটা সত্যিই বড় চমৎকার হয়েছে।

ব্রজেন। আমি ঘরে যাচ্ছি, তুমি এসো।

ব্রজেন রায় চলে গেলে চিত্রা সেই দিকে তাকিয়ে থাকে

চিত্রা। এই একজন মানুষ। এ রকম আর কাউকে আমি দেখিনি। কি ভাবে যে আমাকে সাহায্য করছেন!

আলোক। ব্রজেনদাকে আমারও বেশ লাগে।

চিত্রা। ওঁকে খুব কাছে থেকে না দেখলে চেনা যায় না। স্বামী স্ত্রী, দুটি ছেলে। কি সুখী পরিবার। আমাকে ওঁরা সবাই ভালবাসেন, আমি যেন ওঁদের বাড়িরই মেয়ে। গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে ওঁর কত তফাৎ।

আলোক। কেন ?

চিত্রা। গুপ্ত সাহেব আমাকে এ লাইনে নিয়ে এসেছেন, শিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন সব সত্যি কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে থাকি, থাকতে হয় বলে, মনে প্রাণে আমি মানুষটাকে ভয় করি।

আলোক। ব্রজেনদারও কি কোন স্বার্থ নেই ? উনিও কোম্পানীর ইন্‌টারেষ্ট দেখছেন হয়তো।

চিত্রা। তা নয়, আজ যদি আমি ফিল্ম লাইন ছেড়ে ঘর সংসার করি তবে সব চেয়ে বেশী সুখী হবেন ব্রজেনদা।

আলোক। তাহলে ওঁকেই একবার বলে দেখ না।

চিত্রা। বলবো, সুবিধে বুঝে। যাই ব্রজেনদা নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই আমি আসছি।

চিত্রা আলোকের দিকে তাকিয়ে হেসে, ব্রজেন রায়ের ঘরের দিকে চলে যায়।
একটু পরে শোনা যায় তারা পিয়ানোর সঙ্গে গান প্র্যাক্‌টিস করছে
চিন্তান্বিত মুখে প্রসাদ ঘরে ঢোকে।

প্রসাদ। আলোক।

আলোক। কি ?

প্রসাদ। তোমাকেই ভাই আমার উপায় করতে হবে।

আলোক। কেন কি বললে এরা ? দেবে না ?

প্রসাদ। না।

আলোক। কত ?

প্রসাদ। অন্ততঃ শ' দুই।

আলোক। আমার হাতে যে এখন টাকা নেই।

প্রসাদ। এ টাকা না পাঠালে আমি বোনটাকে বাঁচাতে পারব না।

আলোক। আজ রাতে খাওয়া দাওয়ার পর এক সময় আমার ঘরে এসো, দেখবো কি করতে পারি।

প্রসাদ। আমার একমাত্র বোন, হয়তো বাঁচবে না, তবু—

চোখে জল এসে পড়ে

আলোক। এবার থেকে একটু বুঝে খরচ করো, এ কোম্পানীতে পড়ে না থেকে আরও দু'চার জায়গায় চেষ্টা কর। তোমার নাম আছে। দেখবে অনেক ভালো চান্স পাবে।

প্রসাদ। এখানে আমার এই শেষ ছবি। অরুণ গুপ্ত যে আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করতে পারে ভাবিনি। আমার বোনের অসুখের কথা ও সব জানে। একদিন আমিও ওকে দেখে নেব।

মঞ্জরী আলোকের সঙ্গে একলা কথা বলতে এসেছিল। প্রসাদকে দেখে বিরক্ত হয়ে

মঞ্জরী। আপনাদের কোন প্রাইভেট টক্ হচ্ছে নাকি ?

প্রসাদ। না, এমনি গল্প করছিলাম।

মঞ্জরী। আপনার গল্প আলোকদা শুনছেন ? তাহলে ধৈর্যের বাহাদুরী দিতে হয়। আমি তো প্রসাদদার সঙ্গে পাঁচ মিনিটও কথা বলতে পারিনা।

আলোক। কেন বলতো মঞ্জরী—

প্রসাদ। সে বোধহয় আমার এই মুখটার জন্যে। তোমার মত যদি চেহারা পেতাম আলোক তাহলে আর দুঃখ ছিল না। দেখতে মঞ্জরীরা গল্প করার জন্যে সব লম্বা কিউ দিচ্ছে।

মঞ্জরী। কোথায় কোথায় বেড়িয়ে এলেন ?

আলোক। এই গঙ্গার ধারে ধারে খানিকটা—

মঞ্জরী। হাঁ, ফ্রেশ এয়ারে বেড়াতে বেড়াতে কথা পাড়াটা ভালো।

আলোক। কি বললে ?

মঞ্জরী। না, মানে 'বাসবদত্তা' ঠিক হয়ে গেল ?

আলোক। কি বলছো মঞ্জরী, পরিষ্কার করে বল? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মঞ্জরী। (হেসে) কেউ বুঝতে না চাইলে বুঝি তাকে বোঝান যায়? আপনিই বলুন না প্রসাদদা?

প্রসাদ। (দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের কথাবার্তাগুলো যেন একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।

মঞ্জরী। গোলমেলে তো কিছু নয়—সোজা কথা। একটি ছবির নায়িকা শীকার করতে নায়ককে যেতে হয়েছিল। তাই জিজ্ঞেস করছি।

প্রসাদ। না বাবা, এর সঙ্গে আর নয়, নায়িকা শীকার। এমন কথাতো কখনো শুনিনি। বানানটা তালব্য শ দিয়ে হবে না দন্ত্য সয়ে ব ফলা দীর্ঘাকার তাই বুঝতে পারছি না। আলোক ভাই রাত্রে যাবো তোমার ঘরে তাহলে—

প্রসাদের প্রস্থান

আলোক। এ ভাবে কথা বলছো কেন মঞ্জরী—

মঞ্জরী। আজ আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন কেন যে জানেন না বাসবদত্তার কাসটিং হয়ে গেছে কিনা?

আলোক। মিথ্যে তো বলিনি, সত্যিই আমি জানি না।

মঞ্জরী। আর কথা নাইবা বাড়ালেন, আমি সব জানি, কেন আপনি এ কোম্পানীতে কাজ করতে এসেছেন, কেন আপনি চিত্রার সঙ্গে এত ঘোরাঘুরি করছেন। সব, সব—

আলোক। কি জানো!

মঞ্জরী। এখন বলতে চাইনা। যদি জানতে চান রাতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, যা বলবার তখুনি বলবো।

আলোক। দরকার নেই আমার জেনে।

মঞ্জরী। এইটুকু বলে রাখছি, শুধু চিত্রার কথাতেই হবে না, যদি তাকে

নিয়ে যেতে চান অন্য কোম্পানীর জন্যে, তাতে গুপ্ত সাহেবের অনুমতি চাই বোধ হয়।

আলোক। কার কাছ থেকে এসব কথা শুনেছো?

মঞ্জরী। কি হবে বলে—আপনি তো শুনতে চান না।

আলোক। বল কে বলেছে?

মঞ্জরী। চটে যাচ্ছেন তো।

আলোক। বল কে বলেছে?

মঞ্জরী। ও রকম ভাবে কথা বলছেন কেন? ভাবছেন আমি ভয় পাবো? (হেসে) তাহলে মঞ্জরীকে আপনি চেনেন না।

আলোক। আশ্চর্য!

মঞ্জরী। কি আশ্চর্য!

আলোক। তুমি আমার ক্ষতি করতে চাইছো কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, বরং সাহায্য করতেই চেয়েছি।

মঞ্জরী। আমার কতখানি ক্ষতি করেছেন তা আপনি বুঝবেন কি করে? চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা—উঃ! আপনাদের ঐ একটা রোগে ধরেছে।

আলোক। (একটু হেসে) আচ্ছা আজ রাত্রে আমি তোমার কাছে যাবো। শুনবো তোমার কি বলবার আছে। তবে আমি জানি তুমি আমায় ভুল বুঝেছ।

মঞ্জরী। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, দরজা খোলাই থাকবে।

আলোক। (ইতস্তত করে) এ বিষয় নিয়ে আর কারুর সঙ্গে আলোচনা ক'রো না।

মঞ্জরী (হেসে) ভয় পেয়েছেন? না আমি বোকা নই। আপনি হচ্ছেন কত বড় একজন নামজাদা স্টার। আপনার ছাঁয়ার কিছুটাও আমার গায়ে পড়লে, কে বলতে পারে হয়তো একদিন আমিও নায়িকা হয়ে যাবো। আপনাকে কি চটাতে পারি?

ড্রেসিং গাউন-পরা অরুণ গুপ্ত সিঁড়ির উপরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়

আলোক। দশটার পর তাহলে।

মঞ্জরী। (অভিবাদন করে ঠাট্টার সুরে) বাঁদী প্রস্তুত থাকবে জাঁহাপনা।

আলোক। (ভ্রূ কুঁচকে) হুঁ, রহস্য গভীর মনে হচ্ছে: বাঁদীর সুরে যেন একটু বেগমী আমেজ পাচ্ছি:

দুজনেই হাসে। হাসতে হাসতে আলোককুমার বেরিয়ে যায়। মঞ্জরী সহাস্যে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ অরুণ ওপর থেকে ডাক দেয়

অরুণ। দশটার পর কোথায়?

মঞ্জরী। (ঘাবড়ে গিয়ে) ও আপনি? না কিছু নয়।

অরুণ। এমনি কথার কথা! তুমি ওপরে এস। Come up stairs, will you?

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরুণ গুপ্তর ঘর। সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও দু'দিকে দুটি চেয়ার। ঘরের দুদিকে দরজা, মাঝখানে জানালা। অরুণ গুপ্ত চেয়ারে ব'সে। মঞ্জরীর প্রবেশ।

অরুণ। বোস। আলোকের সঙ্গে তোমার আগে আলাপ ছিল, না এই ছবিতে কাজ করতে আসার পর আলাপ হয়েছে?

মঞ্জরী। এখানেই।

অরুণ। তবে? এসব বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এ লাইনে তুমি নতুন এসেছো, ভাবছো আড্ডা ইয়ার্কি মেরেই কাটিয়ে দিলে চলবে। তা মোটেই নয়। সাধনা করতে হয়, রীতিমত সাধনা। তবে একদিন সত্যিকারের অভিনেত্রী হতে পারবে।

মঞ্জরী। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, আমার সঙ্গে আলোকদার—

অরুণ। Shut up! Don't interrupt! এ কোম্পানীতে কাজ করতে হ'লে ভাল মেয়েটির মত থাকতে হবে। আর যদি বাঁদরামী করতে চাও—

মঞ্জরী। আপনি মিছিমিছি এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন, আজ আমি আলোকদাকে আমার ঘরে আসতে বলেছি সত্যি, কিন্তু কেন বলেছি তা আপনি জানেন না।

অরুণ। জানবার দরকার নেই। বয়স আমার কম হয়নি। তোমাদের মত অনেক মেয়ে দেখেছি। তুমি আর নতুন কি দেখাবে। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, বেশী আড্ডা ফাজলামী না করে মন দিয়ে কাজ করো। গাফিলতি করলে বুঝে নিও এই তোমার শেষ ছবি।

মঞ্জরী। তাহলে সত্যি কথাটাই শুনুন।

অরুণ। সত্যি মিথ্যে কোন কথাই আমি শুনতে চাইনে, আমার শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি।

মঞ্জরী। আলোকদার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। সম্বন্ধ চিত্রাদির—

অরুণ। কি বলছো?

মঞ্জরী। চিত্রাদির সঙ্গে আলোকদা লুকিয়ে লুকিয়ে—

অরুণ। চিত্রাকে তুমি হিংসে কর তা আমি জানি (বিদ্রূপ করে) এটুকু জেনে রাখ চিত্রা তোমার মত মেয়ে নয়।

মঞ্জরী। কার মত মেয়ে জানিনা। তবে সে আর এ কোম্পানীতে থাকবে না। আলোককুমারের সঙ্গে 'বাসবদত্তা'য় নাম ভূমিকায় অভিনয় করবে।

অরুণ। নিজেকে বাঁচাতে আর একজনের ঘাড়ে দোষ চাপাতে নেই।

মঞ্জরী। আমি যা বলছি সত্যি কথা।

অরুণ। আর যদি মিথ্যে হয়?

মঞ্জরী। জন্মের মত ফিল্ম লাইন ছেড়ে দেবো।

অরুণ। সে আর বলতে হবে না, তুমি না ছাড় আমি তোমায় ছাড়বো। চিত্রাকে আমি এখুনি ডাকছি।

মঞ্জরী। না—সামনা সামনি আমি কথা বলতে পারবো না।

অরুণ। যখন তার নামে লাগিয়েছো কথা কইতেই হবে। সত্যি মিথ্যে আমার এখুনি জানা দরকার।

মঞ্জরী। আমি যদি অন্য প্রমাণ দিই?

অরুণ। কি?

মঞ্জরী। চিঠি।

অরুণ। (একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) দাও।

মঞ্জরী। একটা সর্তে, আমি যে আপনাকে এ চিঠি দিয়েছি তা কাউকে বলতে পারবেন না।

অরুণ। চিঠি দাও।

মঞ্জরী চিঠি বার করে দিলে, এক নিঃশ্বাসে অরুণ পড়ে ফেলে। চোখ মুখ তার [illegible] ওঠে।

মঞ্জরী। (ভয়ে ভয়ে) আমার কথা কিন্তু—

অরুণ। (রেগে) Get out! [illegible]ay.

মঞ্জরী [illegible] পায়চারি করে। আবার [illegible] চিত্রাকে ডাকে। চিত্রা সাড়া দেয়। [illegible] প্রবেশ করে।

চিত্রা। আমায় ডাকছেন?

অরুণ স্থির দৃষ্টিতে চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে

চিত্রা। কি দেখছেন?

অরুণ। দেখছি ফিল্মস্টার চিত্রা সেনকে।

চিত্রা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে

চিত্রা। কি বলছেন?

অরুণ। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে 'বাসবদত্তা'য় পার্ট করবে ঠিক করেছ?

চিত্রা। (অবাক হয়ে) 'বাসবদত্তা'য়? কে বলেছে?

অরুণ। যেই বলুক, সত্যি কিনা?

চিত্রা। কথা আমি দিইনি, তবে ওরা বলে পাঠিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম—

অরুণ। কে তোমাকে খবর দেয়? (চিত্রা চুপ করে থাকে) ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এই ক'দিনেই সব ভুলে গেলে? পাটনায় দিদির বাড়িতে পড়েছিলে,

মনে নেই? কে তখন ছবিতে কাজ করার জন্যে নিয়ে এসেছিল? এই অরুণ গুপ্ত। গলা দিয়ে তো স্বর বেরত না, না পারতে গান করতে, না অভিনয়। কে সব শেখাল? এই অরুণ গুপ্ত। এখন চিত্রা সেন ফিল্ম স্টার। চারদিকে নাম বেরুচ্ছে, ছবি বেরুচ্ছে, কি দিয়ে ভাত খাও তার ফিরিস্তি বেরুচ্ছে, সেও কে করেছে? না এই অরুণ গুপ্ত। এখন তোমার এত বড় আস্পর্ধা হয়েছে যে আমাকে না জানিয়ে অন্য কোম্পানীতে কাজ করতে যাচ্ছ।

চিত্রা। বিশ্বাস করুন. আমি তাদের কোন পাকা কথা দিই নি।

অরুণ। পাকা কথা মানে? তুমি ভেবেছ ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পার? একবার চেষ্টা করে দেখ না, তোমায় গুলী করে মেরে ফাঁসী কাঠে ঝুলে পড়ব। এই হচ্ছে আর এক অরুণ গুপ্ত। আমি শুধু এইতে আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি ভাবতে পারলে কি করে যে 'বাসবদত্তা'য় নামবে।

চিত্রা। আপনি এখন বড্ড রেগে গেছেন. আমি পরে সব বুঝিয়ে বলব।

অরুণ। 'বাসবদত্তা'র কথা কে তোমাকে বলেছিল?

চিত্রা। আমাকে ওরা চিঠি দিয়েছিল।

অরুণ। মিথ্যে কথা। কে কথা পেড়েছে আমি জানি।

চিত্রা। (ভয়ে ভয়ে) কে?

অরুণ। তোমার সামনেই আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। (চেঁচিয়ে) আলোক. আলোক এদিকে এস।

চিত্রা। কে আপনার কাছে এসব কথা বলেছে জানিনা, কিন্তু উনি এসবের কিছুই জানেন না।

অরুণ। কেন তুমি আলোককে বাঁচাবার চেষ্টা করছ?

চিত্রা। আমি সত্যি কথা বলছি।

অরুণ। সত্যি বলছ?

চিত্রা। হ্যাঁ।

অরুণ। এই চিঠিটা পড়।

চিত্রা ভয়ে ভয়ে চিঠি পড়ে, অরুণ গুপ্ত এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

অরুণ। কিছু বলবে? (বিদ্রূপ করে) সত্যি বলছি! মিথ্যেবাদী hypocrite। আমার হাত থেকে আলোককুমারকে বাঁচাতে চাওয়া হচ্ছে? কিছু একটা বল! প্রেম হয়েছে, না, কি?

চিত্রার চোখে জল

অরুণ। (চেঁচিয়ে) আলোক, আলোক।

সঙ্গে সঙ্গেই আলোকের প্রবেশ

আলোক। এই যে আমি। আপনি যখনই ডেকেছেন তখনই সাড়া দিয়েছি।

অরুণ। চিত্রা, ওকে চিঠিটা দাও।

আলোক। (চিঠিটা হাতে নিয়ে) এ চিঠি—

অরুণ। কোথা থেকে পেলাম? যেখান থেকেই পাই, সত্যি কিনা?

আলোক। সত্যি কথা।

অরুণ। সত্যি কথা? আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে তোমায় ভয় করছে না?

আলোক। না।

অরুণ। তুমি এ কোম্পানীতে ঢুকেছ চিত্রাকে বার করে নিয়ে যাবার জন্যে?

আলোক। হ্যাঁ।

অরুণ। এতে তোমার লাভ?

আলোক। কিছুই না।

অরুণ। তবে?

আলোক। চিত্রা অনেক সুযোগ পাবে। ভালো ছবিতে কাজ করলে ওর যে ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা তার সদ্ব্যবহার হবে।

অরুণ। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা! যত সব বড় বড় কথা, লেখাপড়া না জানা একটা রাস্তার মেয়ে তাকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে—

আলোক। সে তো আপনি ভালই করেছেন। সত্যিকারের ট্যালেন্ট খুঁজে বার করাও তো বাহাদুরীর কথা।

অরুণ। ট্যালেন্ট? ঘোড়ার ডিমের ট্যালেন্ট, পাখী পড়ার মত করে না শেখালে কিছু করতে পারতো?

আলোক। ওর ভেতরে কিছু না থাকলে আপনিই কি আর শেখাতে পারতেন?

অরুণ। শাট আপ! ক'দিনের ফচকে ছোঁড়া, চেহারার জোরে তো করে খাচ্ছ। অ্যাকটিং-এর তুমি বোঝ কি?

চিত্রা। (আলোক-কে) আর কথা বাড়িও না, তুমি এখন যাও।

আলোক। [illegible] আমি তো কিছু অন্যায় করিনি।

অরুণ। [illegible] মানে? [illegible] হাতের তৈরী একটা [illegible] কোম্পানীতে নিয়ে যাবার [illegible] দেখিয়ে [illegible] করনি?

আলোক। [illegible] পার্সোনাল প্রপার্টি নয়, উনি যেতে ইচ্ছে করলে নিশ্চয় যেতে পারেন। আপনার বাধা দেবার কোন ক্ষমতা নেই।

অরুণ। কি! এত বড় কথা। আমি তোমাকে গুলী করবো।

আলোক। (হেসে) করুন।

চিত্রা। আঃ আলোক, তুমি এখান থেকে যাও, আমার কথা শোন।

আলোক। বেশ যাচ্ছি। তোমার কথাতেই যাচ্ছি। গুপ্ত সাহেবের বন্দুকের ভয়ে নয়

আলোক চলে যায়, অরুণ গুপ্ত চোখ মুখ পাকিয়ে চিত্রার দিকে তাকায়

অরুণ। এতদূর? ছি, ছি, ছি। ও ছোঁড়াটার কতটুকু জান তুমি?

আজ যে রকম তোমাকে নিয়ে খেলা করছে সে রকম হয়তো আগে কত মেয়েকে খেলিয়েছে, তার কি ঠিক আছে! এতদিন ধরে তোমাকে শেখালাম তার কোন দামই দিলে না, ঐ বাঁদরটা তোমার কাছে বড় হ'ল। আমার কি ইচ্ছে করছে জান চিত্রা? একটা শঙ্কর মাছের চাবুক নিয়ে তোমায় আগাপাছতলা চাবুক মারি।

চিত্রা চেঁচিয়ে ওঠে

চেঁচিও না।

চিত্রা। আমার ভয় করছে।

অরুণ। যখন প্রেম করতে গিয়েছিলে তখন ভয় করে নি? 'বাসবদত্তা'য় নামবে বলে যখন কথা দিয়েছিলে তখন ভয় করে নি? এইটুকু মনে রেখো, যতদিন প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকবে, এই কোম্পানীতেই তোমাকে থাকতে হবে. যে পার্ট দেব সেই পার্ট করবে। তুমি ভেবেছিলে, তোমাকে কোন contract সই করাইনি বলে তুমি যখন খুসী চলে যেতে পার। বেশ, এখুনি তোমাকে সই করতে হবে।

অরুণ উঠে দ্রুত পাশের দেরাজ থেকে ফাইল নিয়ে এসে
চিত্রার সামনে ধরে বলে—

অরুণ। সই কর এখানে—

চিত্রা কোন কথা না বলে সই করে

অরুণ। কি সই করলে জান? পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট। এর মধ্যে অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। কালই আমি সাক্ষীদের সই করিয়ে এটাকে পাকা করিয়ে নেব। (হেসে) তুমি যেতে পার—শোন, এই খবরটুকু আলোককুমারকে দিয়ে দিও. তাহলেই দেখবে তার প্রেম উড়ে যাবে।

চিত্রার প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সিঁড়ির নীচে ঘর। চিত্রা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে
ব্রজেন রায় তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ব্রজেন। কেঁদনা চিত্রা।

চিত্রা। ব্রজেনদা।

ব্রজেন। এ সব কথা তুমি আমাকে বলনি কেন?

চিত্রা। বলব বলেই ঠিক করেছিলাম।

ব্রজেন। আলোককুমারকে তুমি ভালবাস?

চিত্রা মাথা নেড়ে সায় দেয়

তাকে বিয়ে করলে সুখী হবে?

চিত্রা। মনে তো হয়।

ব্রজেন। আলোক তোমায় কথা দিয়েছে?

চিত্রা। দিয়েছে। আজই বিকেল বেলা। এই তার আংটি। (আঙুলে পরা আংটি দেখায়)

ব্রজেন। তবে আর ভাবনা কি? বিয়ে করে সুখী হও।

চিত্রা। কিন্তু গুপ্ত সাহেব যে এখুনি কনট্রাক্ট সই করালেন, পাঁচ বছর এ কোম্পানী ছাড়তে পারব না।

ব্রজেন। তাতে কি হয়েছে, তোমরা দুজনেই না হয় এখানে কাজ করবে।

চিত্রা। গুপ্ত সাহেব কি আর আলোককে নিতে রাজী হবে?

ব্রজেন। গুপ্ত সাহেবের ইচ্ছেই তো সব নয় চিত্রা, এ কোম্পানীতে

আমারও তো বলবার অধিকার আছে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

চিত্রা। আমি জানতাম আপনি শুনলে খুসী হবেন, সাহায্যও করবেন। কিন্তু জানিনা আলোক এতে রাজী হবে কিনা।

ব্রজেন। কেন?

চিত্রা। গুপ্ত সাহেবের ডিরেক্‌শান ও পছন্দ করে না, বলে ওঁর থিওরী অনেক পুরোন।

ব্রজেন। আমি আলোকের সঙ্গে কথা বলব।

আলোককুমার, প্রসাদ, মণ্টু, নিকুঞ্জ ও বীরু বোস উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ঢোকে।

বীরু। না, এ ভারী অন্যায়। সত্যি যদি তোমাকে গুলী করবো বলে থাকে।

আলোক। যদি মানে? স্পষ্ট বলেছেন। তা ছাড়া মুখে যা আসে তাই বলে আমাকে গালাগাল করেছেন। এই তো চিত্রা আছে, জিজ্ঞেস করুন।

বীরু। ব্রজেন, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এরা সব ভদ্রলোকের ছেলে। এদের মান-সম্মান বাঁচিয়ে যদি কথা বলা না হয়—

ব্রজেন। বীরু তুমি চুপ কর, ওদের কথা আমি শুনছি।

মণ্টু। আপনি শুনলে তো কোন ফল হবে না। গুপ্ত সাহেবকে শুনতে বলুন। এ ভাবে বললে আমরা কেউ কাজ করবো না। আপনার সামনেই তো আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

ব্রজেন। তোমার কথা আলাদা। অরুণ তোমাকে ভালবাসে, তাই তোমার ভালর জন্যেই—

মণ্টু। আমার ভালমন্দ আমি খুব বুঝি, তা নিয়ে উনি মাথা না ঘামালেই তো পারেন।

প্রসাদ। আমাকেও কি কম অপমান করেছেন! সামান্য কটা টাকা ধার চেয়েছিলাম—তাও খুব বিপদের সময়।

ব্রজেন। এখন এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার সময় নয়। সবাই মাথা ঠাণ্ডা কর। কাল সকাল বেলা বরং—

বীণা। কাল পরশু করে করে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ব্রজেন ভাই। আমি অরুণ গুপ্তর কতদিনের বন্ধু, তাও কি মানে, আমি বলে কিছু বলি না অন্য কেউ হলে—

নিকুঞ্জ। পয়সার গরম, মশাই, পয়সার গরম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই কোম্পানীকে দাঁড় করিয়ে দিলাম, আর আজ আমাকেই বলে কিনা চোর। আমি চুরি করলে আর এ কোম্পানী টিকতো?

ব্রজেন। আঃ নিকুঞ্জ, তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও—

নিকুঞ্জ। মানুষ তো আমরা। গায়ে গণ্ডারের চামড়া না থাকলে এ কোম্পানীতে কেউ কাজ করতে পারবে না।

আলোক। ব্রজেনদা, আপনাকে আমরা ভালবাসি তাই যা বলবার বলে গেলাম। গুপ্ত সাহেবকে আমাদের কাছে মাপ চাইতে হবে, কারণ তিনি আমাদের অপমান করেছেন। নইলে আমরা আর কাজ করবো না। ফ্রিম আপনাদের এখানেই বন্ধ হবে।

ব্রজেন। আলোক ভাই, আমি তো বলছি একটা দিন আমাকে সময় দাও।

অরুণ গুপ্ত হঠাৎ সিঁড়ির উপরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। রাগে তার শরীর কাঁপছে।

অরুণ। ব্রজেন, তোমাকে বারণ করেছি না, এদের সঙ্গে কথা বলতে। (অন্যদের দিকে তাকিয়ে) এখানে কি হচ্ছে—গুজগুজ—ফুসফুস—এ কোন কন্সপিরেসির সীন নাকি? রিং লিডারটি কে? আলোক-কুমার, না—

বীরু। (বুক চাপড়ে) আমি।

অরুণ। তুমি! বীরু বোস! তাতো হবেই। মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে, সেখান থেকে তুলে এনে একেবারে লেখক বানিয়ে দিয়েছি—এ কথনো সহ্য হয়?

বীরু। দেখ অরুণ, এ ভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না—

অরুণ। কথা আমি তোমার সঙ্গে কইতেই চাই না।

বীরু। তার মানে?

অরুণ। কারণ তোমার মাথার কোন ঠিকই নেই। তুমি একটা বেহেড মাতাল। (সকলের দিকে তাকিয়ে) এখানে আড্ডা না মেরে যে যার ঘরে যাও। কাল সকাল থেকে আমার কাজ সুরু হবে।

দু'তিনজন। কাজ আমরা করবো না।

অরুণ। কেন?

আলোক। আপনাকে মাপ চাইতে হবে।

অরুণ। মাপ, কেন?

মণ্টু। আমাদের অপমান করেছেন।

অরুণ। যদি করে থাকি তো বেশ করেছি। খুসী হয়েছো শুনে? এখন তোমরা যেতে পারো।

আলোক। যাচ্ছি, তবে এটা জেনে রাখুন আর আমরা কাজ করবো না।

অরুণ। সে তোমাদের খুসী, তবে কোর্টে তার ফয়সালা হবে। জেনো, তোমরা সকলেই কন্ট্রাক্ট এ সই করেছো—

প্রসাদ। তাই বলে মানুষকে মানুষের মত—

অরুণ। শাট আপ! আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। নাউ ক্লিয়ার আউট। আর কোন কথা আমি শুনতে চাইনা। নিকুঞ্জ, ওপরে এসো। চিত্রা; তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? দশটা

বাজছে, খেয়াল নেই? কফি নিয়ে এসো আমার ঘরে। হাঁ করে কি দেখছো। কফি, কফি, আমার কফি নিয়ে এসো।

প্রস্থান

আলোক। চিত্রা, এ অপমান অসহ্য। আমি আর এখানে থাকব না। তুমি যদি যেতে চাও তো আমার সঙ্গে যেতে পার।

চিত্রা। ওদিকে যে কন্‌ট্রাক্ট সই করা রইল।

আলোক। সে দেখা যাবে কি হয়। জোর করে সই করালেই তো হয় না।

চিত্রা। তুমি জানো না অরুণ গুপ্ত কি দুর্দান্ত লোক। কোথাও আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। যতদিন ও বেঁচে থাকবে আমার মুক্তি নেই।

আলোক। সে ভারও আমার।

চিত্রা। যাই—আমি কফিটা নিয়ে আসি—

মঞ্জরী কফির ট্রে হাতে প্রবেশ করে

চিত্রা। কি, কফি? দাও।

চিত্রা ট্রে হাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। মঞ্জরী দাঁড়িয়ে থাকে—দূরে আলোক।

চতুর্থ দৃশ্য

অরুণ গুপ্তর ঘর। অরুণ ও নিকুঞ্জ

অরুণ। না—না—আর আমি কোন কথা শুনব না, you must go.

নিকুঞ্জ। আপনি মিথ্যে এত রাগ করছেন সার।

অরুণ। আর কোন কথা নয়, চলে যাও। কালকেই তোমার রেজিগনেশান্ লেটার আমি চাই।

নিকুঞ্জ। একটা ভুলের জন্যে আপনি এত রাগ করছেন?

অরুণ। এই একটি কাজ সামলাবার জন্যেই তোমাকে আমি এতদিন এতরকম প্রশ্রয় দিয়েছি, তুমি চুরি কর আমি জানি তবু কিছু বলিনি, কারণ জানতাম, পারুলকে তুমি ঠিক সামলে রেখেছ। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি তুমি কিছুই করনি। সে টাকাও চুরি করেছ। তার ওপর আমাকে বেইজ্জত করার জন্যে তুমিই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।

নিকুঞ্জ। না সার, এ আপনি অন্যায় বলছেন, আমি তাকে আনিনি—এতে আমার কি স্বার্থ আছে?

অরুণ। কি স্বার্থ তা জানি না, তবে এখন ঝুলি থেকে বেরাল বেরিয়ে পড়েছে, cat is out of the bag! আমার কি? আমি এখন বেপরোয়া, আর ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে না। তোমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, তুমি যেতে পার।

নিকুঞ্জ। আমি বুঝতে পারিনি সার।

অরুণ। না পেরে থাক তো বুঝে নাও, আজ থেকে কোন সম্পর্কই তোমার সঙ্গে আমার রইল না। পারুলবালাকে দেখাশোনা করার

জন্যে তোমার নামে যে টাকা আমি উইলে দিয়েছিলাম তা আর পাবে না।

নিকুঞ্জ। পাব না?

অরুণ। উইল আমি পাল্টাবো।

নিকুঞ্জ। উইল পাল্টাবেন?

অরুণ। আমি মনস্থির করে ফেলেছি কালই কলকাতায় ফিরে গিয়ে attornye-কে instruction পাঠাব।

নিকুঞ্জ। পাঁচ বছর আমি আপনার কাছে কাজ করছি সার, কোন কাজে আমার গাফিলতি দেখেন নি, আমার স্ত্রী আছে, চারটি ছেলে মেয়ে! আপনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন, বড় বিপদে পড়ব। আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় থাকবে না।

অরুণ। আঃ, বিরক্ত কোর না।

নিকুঞ্জ। রাগের মাথায় উইল বদলাবেন না সার। মাথা ঠাণ্ডা হলে সব বুঝতে পারবেন।

অরুণ। উইল আমি বদলাবই—আমি অরুণ গুপ্ত।

নিকুঞ্জ। দয়া করুন সার, আমাকে দয়া করুন। ভুল হয়ে গেছে—আর হবে না।

অরুণ গুপ্ত দেরাজ থেকে উইল বার ক'রে তার প্রতি মনোযোগ দেয়। নিকুঞ্জ কাতর ভাবে তার প্রার্থনা জানাতে থাকে। পর্দা নেমে আসে। মিউজিক্ চলে। কয়েক মিনিট পরে পর্দা উঠবে। জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। চিত্রার প্রবেশ। টেবিলের ধারে চেয়ারে এলিয়ে পড়া মৃত অরুণ গুপ্তকে দেখে চিত্রা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

সকলের প্রবেশ।

আলোক। কি হয়েছে চিত্রা—কি হয়েছে?

চিত্রা। গুপ্ত সাহেব—(কথা শেষ করে না—ভয়ে আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)।

ব্রজেন। অরুণ, অরুণের কি হয়েছে ?

আলোক। ব্রজেনদা এদিকে আসুন —

চিত্রাকে সরিয়ে ব্রজেন রায় এগিয়ে যায়।
সঙ্গে আরও দু'একজন।

ব্রজেন। অরুণ, অরুণ। না, না তোমরা ভয় পেয়ো না। এখুনি ডাক্তার ডাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মণ্টু। ডাক্তার ডেকে আর কোন লাভ নেই।

সকলে। কেন ?

মণ্টু। এই যে গুপ্ত সাহেবের চিঠি। (চিঠি নিয়ে ব্রজেন পড়ে)

ব্রজেন। অরুণ আত্মহত্যা করেছে।

সকলে। আত্মহত্যা ?

বীরু বোস চোখ কচলাতে কচলাতে ঢোকে।

বীরু। কি হয়েছে কি ? কে আত্মহত্যা করেছে ?

প্রসাদ। গুপ্ত সাহেব।

বীরু। অরুণ আত্মহত্যা করেছে ? কি বলছো সব—

প্রসাদ। তাহলে তো পুলিসে এখুনি খবর দিতে হয়।

ব্রজেন। পুলিস, ডাক্তার সকলকেই ডাকতে হবে। ওর বাড়িতেও একবার এখুনি খবর দেওয়া দরকার। কি যে করবো বুঝতে পারছি না। নিকুঞ্জ তুমি গাড়ী নিয়ে চলে যাও—

নিকুঞ্জ। না—না, এ দুঃসংবাদ আমি কি করে দেবো ? গুপ্ত সাহেব যে আমাদের মা বাপ, উনি এ কি করলেন !

ব্রজেন। তবু খবর তো কাউকে দিতেই হবে।

নিকুঞ্জ। বেশ আমি যাচ্ছি।

বীরু বোস চোখ মুখ লাল করে বজ্র গম্ভীর স্বরে বলে

বীরু। এখন কেউ এ বাড়ি থেকে বেরুবে না। আগে পুলিস আসুক।

ব্রজেন। কেন, কি হয়েছে বীরু?

বীরু। অরুণ আত্মহত্যা করেনি।

সকলে। সে কি!

বীরু। ওকে খুন করা হয়েছে।

ব্রজেন। কি বলছো বীরু?

বীরু। আমি ঠিকই বলছি, আর খুনী আমাদের মধ্যেই কেউ। আগে পুলিস আসুক, তার সামনেই যা বলবার আমি বলবো।

বীরু বোসের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সকলেই ভয় পায়। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ চিৎকার করে চিত্রা অজ্ঞান হয়ে যায়। ব্রজেন রায় তাকে ধরে না ফেললে মাটিতে পড়ে যেত। আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরের দিন। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। বিকেল বেলা। চিত্রা ০।
সকলেই মঞ্চে রয়েছে। অরুণ গুপ্তের মৃত্যুর পর এ বাড়িতে
প্রায় বন্দীর মত থাকতে বাধ্য হওয়ায় সকলেই
অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

আলোক। আপনি যাহোক ব্যবস্থা করুন ব্রজেন দা, এ ভাবে আমরা এখানে পড়ে থাকতে রাজী নই, আমাদের সকলের কাজ আছে, সময়ের দাম আছে।

ব্রজেন। তুমি মিছিমিছি রাগ করছ আলোক, এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়া গেছে, আমরা কি করতে পারি বল। পুলিস বেরুতে বারণ করেছে, তারা investigation করছে—

আলোক। পুলিস investigation যদি এক মাস ধরে চলে, আমাদের বসে থাকতে হবে? আমরা তো পালিয়ে যাচ্ছি না, যে যার বাড়িতেই থাকবো যখন দরকার ডেকে পাঠাবে।

ব্রজেন। ইনস্পেক্টার এখুনি আসবে। আজ পোস্ট মর্টেম-এর রিপোর্ট পাওয়ার কথা। মনে হয় কালকেই আমাদের যেতে দেবে।

মঞ্জরী। কালকে পর্যন্ত আমি দেখতে রাজী আছি তার পর একমিনিটও না। চিত্রাদির তো বোধ হয় অসুখই করে গেল, ঘর থেকে বেরুচ্ছেও না, খাচ্ছেও না।

প্রসাদ। আমারও তো এখুনি বাড়ি যাওয়া দরকার। বোনের অপারেশন্। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন। এমন ফ্যাসাদে পড়া গেল!

ব্রজেন। মিছিমিছি তোমরা আমায় শোনাচ্ছ, আমারও কি এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু উপায় কি বল?

আলোক। যত দোষ তো ঐ বীরুদার, নেশার ঝোঁকে খুনের স্বপ্ন দেখছে। আমি জোর গলায় বলছি অরুণ গুপ্ত আত্মহত্যা করেছে।

বীরু। কোন্ দুঃখে সে আত্মহত্যা করবে?

আলোক। কেন করবে না? অরুণ গুপ্তর আর বেঁচে থেকে লাভ কি ছিল? As a director he is a flop. গত সাত বছরের মধ্যে একখানা ভাল ছবি তুলতে পারে নি। নিজে একটা হামবড়া হয়ে বসেছিল। ষাঁড়ের মত চেঁচাত ব'লে, আপনারা সবাই ভয় করতেন। সেদিন যখন দেখেছে আর কেউ তাকে মানে না, মুখের উপর কথা বলে, তখন সে নিজের মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করেছে।

বীরু। কথাটা বলেছ মন্দ নয়, শুনতেও ভাল লাগে, কিন্তু অরুণ গুপ্ত আত্মহত্যা করেনি।

আলোক। কি প্রমাণ তার?

বীরু। প্রমাণ আমি ইনেস্‌পেক্টার ঘোষকে দিয়েছি।

নিকুঞ্জ। বেশ তো আমাদেরও বলুন— আমরাও শুনব।

আলোক। কেন আপনার মনে হল—ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছে?

বীরু। অরুণের লেখা পড়ে।

আলোক। যত সব বাজে কথা, বুড়ো বয়েসের ভীমরতি, নিজে যে লোকটা আত্মহত্যা করেছি বলে চিঠি লিখে স্বীকার করে গেল তার ওপর উনি মোড়লী করছেন।

বীরু। মোড়লী এমনি করছি না, করছি, ঐ চিঠিটার জোরেই।

আলোক। কেন? আপনি বলতে চান ও চিঠি অরুণ গুপ্তর হাতের লেখা নয়?

বীরু। লেখা অরুণেরই।

সকলে। তবে?

বীরু। চিঠিটা সে রাত্রে লেখা হয়নি, ওটা আগের লেখা।

আলোক। তার মানে?

বীরু। আমার গল্পের নায়িকা, যে পার্টটা চিত্রা এই ছবিতে করছে, তার আত্মহত্যা করার সীন্-এর সময় টেবিলের ওপর একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে যাতে লোকে বোঝে যে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে, সেই চিঠিটার খসড়া আমি করেছিলাম, অরুণের তা পছন্দ হয়নি, ও নতুন করে একটা চিঠি লেখে। এ সেই চিঠি।

আলোক। তাই যদি হবে চিঠির নীচে অরুণ গুপ্তর নাম সই করবে কে?

বীরু। সই ওর নিজের, ইদানিং যখনই স্ক্রীপ্ট-এর কোথাও ও বদলাতো তখনই সই করে দিত।

রমেন। হ্যাঁ, তা সত্যি, মিউজিকএও কিছু বদলালে ও সই করে দিত।

নিকুঞ্জ। চিঠিটা ছিল কোথায়?

বীরু। তা আমি জানি না হয়ত ওর কাগজ পত্রের মধ্যেই ছিল। সেদিন ওর মৃতদেহের পাশে ঐ চিঠিটা দেখেই আমি চমকে উঠি, তখনই বুঝলুম এ আত্মহত্যা নয়, কারুর কারসাজী। সে যেই হোক আমাদেরই মধ্যে একজন, এখন পুলিসের ওপর রাগ করলে তো চলবে না,—তাদের যা নিয়ম কানুন আছে, সে অনুযায়ী সময় নেবে।

দ্রুতপদে ইনস্পেক্টর ঘোষ ঢোকেন। পরনে পুলিসের পোশাক। হাতে ফাইল।

ইনস্পেক্টর। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি সেজন্যে বিশেষ দুঃখিত। পোষ্ট মরটেম-এর রিপোর্ট পেয়েই আমি

ছুটতে ছুটতে আসছি। হ্যাঁ, কফির সঙ্গেই বিষ মেশান হয়েছিল। বিষটা অবশ্য মারাত্মক নয়, অল্প মাত্রায় খেলে ওটা ওষধ।

ব্রজেন। অরুণের হার্টের অসুখ ছিল, রাগারাগি করলেই, দেখেছি ওর শরীর খারাপ হ'ত, তখন ঐ ওষুধ খেলেই একটু ভাল থাকত। হেসে হেসে বলত—একদিন যদি মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে যায় তাহলে আর চোখ খুলতে পারবো না।

ইনস্‌পেক্টর। ঠিক তাই-ই হয়েছে, উনি নিজেই খান বা কেউ ওঁকে খাইয়েই থাকুক, ওষুধটা ঢালা হয়েছিল বেশী মাত্রায়। ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন, অরুণ গুপ্ত মারা গেছেন দশটা পঁচিশ মিনিটের সময়। আপনাদের আমি আর একটু বিরক্ত করব, মানে ঐ দিন রাত্রে দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত কে কোথায় ছিলেন আমার জানা দরকার। বেশ ভেবে নিয়ে, যতদুর সম্ভব ডিটেল এ উত্তর দেবেন। তাতে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

বীরু। আমার নতুন করে কিছু বলবার নেই, আপনাকে আগেই বলেছি, সে রাতে আমি খাইনি, নিজের ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করেছি, ব্যস, আর কিছু আমার মনে নেই।

ইনস্‌পেক্টর। (হেসে) এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, প্রসাদবাবু আপনার ঘরে এসেছিলেন বলেছিলেন।

বীরু। হ্যাঁ-হ্যাঁ ও তো এসেছিল।

ইনস্। আপনি দেখছি বড় সহজে ভুলে যান।

বীরু। না না আর তো কিছু ভুলি নি। আমার দিব্যি মনে আছে।

ইনস্। (হেসে) আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম, আচ্ছা এবার আমার কাজ আরম্ভ করি। প্রথমে ব্রজেন বাবুর সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন। একটু বাদেই

আপনাদের সঙ্গে কথা বলব, সময়টা মনে রাখবেন দশটা থেকে সাড়ে দশটা।

ব্রজেন ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে যায়

ইনস্। ব্রজেনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার অনেকগুলো দরকারি কথা আছে।

ব্রজেন। বেশতো বলুন। আমি যতদূর পারি আপনাকে সাহায্য করব। অরুণতো আর আমার আজকের বন্ধু নয়, একসঙ্গে আমরা কতদিন কাজ করেছি।

ইনস্। (ডায়ারী ওল্টাতে ওল্টাতে) আপনি কাল আমায় যা বলেছিলেন এতে নোট করা রয়েছে দেখছি, পরশুদিন খাওয়া দাওয়া সেরে সওয়া ন'টা নাগাদ ঘরে আসেন তারপর সাড়ে ন'টা থেকে পিয়ানো বাজান এগারোটা পর্যন্ত, তারপর শুয়ে পড়েন। তাই না?

ব্রজেন। হ্যাঁ, আমি টাইটেল্ মিউজিক কম্পোজ করছিলাম।

ইনস্। এ সময়ের মধ্যে আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি, না?

ব্রজেন। না, কারণ বলাই আছে আমি যখন কিছু কম্পোজ করি কেউ যেন ঘরে না আসে।

ইনস্। আচ্ছা ব্রজেন বাবু, আপনার কি মনে হয় এটা আত্মহত্যা নয়?

ব্রজেন। আমি তো আত্মহত্যাই ভেবেছিলাম, কারণ ও খুব টেম্পারামেণ্টাল তো, মনে আছে আগেও একবার কাগজে ওর ছবির খুব নিন্দে করেছিল ব'লে ও নিজেকে শুট্ করতে চেয়েছিল।

ইনস্। তাই নাকি, কবে?

ব্রজেন। বছর চারেক আগে, আমিই ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতার বাইরে নিয়ে যাই, তারপর আবার সব ভুলে যায়, তবে— একথাও ঠিক বীরু যা বলেছে তা সত্যি হতেও পারে, কেউ হয়ত ওর পুরোন চিঠিটা রেখে—

ইনস্। কে এ রকম করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? (ব্রজেন রায় মাথা নাড়ে) কাউকে আপনার সন্দেহ হয় না?

ব্রজেন। না।

ইনস্। শুনেছিলাম সকলেই সেদিন অরুণ বাবুর ওপরে খুব চটেছিলেন।

ব্রজেন। সে রকম চটে ওর ওপর অনেকেই যায়, খুব কড়া মেজাজের লোক কিনা, তারপর সবই মিটে যায়, বুঝলেন না।

ইনস। আপনি আর অরুণবাবু ছাড়া আর-একজন এ কোম্পানীর মালিক মন্টুবাবু তাই না, সামনের বছর থেকে উনি গদিতে বসতে পারবেন।

ব্রজেন। হ্যাঁ, তিনজনেরই সমান অংশ।

ইনস্। আপনাদের নিজেদের মধ্যে কোন গোলমাল ছিল না?

ব্রজেন। না, এমনিতে অরুণ রগচটা হলেও কোম্পানীর ব্যাপারে ওরকম অনেষ্ট্ লোক দেখা যায় না। কড়ায় গণ্ডায় ও আমাদের হিসেব বুঝিযে দিত। ও মারা যাওয়ায় আমি তো অথৈ জলে পড়েছি। জানিনা আমি একলা এ কোম্পানী চালাতে পারব কিনা।

ইনস। আর একটা খুব ডেলিকেট প্রশ্ন আমাকে করতে হবে, এটি আমার জানা দরকার এবং আপনিই ঠিক বলতে পারবেন।

ব্রজেন। কি বলুন?

ইনস্। অরুণ গুপ্তর পারিবারিক জীবন কি রকম ছিল?

ব্রজেন। পারিবারিক জীবন ওর খুব সুখের নয়। ওর স্ত্রী অনেকদিনই আলাদা থাকেন ভায়ের বাড়িতে। একটি মেয়ে আছে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে।

ইনস্। স্বামী স্ত্রীর সেপারেশন-এর কারণ?

ব্রজেন। যা হয়ে থাকে আর কি, ফিলিম লাইনে এসে অবধি অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশত, যা ওর স্ত্রী খুব ভাল চোখে দেখেন নি।

ইনস্। অরুণবাবু কোন উইল করে গেছেন কি ?

ব্রজেন। হ্যাঁ। ওর টাকাকড়ির বেশীর ভাগ পাবে ওর স্ত্রী এবং মেয়ে।

ইনস্। অনেক ধন্যবাদ। আপাতত আর কিছু প্রশ্ন নেই আমার।

ব্রজেন। যা আপনি জানতে চাইবেন নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সাধ্যমত সাহায্য করব। (একটু থেমে) ছেলে মেয়েরা জিজ্ঞেস করছিল কবে নাগাদ ছুটি পাবে।

ইনস্। কালকেই বোধ হয়।

ব্রজেন। তাহলে খুব ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সকলেই যেন কি রকম ঘাবড়ে গেছে।

ইনস্। তাতো হবেই। আপনি উঠছেন কেন ?

ব্রজেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনি তো এখন অন্যদের জবানবন্দী নেবেন তাই।

ইনস্। না, না বসুন। আপনি থাকলে আমার সুবিধেই হবে। এ বারে নিকুঞ্জবাবুকেই ডাকি। কারণ, আমরা যতদূর জানি উনিই সবশেষে অরুণবাবুকে জীবিত অবস্থায় দেখেছেন।

ব্রজেন। আমি ডাকছি। (উঠে বাইরে গিয়ে) নিকুঞ্জ একবার এস তো।

নেপাল। (উঁকি মেরে) আসতে পারি সার ?

ইনস্। আসুন।

নেপাল। আমাকে আর আপনি বলবেন না—তুমি বলবেন।

ইনস। কি চাই ?

নেপাল। আমি চাই না—তবে আপনি হয়তো আমাকে চাইতে পারেন সেই ভেবে এলাম।

ইনস্। কে তুমি ?

নেপাল। আমার নাম নেপালচন্দ্র আমি একজন অপারচুনিস্ট।

ইনস্। অপারচুনিস্ট ?

নেপাল। মানে, অপারচুনিটি খুঁজছি—একটা চান্স, মানে সুযোগ। আসলে আমি এ কোম্পানীর এক্সট্রা, মানে ফালতু পার্ট করি আর কি সার।

ইনস্। হুঁ।

নেপাল। আমি জানি আপনি কি ভাবছেন—সেদিন ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম? আসলে আমি এ বাড়িতে থাকিনা—থাকি টেক্‌নিশিয়ান্‌দের মেসে। অতএব আপনার প্রশ্নের আওতায় আমি পড়ি না।

ইনস্। তোমার কিছু বলবার থাকে তো বল—বাজে বকছ কেন?

নেপাল। এ মার্ডার কেসের ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই সার।

ইনস্। কি রকম?

নেপাল। এখানে কাউকে বিশ্বাস করবেন না—যে কেউ খুন করতে পারে। আপনার ভাগ্যি ভাল যে একটা খুন হয়েছে। দু'তিনটে হলেও আমি আশ্চয হতাম না! যে যাই আপনাকে জবানবন্দী দিক না কেন আমাকে একবার দেখিয়ে নেবেন—সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে বলে দেব।

ব্রজেনের প্রবেশ

ব্রজেন। নেপাল তোকে যে কফি আনতে বললাম—এখানে কি করছিস্?

নেপাল। উনি চিনি খাবেন কিনা তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

ব্রজেন। যা—চট্‌ করে নিয়ে আয়—

ইনস্। (হেসে) কফি আর নয়, তুমি বরং চা ই নিয়ে এস নেপাল।

নেপাল। ইয়েস সার। (গমনোদ্যত)

ব্রজেন। আর শোন্—মণ্টু সেদিন রাত্রে তোমাদের মেসে গিয়েছিল?

নেপাল। হ্যাঁ—তাস খেলছিল।

ইনস। কতক্ষণ ছিল মনে আছে ?

নেপাল। আমি স্যার সাড়ে দশটার পর ঘুমিয়েছি। ও তারপর ওখান থেকে উঠেছে। পাঁচ দশমিনিট এদিক ওদিক হতে পারে—আমি তো ঘড়ি দেখিনি। অবশ্য একটা মার্ডার কেসে - পাঁচ দশ মিনিট একটা কম কথা নয়।

ব্রজেন। যা—তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয়।

নেপালের প্রস্থান

ইনস। ছেলেটি ভারী অদ্ভুত কথাবার্তা বলে।

ব্রজেন। ও একটা পাগল। সারাদিন ডিটেক্‌টিভ বই পড়ছে—মাথায় যত খুনখারাপীর চিন্তা।

ইনস্। মণ্টুবাবু তাহলে জবানবন্দীতে ঠিক কথাই বলেছিলেন—উনি টেক্‌নিশিয়ানদের মেসেই ছিলেন। প্রায় পৌনে এগারটা পর্যন্ত উনি বসে বসে ড্রিঙ্ক্ করেন।

ব্রজেন। কৈ নিকুঞ্জটাতো এলো না। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ব্রজেনের প্রস্থান। একটু পরে নিকুঞ্জ এসে ঘরে ঢোকে

নিকুঞ্জ। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার।

ইনস্। হ্যাঁ বসুন। ভেবে দেখেছেন সেদিন দশটা থেকে সাড়ে দশটা আপনি কোথায় ছিলেন ?

নিকুঞ্জ। সে তো আগেই বলেছি আপনাকে স্যার, খাওয়া সেরে পৌনে দশটা নাগাদ গুপ্ত সাহেবের ঘরে যাই, অনেকগুলো দরকারি কথা ছিল।

ইনস্। ঘরে আপনি কতক্ষণ ছিলেন ?

নিকুঞ্জ। সওয়া দশটা পর্যন্ত।

ইনস্। সময়টা ঠিক আপনার মনে আছে ?

নিকুঞ্জ। ঠিক মানে হ্যাঁ, গুপ্ত সাহেব পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে বল্লেন, নিকুঞ্জ এখন আমায় একটু একলা থাকতে দাও, সওয়া দশটা বেজেছে।

ইনস্। এ সময়ের মধ্যে আর কেউ ঘরে ঢুকেছিল ?

নিকুঞ্জ। চিত্রাদেবী কফি নিয়ে এসেছিলেন, টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চলে যান।

ইনস্। অরুণবাবু আপনার সামনে কফি খেয়েছিলেন ?

নিকুঞ্জ। না। টেবিলের উপর ট্রে সুদ্ধ সাজান ছিল।

ইনস্। চিত্রাদেবী বলেছেন, অরুণবাবু বেশ রেগেই কথা বলছিলেন আপনার সঙ্গে, সেটা সত্যি ?

নিকুঞ্জ। হ্যা, উনি রেগে গিয়েছিলেন।

ইনস্। কেন বলুন তো ?

নিকুঞ্জ। সে আর আমি কি বলব, ব্রজেন বাবু সবই জানেন। হিসেবের গোলমাল হয়েছে বলে—

ইনস্। বেশ, এছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা হয়েছিল কি ?

নিকুঞ্জ। উনি আমার একটা সই নিয়েছিলেন।

ইনস্। কিসের সই ?

নিকুঞ্জ। সেইদিন চিত্রাদেবীর কনট্রাক্ট ফর্ম তৈরী হয়। আমি প্রথম সাক্ষী হিসেবে সই করি, দ্বিতীয় সাক্ষীর সই বাকী ছিল, উনি বলছিলেন পরদিন সকালে কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।

ইনস্। আচ্ছা নিকুঞ্জবাবু, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি ?

নিকুঞ্জ। দেখুন সেটা বলা ঠিক হবে না।

ইনস্। আর কেউ জানতে পারবে না, আপনি বলুন।

নিকুঞ্জ। আমার মণ্টুকে খুব সুবিধের মনে হয় না। যেমনি একগুঁয়ে

তেমনি রাগী। গুপ্ত সাহেবের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। দেখেছি তো, আমাদের সামনে কথায় কথায় ওকে গালাগাল করে, আগে ওর নামে পুলিস কেস্‌ও হয়েছে। দেখবেন কিন্তু, ও না জানতে পারে আমি ওকে সন্দেহ করেছি।

ইনস্‌। (হেসে) না, না সে ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন।

নিকুঞ্জ। আর আমাকে দরকার নেই ?

ইনস্‌। না, চলুন একবার চিত্রাদেবীর ঘরে যাওয়া যাক, ওঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

ইন্সপেক্টর ও নিকুঞ্জ বেরিয়ে গেলে মঞ্চ প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। একটা ছায়ামূর্তি প্রবেশ করে, ও পিছনের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবিতে কি যেন লাগিয়ে যায়। ছায়ামূর্তির প্রস্থানের পর মঞ্জরী ও মণ্টুর প্রবেশ।

মঞ্জরী। কি হবে মণ্টু, আমার বড় ভয় করছে।

মণ্টু। ভয় কিসের ?

মঞ্জরী। কেন আমি আলোককুমারের চিঠিটা গুপ্ত সাহেবকে দেখাতে গেলাম। না দেখালে তো এসব গোলমাল হত না, আমার ভারী খারাপ লাগছে।

মণ্টু। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, মিথ্যে ও সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই।

মঞ্জরী। ইনস্‌পেক্টর আবার সবাইকে জেরা করছে, ঘাবড়ে গিয়ে কি হয়তো বলে ফেলবো।

মণ্টু। তুমি ভারী ভীতু মঞ্জরীদি, তোমার সেদিন মাথা ধরেছিল, না খেয়েই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলে। একবার বুঝি চিত্রা আর নিকুঞ্জ মাইতি খবর নিতে ঘরে ঢুকেছিল। সত্যি কথা বলবে তাতে এত

ভয় পাবার কি আছে। তুমি তো আর অরুণ গুপ্তকে খুন করনি।

। খুন। না-না ওসব কথা বল না। আমি কি কাউকে খুন করতে পারি, তোমার কি তাই মনে হয়?

মণ্টু। তুমি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছ।

মঞ্জরী। আচ্ছা মণ্টু, যদি কেউ কোন কথা জেনে শুনে বলতে না চায়, মানে গোপন করে রাখে। পরে যদি পুলিস জানতে পারে তা হলে তাকে শাস্তি দেবে?

মণ্টু। কি আবোল তাবোল বকছো?

মঞ্জরী। আমাকে যে বলতে বারণ করেছে।

মণ্টু। কে বারণ করেছে?

মঞ্জরী। না না, আমি বলবো না। যদি তুমি বলে দাও।

মণ্টু। কাকে?

মঞ্জরী। ঐ ইনস্পেক্টরকে, না ভাই লক্ষীটি তুমি কাউকে কিছু বলো না, আমি কিছু জানি না. কিছু লকুই নি।

মণ্টু। যাও ঘরে যাও দেখি, যা বাজে বকছো নিজেই বিপদে পড়বে।

মঞ্জরী। চিত্রারই জিত হল মণ্টু, আমি হেরে গেছি, তাকেই সবাই চায়।

প্রসাদ এসে ঢোকে

প্রসাদ। মণ্টু তুমি এখানে, ব্রজেনদা ডাকছেন যে! তাড়াতাড়ি যাও।

মণ্টু। কেন?

প্রসাদ। ইনস্পেকটর বোধ হয় তোমার ঘরে ঢুকতে চায়, ব্রজেনদা আমায় বললেন তোমায় পাঠিয়ে দিতে।

মণ্টু। আমার ঘরে হঠাৎ— প্রস্থান

প্রসাদ। এ এক হয়েছে বেশ, কারুর রেহাই নেই, খুন করার এই বড় ঝামেলা!

মঞ্জরী। প্রসাদদা।

প্রসাদ। কি মঞ্জরী?

মঞ্জরী। আপনার ভয় করছে না?

প্রসাদ। করছে না মানে? রীতিমত করছে, পুলিসের লোকদের তো আর চেন না, এমন জেরা করবে, শেষ পর্যন্ত হয়তো স্বীকার করে ফেলবো যে গুপ্ত সাহেবকে আমিই বিষ খাইয়েছি।

মঞ্জরী। সে রকমও হয় না কি?

প্রসাদ। হয় না মানে? আমার এক পিসেমশাই ছিলেন অফিসের ক্যাশিয়ার। অফিস-এ একবার চুরি হল, চুরির দায়ে তাকে ঢুকিয়ে দিলে জেলে। মাস তিনেক কাটবার পর আসল চোর ধরা পড়ল, তখন তিনি ছাড়া পেলেন।

মঞ্জরী। কি আশ্চর্য, নিরপরাধ মানুষকে জেল খাটানো? এ কি অন্যায়!

প্রসাদ। অন্যায় হলে হবে কি, পিসেমশাই যে জেরার চাপে নিজেই দোষ স্বীকার করেছিলেন।

মঞ্জরী। তাই কখনো হয়, ওঁর নিশ্চয়ই মাথায় গোলমাল ছিল।

প্রসাদ। আদালতে গেলে সকলেরই মাথার গোলমাল হয়ে যায়। আমিই তো একবার সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম, যা যা আমায় উকীল শিখিয়ে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত একটাও তার বলতে না পেরে সত্যি কথাটাই বলে ফেল্লাম।

মঞ্জরী। আচ্ছা প্রসাদদা, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

প্রসাদ। সন্দেহ কিসের বলতো?

মঞ্জরী। মানে কে গুপ্তসাহেবের কফিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

প্রসাদ। (গলা নামিয়ে) কে দিয়েছে বলা শক্ত, তবে যে দিয়েছে তার সাহস খুব!

। আপনি যে কি বলেন প্রসাদদা, সাহস না থাকলে কেউ মানুষকে মারতে পারে ?

প্রসাদ। তুমি বুঝতে পারছো না মঞ্জরী, শুধু মানুষকে মারাই তো নয়, গুপ্তসাহেবের মত মানুষ ! ধর উনি যদি মারা না যেতেন, তাহলে কি হত, বেশ বুঝতে পারতেন কে মারতে চেয়েছিল, তখন আর রক্ষে ছিল ? (মঞ্জরী হেসে ফেলে) তুমি হাসছো তো মঞ্জরী, কিন্তু আমি কি বলতে চাইছি বুঝতেই পারছো না। আমার কথাই ধর না। যদি কাউকে খুন করতে হয়, হয়তো বীরুদার মত লোককে করতে পারি, কিন্তু গুপ্তসাহেব ? ওরে বাবা, বিষ ঢালতেই তো হাত কেঁপে যাবে তারপর উনি যদি হুঙ্কার ছাড়েন, ঘাবড়ে গিয়ে আমি নিজেই হয়তো সেই বিষ খেয়ে ফেলবো।

মঞ্জরী। (হাসতে হাসতে) আপনার সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলার কোন যদি মানে হয় ?

প্রসাদ। কেন বলতো, আমি কি ঠাট্টা করছি ? সত্যি বলছি মঞ্জরী।

মঞ্জরী। যাক ও কথা, সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন দশটা থেকে সাড়ে দশটা ?

প্রসাদ। আমি ? ঐ তো ইনস্পেকটরকে বলেছি। খাওয়া দাওয়ার পর আলোকের সঙ্গে মাঠে মিনিট পনেরো পায়চারি করে দশটা নাগাদ আলোকের ঘরে যাই। তারপর গিয়েছিলাম বীরুদার ঘরে বীয়ার খাবার জন্যে। এগারটার পরই ঘরে ফিরে শুয়েছি।

মঞ্জরী। বীরুদা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি ?

প্রসাদ। না। (একটু হেসে) ও হ্যাঁ, চিত্রাকে দেখেছিলাম।

মঞ্জরী। কোথায় ?

প্রসাদ। বোধহয় আলোকের কিম্বা গুপ্ত সাহেবের ঘর থেকে ফিরছিল।

মঞ্জরী। কটার সময় ?

প্রসাদ। তা বলতে পারবো না, তবে সাড়ে দশটার আগেই।

মঞ্জরী। আপনি এ কথা বলেছেন ইনস্‌পেকটরকে ?

প্রসাদ। হ্যাঁ, বলেছি। কেন বলোতো, বলা কি উচিত হয়নি ?

আলোককুমার প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়ে যায়

আলোক। চিত্রা কেমন আছে মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। ভালই, তবে এখনও বেশ নার্ভাস, শুধু দুধ খেয়ে আছে কিনা, আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন না ?

আলোক। হ্যাঁ, তাই ভাবছি যাবো একবার ওর ঘরে।

প্রসাদ। ইনস্‌পেকটর ত ব্রজেনদার সঙ্গে ওর ঘরেই গিয়েছিল।

আলোক। ইনস্‌পেকটরের সঙ্গে তোমার আর কোন কথা হয়েছিল নাকি মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। না।

আলোক। (সিগ্রেট বার করে) প্রসাদ খাবে নাকি ?

প্রসাদ। দাও একটা।

দুজনেই ঠোঁটে সিগারেট নেয

আলোক। (পকেট হাতড়ে) দেশলাই আছে ?

প্রসাদ। না, ঘরে ফেলে এসেছি, নিয়ে আসছি দাঁড়াও।

প্রস্থান

আলোক। (দেশলাই বার করে) এটা তোমার ব্যাগে রেখে দাও।

মঞ্জরী। (আশ্চর্য হয়ে) কেন ?

আলোক। ভুলে কখন হয়তো প্রসাদের সামনে বের করে ফেলব। ওকে একটু সরিয়ে দিলাম আর কি ! যতই জেরা করুন না কেন, ঐ কথাটি তুমি বলবে না।

মঞ্জরী। না, বলবো না।

আলোক। এর ওপরেই নির্ভর করছে তোমার ফিউচার। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ভালো চান্স করিয়ে দেখো।

মঞ্জরী। আমি কেন বলবো ?

আলোক। কাউকে নয়, এমন কি ঐ ইডিয়ট প্রসাদকে পর্যন্ত নয়।

মঞ্জরী। (ভয়ে ভয়ে) পরে যদি ওরা জানতে পারে ?

আলোক। কি করে জানবে ? তুমি ছাড়া কেউ জানে না। আর কিছুই নয়, ভয় আমার চিত্রাকে, জানই তো কি রকম সেন্টিমেণ্টাল।

মঞ্জরী। আর কেউ যদি দেখে ফেলে থাকে ?

আলোক। কেউ দেখেনি, আমি প্রায় সকলের সঙ্গে আগে কথা বলেছি।

মঞ্জরী। আলোকদা, আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন ?

আলোক। কি ?

মঞ্জরী। চিত্রাদিকে আপনি খুব ভালবাসেন, না ?

আলোক। এ কথা হঠাৎ কেন জিজ্ঞেস করছো ?

মঞ্জরী। যদি শোনেন চিত্রাদিই গুপ্তসাহেবকে মেরে ফেলেছে, তা হলেও আপনার মত বদলাবে না ?

আলোক। কি বলছো মঞ্জরী !

মঞ্জরী। ভয় পাচ্ছেন কেন, আমি তো বলেছি,—"যদি চিত্রাদি"—

আলোক। না না চিত্রা সেরকম মেয়ে নয়।

মঞ্জরী। গুপ্ত সাহেবও তো তাই ভেবেছিলেন।

আলোক। তুমি কি বলতে চাইছো, স্পষ্ট করে বল মঞ্জরী।

মঞ্জরী। আর বলবার সময় নেই, ঐ প্রসাদদা আসছেন।

প্রসাদ দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে সিগ্রেট ধরায়

আলোক। ধন্যবাদ। মিছিমিছি তোমাকে দৌড় করালাম !

প্রসাদ। (হেসে) তুমি যে ভদ্রতায় ফরাসী হয়ে উঠলে দেখছি। কথায় কথায় ধন্যবাদ জানাচ্ছ।

মঞ্জরী। ইনস্‌পেক্টরকে দেখলেন না কি?

প্রসাদ। মনে হল ব্রজেনদার ঘরেই ঢুকছেন।

আলোক। যত সব বাজে ঝামেলা, ইন্‌ভেসটিগেশন হচ্ছে না ঘোড়ার ডিম হচ্ছে।

প্রসাদ। না হে, অনেক কিছু নাকি ওরা বার করেছে।

মঞ্জরী। কে বললে?

প্রসাদ। নিকুঞ্জর সঙ্গে এখুনি দেখা। কিন্তু ভাই বলতে বারণ করেছে।

আলোক। বলতে বারণ করেছে, সে তো বাজারের লোককে, আমাদের বলবে না কেন?

প্রসাদ। বললে ইনস্‌পেক্টার নাকি মণ্টুকে সন্দেহ করেছে।

মঞ্জরী। মণ্টুকে, সে আবার কি!

প্রসাদ। ওর ঘর থেকে নাকি কি সব নিয়ে গেছে। মণ্টু নাকি খুব চেঁচামেচি করছে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

আলোক। কাজ দেখাতে হবে তো, যাতে আমরা বুঝি ইনস্‌পেক্টর সাহেব ভীষণ উঠে পড়ে লেগেছেন। মণ্টু গোঁয়ার গোবিন্দ হতে পারে, কিন্তু মোটেই ক্রিমিন্যাল টাইপ-এর নয়।

মঞ্জরী। কিন্তু বলা যায় না, হতেও পারে আলোকদা!

আলোক। কি বলছো তুমি!

মঞ্জরী। মানে সেই চিঠিটা আমাকে মণ্টুই দিয়েছিল।

আলোক। মণ্টু!

মঞ্জরী। হ্যাঁ, তখন আমি ওর নামটা বলিনি। এখন মনে হচ্ছে ও চিঠিটা আমায় দিয়েছিল এই মনে করে যে, আমি গুপ্ত সাহেবকে

দেখাব, তা হলেই এ নিয়ে একটা গণ্ডগোল হবে। নিশ্চয় ওর কোন মতলব ছিল। আলোকদা, আমার ভয় করছে।

প্রসাদ। কি সব বলছো, কার চিঠি, মণ্টু কি করেছে?

আলোক। ও তুমি বুঝতে পারবে না, ও আমাদের ব্যাপার।

ইনস্‌পেকটরের প্রবেশ

ইনস্‌পেকটর। এই যে আলোকবাবু, আপনার কাছেই আসছিলাম।

আলোক। আমার সৌভাগ্য।

ইনস্‌। সৌভাগ্য তো আমার, আপনার অভিনয়ের আমি একজন মারাত্মক ভক্ত। বলতে গেলে কোন ছবিই মিস্‌ করি না। এমন ভাবে আপনার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ হয়ে যাবে আশা করিনি।

আলোক। আপনাদের ভালই লাগছে, কিন্তু আমার, আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো, এসব কেলেঙ্কারী ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে যদি আমার নাম আর ছবি কাগজে বেরুতে সুরু করে তাহলে কি হবে ভাবতে পারছেন?

ইনস্‌। আপনারা মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন, অপরাধী ঠিকই ধরা পড়বে, শিগ্‌গীরই বোধ হয় ফয়সলা করে ফেলতে পারবো।

আলোক। পারলেই ভাল, তবে আমাদের আর আটকে রাখবেন না, দয়া করে বাড়ি যেতে দিন।

ইনস্‌। মঞ্জরী দেবী, আপনার শরীর কি রকম, ভাল তো?

মঞ্জরী। হ্যাঁ।

ইনস্‌। কিছু যদি মনে না করেন আলোকবাবুর সঙ্গে আমি কথাটা সেরে নিই, তারপর আপনার কাছে যাব।

মঞ্জরী নিশ্চয়। আসুন প্রসাদদা—আমরা ও ঘরে যাই।

প্রসাদ ও মঞ্জরী বেরিয়ে যায়

ইনস্। আলোকবাবু, আপনি জানেন বোধ হয় অরুণবাবু যেদিন মারা যান সেইদিন চিত্রাদেবীকে দিয়ে একটা কনট্রাক্ট সই করিয়েছিলেন।

আলোক। হ্যাঁ আমি শুনেছি।

ইনস্। সেই ফরমটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

আলোক। তাই নাকি?

ইনস্। ঐ কনট্রাক্ট ফরম্‌টার হদিস পেলে অনেকদূর আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

আলোক। আর যদি না পান?

ইনস্। তাহলে বুঝতে হবে ঐ ফরম্‌টা হয় চিত্রা দেবী সরিয়েছেন যাতে তিনি এ কোম্পানী থেকে মুক্তি পান, আর নয় তো তারই কোন হিতৈষী, যিনি চিত্রা দেবীকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান।

আলোক। কি বলতে চাইছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন।

ইনস্। তাছাড়া মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, বিষ খাইয়ে মারার ব্যাপারটা একটু মেয়েলী ধরনের, তাই না? বিশেষ করে বেশী মাত্রায় ওষুধ ঢেলে দেওয়া, যাঁর ওষুধ ঢালা অভ্যাস, বা যাঁর হাত থেকে অরুণ গুপ্ত নিঃসন্দেহে ওষুধ খাবে, তাঁর পক্ষেই এ ধরনের কাজ করা সম্ভব, কি বলেন?

আলোক। আপনি যা মনে করছেন তা হতেই পারে না। চিত্রাকে আমি বেশ ভাল করেই জানি, তার মধ্যে কোন রকম পাপ নেই।

ইনস্। যাক্‌গে ওসব অবান্তর কথা। সে রাত্রে আপনি খাওয়া দাওয়ার পর কোথায় ছিলেন বলুন তো?

আলোক। সে রাত্রে খেয়ে উঠতে আমার দেরী হয়েছিল, প্রায় পৌনে দশটা হবে। চিত্রা, প্রসাদ আর আমি সব শেষে উঠি। চিত্রা গেল অন্য কাজে, আমি আর প্রসাদ বাগানে পায়চারী করি,

কতক্ষণ মনে নেই। তারপর প্রসাদকে নিয়ে আমি ঘরে আসি।

ইনস। তারপর ?

আলোক। তারপর আর কি, আমি ঘরেই ছিলাম।

ইনস। একবারও বার হননি ?

আলোক। না।

ইনস্। আর কেউ আসেও নি আপনার ঘরে ?

আলোক। না।

পারুলবালার প্রবেশ। সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল। ইনস্‌পেকটর তার অনুসরণ করল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরুণ গুপ্তর ঘর। পারুলবালার প্রবেশ

পারুল। এত রাগ করছ কেন? এই তো আমি এসেছি। সত্যি বলছি ওদের সঙ্গে শুধু গল্প করছিলাম—আর কিছু বলিনি। আমি তো জানি তুমি রাগ কর। (হেসে) জানি—ওরা সবাই আমায় হিংসে করে—তুমি আমায় ভাল পার্ট দাও কিনা। আর ভাল লাগে না। আমাকে নিয়ে যে বেড়াতে যাবে বলেছিলে? নিয়ে চল। এ বাড়িতে আমি থাকব না। এখানে আমার ভয় করে। ও কি দিচ্ছ? আর দও না, আমার শরীর কি রকম করছে—মাথার কষ্ট হচ্ছে। ওষুধ? ও ওষুধ নয়, বিষ। আমি জানি—তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও। আমি বিষ খাব না—কিছুতে খাব না—ওঃ!

বীরুর প্রবেশ

বীরু। পারুল!

পারুল। কে তুমি? কাকে ডাকছ?

বীরু। পারুল—

পারুল। কে পারুল? কোন্ পারুল? সাত ভাই চম্পা জাগরে—কেন বোন পারুল—সেই পারুল?

বীরু। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? (পারুল মাথা নাড়ে) আমি বীরু, তোমার শিবপুরের বাড়ির কথা মনে পড়ে না?

পারুল। বাড়ি।

বীরু। হ্যাঁ শিবপুরের বাড়ি—

পারুল। শিবপুরের কথা শুনেছি—না বইএ পড়েছি।

বীরু। তুমি সব ভুলে গেছ পারুল—সামনের ছোট ঘরে বসে আমি লিখতাম তুমি যখন জলখাবার নিয়ে আসতে—আমি কতদিন তোমায় পড়ে পড়ে শুনিয়েছি, সে সব কথা মনে পড়ে? পাশের বাড়ির ছোট বউ তোমার বন্ধু হয়েছিল—রবিরা খেলতে আসতো।

পারুল। ওঃ, তুমি বুঝি আমায় পার্ট শেখাচ্ছ? আর বলতে হবে না—ছবি তোল আমি ঠিক বলে দেব।

বীরু। পারুল।

পারুল। আমি যাই—অনেক দেরী হয়ে গেল—গঙ্গায় চান করতে হবে। উঃ, কত পাপ! শুধু তাকে বোল সে যেন আমায় ক্ষমা করে, তাকে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি।

পারুলের প্রস্থান

বীরু। পারুল শোন—আমার কথা শুনে যাও।

অন্তরাল থেকে ইনস্পেকটরের প্রবেশ

ইনস্। উনি কে বীরুবাবু?

বীরু। ইনস্পেকটর!

ইনস্। উনি কে?

বীরু। আমি জানি না।

ইনস্। হ্যাঁ—আপনি জানেন।

বীরু। না—আমি জানি না।

ইনস্। আপনি জানেন, বলুন উনি কে?

বীরু। আমার—আমার—না আমি বলতে পারব না।

ইনস্। বলতে হবে।

বীরু। ও পারুল।

ইনস্। কে পারুল?

বীরু। সিনেমার অভিনেত্রী—'অন্তিম শয্যার' নায়িকা!

ইনস্ । আপনার সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক ?

বীরু । কিছু না ।

ইনস্ । সত্যি কথা বলুন—নইলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন ।

বীরু । পারুল আমার স্ত্রী ।

ইনস্ । আপনার স্ত্রী ? তাঁর এ অবস্থা হল কি করে ?

বীরু । For that scoundrel, অরুণ গুপ্ত । মরে বেঁচেছে—নইলে এই গলা টিপে আমিই ওকে শেষ করে দিতাম ।

ইনস্ । শুনেছি অরুণ গুপ্ত আপনার অনেক দিনের বন্ধু—

বীরু । আমিও তাই ভাবতাম । (একটু থেমে) ইনস্পেক্টর, আমি গরীবের ঘরের ছেলে, ছোটবেলা থেকে লিখতাম—সেই সময় থেকে অরুণের সঙ্গে আলাপ । পারুল আমার স্ত্রী—সুন্দরী স্ত্রী । অরুণ আমাকে ফিলিমে নিয়ে এল । আমি ভেবেছিলাম—আমার গল্পের জন্যে । পরে বুঝলাম তা নয়—সে চেয়েছিল পারুলকে । পারুলকে সে ফিল্মে নামাল—উঃ—তারপর কতগুলো বছর ইনস্পেক্টর । আমি সুখী হতে পারিনি—বড় কষ্ট—মদ খেতে লাগলাম—মাতাল হয়ে গেলাম—সেই নেশার ঘোরেই একদিন শুনলাম—পারুল আত্মহত্যা করেছে । আমি অরুণকে অবিশ্বাস করিনি । কিন্তু সে যে এতবড় লায়ার, ওঃ—

ইনস্ । উনি যে বেচে আছেন—সে কথা আপনি এতদিন জানতে পারেন নি ?

বীরু । না—ইনস্পেক্টর । আমাকে মাপ করবেন—আমি ঘরে যাচ্ছি । আমি ভুলতে চাই—সব ভুলে যেতে চাই ।

প্রস্থান

ইনস্ । ব্রজেন বাবু—একবার এদিকে আসবেন ?

ব্রজেনের প্রবেশ

আপনি তো পারুলবালা সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেন নি ।

ব্রজেন। আমি নিজেই ঠিক ও ব্যাপারটা জানিনা—আমাদের এ কোম্পানী সুরু হবার আগের ঘটনা।

ইনস্। হুঁ—আমি তো ভেবেছিলাম অরুণ গুপ্তকে খুন করার কোন মোটিভই বাঁরু বোসের থাকতে পারে না—এখন তো দেখছি—

ব্রজেন। কি ?

ইনস্। অরুণ গুপ্তর ওপর বাঁক বোসের আক্রোশ কম নয়।

ব্রজেন। সে কি বলছেন—না-না-বাঁক—

ইনস। পারুলবালা বাঁকবাবুর স্ত্রী।

ব্রজেন। স্ত্রী !!

ইনস্। ব্রজেনবাবু—truth is sometimes stranger than fiction. চিত্রাদেবীর সঙ্গে আমার আর একবার কথা বলার দরকার।

ব্রজেন। এখানে নিয়ে আসব ?

ইনস্। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওঁকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

ব্রজেনের প্রস্থান। বাইরে শব্দ হতেই ইনস্‌পেক্টর লুকিয়ে পড়ে। মণ্টু সন্তর্পণে চারদিক দেখে ঘরে ঢোকে। দ্রুতপায়ে অরুণের টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজ থেকে একটা ছবি বার করে পালাবার চেষ্টা করে

ইনস্। (এগিয়ে এসে) মাপ্ করবেন—আপনার হাতে ওটা কি ?

মণ্টু। ও—এটা একটা ছবি।

ইনস্। দেখি—(ছবি দেখায়) গুপ্ত সাহেবের ছবি—বোধ হয় আজকালকার চেহারা, না ?

মণ্টু। হ্যাঁ।

ইনস্। সামনের বছর থেকে আপনিও তো কোম্পানীর কাজ দেখবেন।

মণ্টু। কয়েকমাস পরেই—।

ইনস্। আপনি ভাগ্যবান।

মণ্টু। কি জানি।

ইনস্। কিছু মনে করবেন না—এঘর থেকে কোন জিনিষ নিতে গেলে—আমাকে না জিজ্ঞেস করে নেবেন না!

মণ্টু। তাহলে এটা?

ইনস্। ছবিটা নিয়ে যান।

মণ্টুর প্রস্থান ও চিত্রার প্রবেশ

ইনস্। আসুন আসুন চিত্রাদেবী, আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি। চিত্রাদেবী, আমি জানি আপনার শরীর খারাপ, তবু এখানে ডেকে এনেছি এই জন্যে, হয়তো অরুণ গুপ্তর এই ঘরে এলে কয়েকটা কথা আপনার মনে পড়ে যেতে পারে, যাতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।

চিত্রা। কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ইনস্। বেশ করে ভেবে দেখুন তো, কফির ট্রে হাতে করে যখন আপনি এই ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন কি অরুণ গুপ্ত এবং নিকুঞ্জ বাবুর গলা শুনতে পেয়েছিলেন?

চিত্রা। হ্যাঁ।

ইনস্। কথা তার মানে বেশ জোরে জোরেই হচ্ছিল?

চিত্রা। গুপ্তসাহেব ধমকাচ্ছিলেন। আমি প্রথমে একবার ভাবলাম ঢোকা ঠিক হবে কিনা, তারপর ঢুকেই পড়লাম।

ইনস্। আপনাকে দেখে ওদের কথাবার্তা কি থেমে গেল?

চিত্রা। না আগের মতই চলতে লাগলো।

ইনস্। কিছু আপনার কানে গিয়েছিল? কি নিয়ে কথা হচ্ছিল?

চিত্রা। না, আমি নিজেই কান দিই নি। তবে দু'চারটা কথা মনে পড়ছে—

ইনস্। হ্যাঁ বলুন—

চিত্রা। গুপ্তসাহেব যেন বলছিলেন, আর আমি তোমার এসব বাঁদরামী বরদাস্ত করবো না। তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে ভিখিরীর মত।

ইনস্। নিকুঞ্জ মাইতি কোন উত্তর দিয়েছিল?

চিত্রা। না বোধ হয়।

ইনস্। আর কোন কথা মনে পড়ছে?

চিত্রা। ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, গুপ্তসাহেব কি যেন বলছিলেন, উইল—

ইনস্। হ্যাঁ বলুন, উইলের কি?

চিত্রা। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় দরকার হলে উনি উইল বদলাবেন এই রকম—আমি সেই সময় বেরিয়ে আসি।

ইনস্। হুঁ, তারপর আপনি ঘরেই ফিরে আসেন?

চিত্রা। হ্যাঁ। একবার শুধু মঞ্জরীকে দেখতে গিয়েছিলাম, ওর শরীর ভাল ছিল না।

ইনস্। তাছাড়া আর কোথাও যান নি?

চিত্রা। না।

ইনস্। আর কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাননি?

চিত্রা। না।

ইনস্। আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো।

চিত্রা। বলুন।

ইনস্। আপনার যে কণ্ট্রাক্ট ফর্ম অরুণ গুপ্ত সই করান সেটা উনি কোথায় রেখেছিলেন জানেন কি?

চিত্রা। না।

ইনস্‌। সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ নিকুঞ্জ মাইতি তাতে সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল। তার মানেই বোঝা যাচ্ছে, হয় নিকুঞ্জ মাইতি সেটা সরিয়েছে না হয় তারপর আর কেউ ঢুকেছিল। ওই কনট্রাক্ট ফর্ম এর ওপর নিকুঞ্জ মাইতির লোভ থাকবার কোন কারণ দেখি না। তাই মনে হয় এমন কেউ ঘরে ঢুকেছিলেন যিনি আপনার হিতৈষী, ঐ কনট্রাক্ট ফর্মটি তিনিই সরিয়েছেন।

চিত্রা। আমি এসব কিছু জানি না, কনট্রাক্ট ফর্ম যে পাওয়া যাচ্ছেনা আমি তাই শুনিনি।

ইনস্‌। আলোকবাবু শুনলাম আপনাকে অন্য কোম্পানীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন?

চিত্রা। মানে একটা বড় ছবি উঠবে 'বাসবদত্তা', তাইতে আমি যদি হিরোয়িন-এর চান্স পাই তারই উনি চেষ্টা করছিলেন।

ইনস্‌। অথচ ঐ কনট্রাক্ট ফর্ম সই হয়ে অরুণ গুপ্তর হাতে থাকলে আপনি বোধ হয় যেতে পারতেন না।

চিত্রা। না।

ইনস্‌। আর একটা সুখবর শুনলাম, হয়তো শিগ্‌গীর আপনার সঙ্গে আলোকবাবুর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাকি সত্যি? [চিত্রা কোন উত্তর দেয়না] মৌনম সম্মতি লক্ষণম্ বলে ধরে নিলাম! মজা হচ্ছে কি জানেন, সব কিছুর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনার কনট্রাক্ট ফর্ম।

চিত্রা। আপনি কি বলতে চাইছেন আমি জানি না, তবে বিশ্বাস করুন আলোক বাবু বড় চমৎকার মানুষ, কোন রকম অন্যায় তার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ইনস্‌। অথচ মুস্কিল হয়েছে কি জানেন ঐ দিন দশটা থেকে সাড়ে

দশটা উনি যে কোথায় ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। মানে উনি বলছেন ঘরেই ছিলাম, হতেও পারে, কিন্তু কোন এলিবি নেই, আর কেউ দেখেনি। এমনও তো হতে পারে সে সময় উনি ঘরে ছিলেন না।

চিত্রা। ঘরে ছিলেন না? কে বললে? কে দেখেছে?

ইনস্। অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। (একটু পরে) চিত্রাদেবী, মনে হয় যেন আপনি কোন কথা লুকোবার চেষ্টা করছেন।

চিত্রা। না না আমি কিছুই লুকোই নি।

ইনস্। (হেসে) হয়তো আমারই ভুল।

তৃতীয় দৃশ্য

সিঁড়ির নীচের ঘর। নেপাল ও প্রসাদ

নেপাল। প্রসাদদা আপনার কি মনে হচ্ছে ?

প্রসাদ। কি ?

নেপাল। এই ইনস্‌পেকটর কি খুনী ধরতে পারবে ?

প্রসাদ। বলা খুব শক্ত।

নেপাল। ঢাল নেই তরোয়াল নেই—একেবারে নিধিরাম সর্দার। একটা মার্ডার কেসের ডিটেকটিভ, তার অ্যাসিসটেন্ট নেই।

প্রসাদ। তাইতো এটা খুব ভাববার কথা—অ্যাসিসটেন্ট না থাকলে কার সঙ্গে পরামর্শ করবে ?

নেপাল। এই ধরুন ব্লেকের যে রকম স্মিথ, বিমলের কুমার, ব্যোমকেশের আমি।

প্রসাদ। তুমি ?

নেপাল। আমি মানে নেপালচন্দ্র আমি নই, সেই লেখক আমি।

প্রসাদ। ওঃ তাই বল। তবে ডিটেক্‌টিভএর অ্যাসিসটেন্ট যে কেউ হলেই চলবে না। তার অনেক গুণ থাকা দরকার। সে মারামারি করতে পারে, হাঁটতে পারে—ছুটতে পারে। দরকারে অদরকারে পুলিস ডাকতে পারে। শুধু কিছু বুঝতে পারে না।

নেপাল। তার মানে ?

প্রসাদ। রহস্য ভেদ হওয়া পর্যন্ত তাকে বুদ্ধু সেজে বসে থাকতে হবে। ডিটেকটিভ যতবার জিজ্ঞেস করবে, তুমি বুঝতে পেরেছ ? সে বলবে, না। তা না হলে ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধিমান প্রমাণ হবে কি করে ?

নেপাল। (হেসে) এটা আপনি ঠিক বলেছেন প্রসাদদা—বই পড়তে

পড়তে অনেক সময় অ্যাসিসটেণ্টের আগে আমিই তো বুঝে ফেলি। (একটু হেসে) আপনিও বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন?

প্রসাদ। পড়তাম—এখন আর পড়ি না। সময় কোথায়?

নেপাল। টাইগারকে আপনার মনে আছে? এক ঘর লোকের মাঝখানে ব্লেক তাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল—টাইগার এদিক ওদিক চারদিক ঘুরে ঠিক সেই খুনীর কাছে এসে হাজির। সে কি চীৎকার, ভেউ-ভেউ-ভেউ—

প্রসাদ। (চেয়ারের ওপর লাফিয়ে ওঠে) এই, যা যা এখান থেকে—আমার কাছে চেঁচাচ্ছিস কেন?

কাঁদতে কাঁদতে মঞ্জরীর প্রবেশ। নিকুঞ্জ তার সঙ্গে প্রবেশ করে সান্ত্বনা দেয়

নিকুঞ্জ। না—না মঞ্জরী আমি সে রকম কোন কথা বলিনি।

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই আপনি বলেছেন—তা না হলে ইনস্‌পেকটর এমনি এমনি ধমকাতে পারে। (প্রসাদের দিকে নজড় পড়ায়) আপনি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে কেন?

প্রসাদ। ঐ হতভাগা নেপাল—উনি টাইগার হয়েছেন, টাইগার, ভেউ করলেই হ'ল। তুমি টাইগার হলে আমি এলিফ্যাণ্ট, যত সব—

নিকুঞ্জ। না প্রসাদবাবু, আপনাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—এত বড় একটা সিরিয়াস্ ব্যাপার—একটা মানুষ খুন হয়ে গেল আর আপনারা হাসি ঠাট্টা করছেন?

প্রসাদ। হাসি ঠাট্টা করব কেন? সবাই মিলে ইঙ্গিত করছেন—আমিই যেন দোষী! আচ্ছা নিকুঞ্জ, তুমিই ভেবে দেখ, এরকম একটা কেলেঙ্কারীর মধ্যে জড়িয়ে পড়লে—আমার রেপুটেশন্ খারাপ হয়ে যাবে না?—আর কোন ফ্লিম কোম্পানী ডাকবে? সব ডিরেক্টররাই তো ভয় পাবে।

মঞ্জরী। (জোরে কেঁদে ওঠে) আমি বলেই দেব।

প্রসাদ। কি বলে দেবে?

নিকুঞ্জ। আপনি ওর কথা বুঝতে পারবেন না—ওদিকে যান।

মঞ্জরী। আমাকে কি ওরা খেলার পুতুল মনে করছে না কি—যা বলাবে তাই বলতে হবে। আমি যদি সত্যি কথাই বলি?

নিকুঞ্জ। তাহলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

মঞ্জরী। তাই বলে আমাকে বরাবর মিথ্যে কথা বলে যেতে হবে। ও আমার কে—কেন আমি ওর হয়ে কথা বলব।

নিকুঞ্জ। আহা অত মাথা গরম কোর না—আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঞ্জরী। আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কি করব।

প্রসাদ। তেমন অসুবিধে হলে নাই বা কিছু করলে।

মঞ্জরী। এ কোম্পানীতে কাজ করতে এসে কি ভুলই করেছি! যে সত্যি বিষ মেশাতে পারে—তার দিকে কেউ দেখছে না। অরুণ গুপ্ত তার পথের কাঁটা। তাকে সে পথ থেকে সরিয়েছে। অথচ কেউ তাকে সন্দেহ করছে না—ধরছে না।

প্রসাদ। কি অন্যায়! তাকে তো আগেই ধরা উচিত।

নিকুঞ্জ। কাকে?

প্রসাদ। গুপ্ত সাহেবকে যে কাঁটা বলে সরিয়ে ফেলেছে। তার কথা বলছি আর কি।

নিকুঞ্জ। প্রসাদবাবু, আপনি চুপ করুন, মঞ্জরী আপনার কথা শুনে আরো চটে যাচ্ছে।

প্রসাদ। তাই নাকি—ছিঃ ছিঃ, মঞ্জরী, আমি যদি অন্যায় কথা কিছু বলে থাকি—তাহলে সে কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

নেপাল। কাউকে কিছু ফেরত নিতে হবে না! এই যে হয়ে গেছে।

নিকুঞ্জ। কি ?

নেপাল। এই নিন্ ধরুন—এটা আপনার, এইটা আপনার—(মঞ্জরী, নিকুঞ্জ ও প্রসাদের হাতে তিনটি ছবি দেয়) ভাল করে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

মঞ্জরী। এ আবার কে ?

নিকুঞ্জ। না—চিনি না তো।

নেপাল। ভাল করে দেখুন মন দিয়ে। প্রথম দেখায় অনেককে অচেনা মনে হলেও পরে কিন্তু চিনি চিনি মনে হয়।

প্রসাদ। (মুখ বেঁকিয়ে) চিনি-চিনি। চিনি না ঘণ্টা—এতো নুন।

নেপাল। তাহলে ফেরত দিন। সব ঠিক আছে—P. for Prosad, N for Nikunja—না লেখাটা মঞ্জরীদির। বৎস, আপনারা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

নিকুঞ্জ। তার মানে ?

নেপাল। কি করলাম বুঝতে পারছেন না—হাঃ হাঃ হাঃ আপনাদের হাতের প্রিণ্ট্ নিয়ে নিলাম—এখন দেখতে হবে সেই কফির পেয়ালার আঙুলের ছাপের সঙ্গে কোনটা মিলছে কি না।

প্রসাদ। যদি মিলে যায় ?

নেপাল। তাহলে আর দেখতে হবে না। এই ছবির ছাপের সঙ্গে যদি কাপের ছাপ মিলে যায়—তাহলে প্রসাদদা, you are the murderer.

প্রসাদ। কি বলছিস্ তুই ? দিয়ে দে বলছি—ছবি দিয়ে দে এখুনি।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ইনস্‌পেকটর নামে। প্রসাদ ও নেপাল
ছুটোছুটি করছে

ইনস্। আপনার ভয় নেই প্রসাদবাবু—কফির পেয়ালায় কারুর হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। এমন কি অরুণ গুপ্তরও নয়। খুনী যেই

হোন—বেশ বিচক্ষণ লোক, রুমাল দিয়ে সযত্নে দাগগুলো মুছে ফেলেছেন।

প্রসাদ। যাক্—তাহলে আর ভাবনার কিছু নেই।

ইনস্। না ভাবনার বিশেষ কিছু নেই—আসুন এখানে বসে বসে একটু গল্প করা যাক।

প্রসাদ। আপনার সঙ্গে গল্প!

ইনস্। কেন, আমি এমন কি অপরাধ করলাম যে আমার সঙ্গে গল্প করতেও ইচ্ছে করছে না?

নিকুঞ্জ। একটু চা আনবো নাকি সার?

ইনস্। না—আপনি বসুন। তারপর নেপালচন্দর, নতুন কিছু ক্লু পেলে নাকি?

নেপাল। এই তো সার, এদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আঙুলের প্রিন্টগুলো জোগাড় করলাম—অথচ কোন কাজেই লাগলো না।

ইনস। (হেসে) তাহলে এখন কি করবে?

নেপাল। আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে—তবে এখন বলবো না। আগে কাজে লাগিয়ে দেখি।

প্রস্থান

ইনস্। নিকুঞ্জবাবু, মঞ্জরীদেবীকে ভাল করে খাওয়াবেন, উনি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

মঞ্জরী। আমি ঠিক আছি।

ইনস্। কথায় কথায় চোখে জল এসে পড়ছে! এতো ভাল কথা নয়। শরীর ভেঙ্গে পড়বে যে। আমি একটু পরে আপনার ঘরে আসছি।

মঞ্জরী। আমার আর নতুন করে আপনাকে কিছু বলবার নেই।

ইনস্। আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকতে পারে।

মঞ্জরী। ও! (নিকুঞ্জ যেন ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়)

ইনস্। নিকুঞ্জবাবু, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? You are a straightforward man, যা রিপোর্ট দিয়েছেন সব খাঁটি কথা। শুধু একটা কথা কেন যে এড়িয়ে গেলেন!

নিকুঞ্জ। কি কথা সার?

ইনস্। গুপ্ত সাহেব যে সে-রাত্রে উইল বদলাবেন বলে আপনাকে ভয় দেখিয়েছিলেন সেটা বলে ফেললেই পারতেন।

নিকুঞ্জ। না—মানে, দেখুন সার, আমি—

ইনস্। এতে ঘাবড়াবার কি আছে নিকুঞ্জবাবু? ইচ্ছে থাকলেও অরুণ গুপ্ত তো উইল বদলাতে পারেন নি। পারুলবালাকে দেখাশোনা করার জন্যে উইলের পনেরো হাজার টাকা আপনার মারে কে?

নিকুঞ্জ। সার!

ইনস্। খুনী যেই হোক—তার কাছে আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি আপনার পরম বন্ধু।

মঞ্জরী। আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে। আমি ঘরে যাই।

ইনস্। যদি কোন পরামর্শ করার জন্য নিকুঞ্জবাবুকে দরকার হয়, আপনি নিয়ে যেতে পারেন।

মঞ্জরী। ধন্যবাদ। আমার কাউকে দরকার নেই।

মঞ্জরী ও নিকুঞ্জ বেরিয়ে গেল

প্রসাদ। আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন সার? কিছু জিজ্ঞেস করবেন?

ইনস্। (চমক ভেঙ্গে) জিজ্ঞেস আর কি করব? পোস্ট অফিসে গিয়েছিলেন?

প্রসাদ। হ্যাঁ। অনুমতি দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ!

ইনস্। বাড়ির খবর পেয়েছেন?

প্রসাদ। পেয়েছি। আমার বোন অনেকটা ভাল আছে

ইনস্। শুনে সুখী হলাম। আচ্ছা প্রসাদবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। একজনের জবানীতে দেখছি সে রাত্রে কোন এক সময় অরুণ গুপ্তর ঘরের কাছে আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল।

প্রসাদ। ক'টার সময় বলুন তো?

ইনস্। যদি বলি দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যেই।

প্রসাদ। কে দেখেছে?

ইনস্। নাম যদি না বলি।

প্রসাদ। ছেলে না মেয়ে?

ইনস্। ছেলে।

প্রসাদ। বয়স কত?

ইনস্। ধরুন মাঝারি বয়েস।

প্রসাদ। ফর্সা না কালো?

ইনস্। ধরুন কালো।

প্রসাদ। কত দূর থেকে আমায় দেখেছে?

ইনস্। গজ পঞ্চাশ।

প্রসাদ। চোখে চশমা ছিল?

ইনস্। তা লেখা নেই।

প্রসাদ। হুঁ! ব্রজেনদার বাজনা শুনেছিল?

ইনস্। সেটাও তো ঠিক—

প্রসাদ। আহা ঠিক করে দেখে বলুন—কোন্ আলোটা জ্বলছিল—ওপরে না নীচে? সবাইয়ের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিনা?

ইনস্। এত সব details দেখনি।

প্রসাদ। তবেই বুঝুন আপনাকে পুরো ব্লাফ্ দিয়েছে। তাকেই ভাল করে জেরা করা দরকার। হয়তো দেখবেন—সেই লোকই তখন

গুপ্ত সাহেবের ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল আর আমিই দেখেছিলাম।

ইনস্। দেখুন প্রসাদবাবু।

প্রসাদ। আর দেখবার কিছু নেই। আপনি তাকে এখনি অ্যারেষ্ট করুন। যাক্ বাবা, আসল লোক ধরা পড়ে গেছে—যাই, ওদের খবর দিয়ে আসি।

ইনস্। দাঁড়ান প্রসাদবাবু—যাবেন না।

প্রসাদ। অ্যাঁ—যাব না?

ইনস। আপনি খুব বড় অভিনেতা। শুধু ছবিতেও নয়, জীবনেও।

প্রসাদ। কি বলছেন?

ইনস। অত সহজে কথা ঘোরানো যায় না। ঠিক সময় মতই তা জানতে পারবেন।

প্রসাদ। ইনসপেকটর! ইনস্‌পেকটর!

বীরু বোসের প্রবেশ। পিছনে নিকুঞ্জ, প্রসাদ, আলোক

আলোক। বীরুদা, বলুন না কি দেখেছেন।

বীরু। ইনসপেক্‌টর কই, ইনসপেক্‌টরকে বলবো!

ইনস্। কি হয়েছে বীরু বাবু?

বীরু। আমি এই মাত্র তাকে দেখেছি।

ইনস্‌পেকটর। কাকে?

বীরু। অরুণকে।

ইনস্। অরুণ, অরুণ গুপ্ত?

বীরু। হ্যাঁ।

ব্রজেনের প্রবেশ

ব্রজেন। কি বলছো আবোল তাবোল, অরুণ কোথা থেকে আসবে?

বীরু। আমি স্পষ্ট দেখলাম, নিকুঞ্জর জানলা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নিকুঞ্জ। কি আশ্চর্য, আমি তো কিছু টের পাইনি।

বীরু। তুমি টের না পেলে হবে কি, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ব্রজেন। আজ কখন থেকে সুরু করেছ বীরু?

বীরু। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো ব্রজেন! বীরু বোস কখনও মাতাল হয় দেখেছো? এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দেবো তোমায় ও কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে ছিল, আসুন ইনস্‌পেকটরবাবু, এসো তোমরা সবাই।

বীরু বোস এবং অন্য সকলের প্রস্থান। মঞ্চে শুধু আলোককুমার ও চিত্রা

আলোক। বীরুদা বেড়ে আছেন। এক পেত্নী দেখে গল্প লিখে ফেললেন, এখন গুপ্তসাহেবকে পাকড়েছেন। কথার তেজ দেখ, ভূত হয়ে এসে অরুণ গুপ্ত কার ঘরে মুখ বাড়ালো? না, নিকুঞ্জ মাইতির। আমার ঘরে হলেও না হয় কথা ছিল—বুঝতাম আমার উপর রাইভ্যাল্‌রিটা এখনও মন থেকে যায়নি।

চিত্রা। আমার কিন্তু আর এখানে ভাল লাগছে না। বড় ভয় করছে।

আলোক। তোমার কিসের ভয় চিত্রা?

চিত্রা। ভয় আমায় নিয়ে তো নয়, সমস্ত ভয় তোমার জন্যে। তোমার যদি কোন ক্ষতি হয়, যদি—

আলোক। কেন এরকম অসম্ভব সব ভাবছো?

চিত্রা। ইনস্‌পেক্টর আমায় যা বোঝালো, ও তোমাকেই সন্দেহ করছে।

আলোক। আমাকে? (হাসবার চেষ্টা করে) ও একটা পাগল। আমি অরুণ গুপ্তকে খুন করেছি? ফানী আইডিয়া! আমি তো ঘরেই ছিলাম।

চিত্রা। সত্যি বলছো তুমি ঘরে ছিলে ?

আলোক। সে কি, তুমিও আমাকে সন্দেহ করছো নাকি ?

চিত্রা। না, তা বলিনি, তবুতো কোন প্রমাণ নেই যে তুমি ঘরেই ছিলে ?

আলোক। ছিলাম না যে তারও তো কোন প্রমাণ নেই।

চিত্রা। জানো আলোক, জীবনে টাকা হয়েছে, নাম হয়েছে সব সত্যি, কিন্তু সুখ পাইনি। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে স্বপ্ন দেখছি, জীবনের স্বপ্ন, বাঁচবার স্বপ্ন।

আলোক। আমিও তো সেই স্বপ্নই দেখছি চিত্রা, তোমাকে সুখী করতে, বড় করতে। এই তো শুধু আমি চাই।

চিত্রা। আমি ভেবেছিলাম কলকাতার বাইরে কোথাও আমরা বাসা বাঁধবো, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, কেউ জ্বালাতন করবে না।

আলোক। তুমি কেন এমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে কথা বলছো চিত্রা যেন এসব আর সম্ভব নয়! যেন সবই গোলমাল হয়ে গেছে। এইতো আমি রয়েছি তোমার পাশে। সুখে দুঃখে সব সময় আমার পাশে তোমাকে না পেলে আমিও তো বাঁচবো না।

চিত্রা। সত্যি বলছো আলোক ?

আলোক। বিশ্বাস হচ্ছে না ?

চিত্রা। আলোক, তুমি আমার কাছে থাকো।

আলোক। এই তো আছি।

চিত্রা। একলা রেখে যেও না, আমার ভয় করছে।

আলোক। না, না কোথাও যাব না।

চিত্রা হঠাৎ "আঁ" ব'লে চিৎকার করে ওঠে। তার মুখ ছিল গুপ্তসাহেবের ঘরের দিকে। সেখানে সে একটা ছায়ামূর্তি দেখে। আলোক বুঝতে না পেরে চিত্রার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আলোক। কি হোল চিত্রা, কি হল !

চিত্রা এলিয়ে পড়ে, আঙ্গুল দিয়ে গুপ্ত সাহেবের ঘরের দিকে দেখিয়ে দেয়

আলোক। (কাউকে না দেখতে পেয়ে) কি হয়েছে ওখানে?

চিত্রা। গুপ্ত সাহেব।

আলোক। গুপ্ত সাহেব, কি বলছো পাগলের মত? কই কেউ তো নেই।

আলোককুমার দৌড়ে গিয়ে চারদিক ভাল করে দেখে

(চেঁচিয়ে) কে ওখানে, কে?

সকলে ছুটে আসে

ইনস্পেক্টর। কি হয়েছে আলোকবাবু?

আলোক। চিত্রা ভয় পেয়ে গেছে।

ব্রজেন। কিসের ভয় চিত্রা?

চিত্রা। গুপ্ত সাহেব।

ব্রজেন। গুপ্ত সাহেব?

সকলে পিছু ফিরে অরুণ গুপ্তর ঘরের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে

তৃতীয় অঙ্ক

আগের দৃশ্যের অনুরূপ। আধ ঘণ্টা পরে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে। ঘর ভর্তি লোক। সকলেই উত্তেজিত। ইনস্‌পেকটর বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

ইনস্‌পেক্টর। আমি বলছি বিশ্বাস করুন, এ হোল মনের ভুল। আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে যদি আপনারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করেন তাহলে আমি আর কি বলব। চিত্রাদেবী হয়তো উত্তেজিত হয়েছিলেন, বীরুবাবু একটু আগে ভূতের গল্প করে গেছেন, মাথায় সেটা ছিল, তাই মনে হয়েছে বুঝি গুপ্ত সাহেব ওখানে দাঁড়িয়ে। এ ছাড়া এর কোন লজিকাল এক্‌স্‌প্লানেশন হয় না।

বীরু। আপনি মাঝখান থেকে কথা বলবেন না, চিত্রাকে বলতে দিন ও কি দেখেছে। বলতো চিত্রা, প্রথমে তুমি কি দেখলে?

চিত্রা। আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে আলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হল অন্ধকারে কে যেন ঐ কোণটায় দাঁড়িয়ে। আমি প্রথমে ভাবলাম কেউ বোধ হয় আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছে। আলোককে বলতে যাব, দেখি মানুষটা এগিয়ে এল। আমি স্পষ্ট দেখলাম গুপ্ত সাহেব।

ইনস্‌পেক্টর। কি জামা কাপড় পরে ছিলেন?

চিত্রা। তা দেখিনি।

ইনসপেক্টর। শুনলেন তো? একেই বলে হ্যালুসিনেশন, মানে যেটা ভাবা যায়, তারই একটা প্রতিফলন। তখন নিশ্চয় উনি গুপ্ত সাহেবের কথা ভাবছিলেন।

বীরু। তার মানে আমিও হ্যালুসিনেশন দেখেছি?

ইনস্‌। নিশ্চয়।

বীরু। হতেই পারে না। আমি অরুণের কথা মোটেই ভাবছিলাম না। অথচ আমি পরিষ্কার অরুণের মুখ দেখেছি। সেই গম্ভীর মুখ, more in sorrow than in anger, আমি বলছি তোমাদের, অরুণের অতৃপ্ত আত্মা এই বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তাই সে আমাদের কিছু বলতে চায়।

মঞ্জরী। আর বলবেন না বীরুদা, আমার ভীষণ ভয় করছে। ইনস্‌পেক্টর ঘোষ, আজ রাত্রেও আমাদের এখানে থাকতে হবে?

ইনস্‌। কালকের আগে তো আমরা যেতে পারছি না, থানা থেকে অর্ডার আসবে আশা করছি।

মঞ্জরী। রাত্রে যদি আবার কিছু হয়?

ইনস্‌। কি মুস্কিল, যত বলছি আপনাদের এ হোল মনের ভুল। বীরু বাবু লেখক মানুষ, উনি এসব আজগুবী গল্প ভাবতে পারেন।

বীরু। আজগুবো বল্লেই হল? স্পিরিট বলে কোন জিনিষ নেই?

ইনস্‌। জানি না মশাই আছে কিনা, কখনও তার হদিশ পাইনি।

বীরু। আপনি হদিশ পান নি বলে স্পিরিট নেই বলছেন কেন? আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ব্রজেন। আচ্ছা এ তর্কাতর্কি থাক্ না—

বীরু। কেন থাকবে? আমি মদ খাই বলে তোমরা আমার সব কথা উড়িয়ে দিতে চাও। আমি যখন বল্লাম তোমরা ভেবে নিলে মাতাল, চিত্রা যখন বল্লে বুঝিয়ে দিলে ও হ্যালুসিনেশন দেখেছে। কে দেখলে বিশ্বাসটা করবে শুনি? ইনস্‌পেক্টর সাহেব? না, তুমি?

ব্রজেন। আহা মাথা ঠাণ্ডা কর। আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও, কাল যে যার বাড়ি চলে যাবে।

মঞ্জরী। আমি একলা শুতে পারব না।

ব্রজেন। তুমি আর চিত্রা এক ঘরে শুয়ো, নিকুঞ্জ, তুমি ব্যবস্থা করে দিও তো।

প্রসাদ। আমি বরং আলোকের সঙ্গেই শোব।

ইনস্। কেন, আপনারও ভূতের ভয় নাকি?

প্রসাদ। আপনারা তো কিছুই মানেন না, বীরুদা কিন্তু মিথ্যে বলেনি, ভূত সত্যিই আছে।

ইনস্। কোথায়? বেলগাছে, না শ্মশানে?

প্রসাদ। ঠাট্টা নয় সার, আমার এক পিসীমা সত্যিই মরে ভূত হয়েছিলেন। বাবারা দেখেছিলেন। যখনই বাড়িতে কেউ মারা যেত, সেই পিসীমাকে দেখা যেত, আমাদের বাড়ির ছাতে একটা ঘর আছে, সেইখানে পিসীমা আত্মহত্যা করেন, সন্ধ্যের পর আমরা কেউ ছাতে যেতাম না। কতদিন শোনা গেছে কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

আলোক। আমি নিজে অবশ্য ভূতটুত বিশ্বাস করি না, তবে চিত্রার যে রকম অবস্থা, তাতে মনে হয় না আজ ওকে আর মঞ্জরীকে একলা ঘরে থাকতে দেওয়া উচিত। তার চেয়ে বরং সবাই মিলে গল্পগুজব করা যাক, হৈ হৈ করে রাত্তিরটা কেটে যাবে অখন।

ইনস্। যা ভাল বোঝেন। আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা সকলেই মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন।

প্রসাদ। ভয়টা কি জানেন, একেবারে ছোঁয়াচে রোগ। আমি, মনে করুন গোড়ার দিকে মোটেই ভয় পাইনি। বীরুদা যখন বল্লেন উনি দেখেছেন গুপ্তসাহেব আমার ঘরে উঁকি মারছেন তখন হাসিই পেয়েছিল। ক্রমে আমারও যেন ভয় হচ্ছে। এঁরা সব এমন গল্প করছেন, ভূতে বিশ্বাস ধরে যাচ্ছে।

বীরু। তার মানে তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ, যেদিন সত্যি সত্যি আমার

মত পরলোকের সন্ধান পাবে সেদিন বুঝবে আমি একটা কথাও মিথ্যে বলিনি। অমাবস্যার রাত্রে কখনও শ্মশানে গেছ ?

প্রসাদ। গেছি।

বীরু। গেছি বল্লেই হ'ল।

প্রসাদ। বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু গেছি সত্যিই।

বীরু। কেন গিয়েছিলে ?

প্রসাদ। এক তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে।

বীরু। তন্ত্রে তুমি বিশ্বাস কর ?

প্রসাদ। না।

বীরু। পরলোক, পরতত্ত্ব, এসব ?

প্রসাদ। না।

বীরু। ভগবান ?

প্রসাদ। না।

বীরু। তুমি জাহান্নমে যাবে।

প্রসাদ। এটা বিশ্বাস করি।

আলোক। চল চিত্রা আজ আর দেরী কোরো না, খেয়ে নেওয়া যাক্। এস মঞ্জরী। ব্রজেনদা আপনি ?

ব্রজেন। চল যাই, আসুন ইনস্পেকটর ঘোষ।

ইনস্। আমি যাচ্ছি একটু বাদে। প্রসাদবাবু এক মিনিট দাঁড়াবেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

প্রসাদ। আমি দাঁড়াচ্ছি।

প্রসাদ ও ইনস্পেকটর বাদে সবাই চলে যায়

ইনস্। আপনি যে জবানবন্দীটা দিয়েছেন সেটা ভাল করে পড়ছিলাম, আলোকবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আপনি যান বীরুবাবুর কাছে, তাই তো ?

প্রসাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্। গরম লাগায় একবার বুঝি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন আপনি দেখেন চিত্রা দেবী উত্তর দিকের কোন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গেলেন।

প্রসাদ। হ্যাঁ।

ইনস্। উত্তর দিকে দু'জনের ঘর। এক অরুণ গুপ্ত, দুই আলোককুমার।

প্রসাদ। হ্যাঁ।

ইনস্। হয় অরুণ গুপ্ত না হয় আলোককুমার কারুর ঘর থেকে তিনি আসছিলেন।

প্রসাদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্। সময় তখন কত হবে?

প্রসাদ। সওয়া দশটার পর। আমি তাহলে এখন যেতে পারি স্যার?

ইনস্। আর একটা প্রশ্ন, সেদিন কোম্পানী কিম্বা আলোককুমারের কাছ থেকে টাকা ধার চেয়ে যে পেলেন না, তাতে আপনার অসুবিধে হয়েছে নিশ্চয়।

প্রসাদ। তা আর হয়নি, তার জন্যেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাইছি। অসুখ বিসুখের বাড়ি, টাকার কম দরকার!

ইনস্। আপনার কাছে কোন টাকাই ছিল না?

প্রসাদ। না।

ইনস্। তাহলেই যে বিপদে ফেল্লেন।

প্রসাদ। কেন?

ইনস্। এটা কি বুঝতে পারছেন? (মনি অর্ডারের রসিদ দেখায়)

প্রসাদ। কি?

ইনস্। আপনি সেদিন পোস্ট আফিসে যে গিয়েছিলেন, শুধু বাড়ির খবর

পাবার জন্যেই তা নয়, আপনার বোনের নামে আড়াইশ টাকা মনি অর্ডার করেছেন, এটা সেই রসিদের কপি।

প্রসাদ। মনি অর্ডার ?

ইনস্। এ টাকা আপনি কোথেকে পেলেন ?

প্রসাদ। টাকা, এ টাকা—

ইনস্। মিথ্যে আপনি বিপদ ডেকে আনছেন প্রসাদবাবু, আমায় সব কথা খুলে বলুন। আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, অরুণবাবুর ঘর থেকে চারশ টাকা চুরি গেছে।

প্রসাদ। বিশ্বাস করুন ইনসপেক্টর সাহেব, আমি মানে····

আলোককুমার ও মণ্টু ঝগড়া করতে করতে ঢোকে

আলোক। ফের যদি তুমি আমাকে না জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকবে তাহলে····

মণ্টু। কি করবে ?

আলোক। তোমার ওস্তাদী জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব।

মণ্টু। ও, খুব যে মেজাজ !

আলোক। চোরের মত আমার ঘরে ঢুকেছিলে কেন ?

মণ্টু। মুখ সামলে কথা বল।

ইনস্। কি হয়েছে আলোকবাবু ?

আলোক। আমি নিজের ঘরে ঢুকে দেখি জিনিষপত্র চারদিকে ছড়ানো, আর ঐ ইডিয়টটা এক কোণে ব'সে। নিশ্চয় কিছু নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

মণ্টু। বাজে বোক না।

আলোক। আমাকে দেখে অত চমকে উঠেছিলে কেন ? কি, জবাব দাও ? চুপ করে কেন, জবাব দাও ?

মণ্টু। যা বলবার আমি ইনস্পেকটরকে বলব।

আলোক। যাকে খুসী বল, তবে আমার সঙ্গে বাঁদরামি করার চেষ্টা কোরো না, পরে মুস্কিলে পড়বে।

ইনস্। আপনি নিজের ঘরে যান আলোকবাবু। আমি শুনছি ওর যা বলবার আছে। প্রসাদবাবু আপনিও যেতে পারেন।

প্রসাদ। যেতে পারি? Thank you স্যার!

ইনস্। আপনার সঙ্গে আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, পরে কথা বলব।

আলোক ও প্রসাদের প্রস্থান

কি ব্যাপার মণ্টুবাবু? আলোকবাবুর ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?

মণ্টু। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে।

ইনস্। বলুন।

মণ্টু। বীরুদা ঠিকই বলেছে, গুপ্তসাহেবকে খুন করাই হয়েছে।

ব্রজেনের প্রবেশ

ব্রজেন। তোরও তাই মনে হচ্ছে মণ্টু?

মণ্টু। হ্যাঁ, খুনই করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হত্যাকারী খুব বিচক্ষণ লোক, অনেক রকম প্ল্যান করে তবে সে এই কাজে হাত দিয়েছে জানে তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

ইনস্। আপনি কোন ক্লু পেয়েছেন?

মণ্টু। তা না হলে এত কথা বলছি কেন? সেই ব্যাপারেই আমি আলোকবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম।

ব্রজেন। আলোকের ঘরে?

মণ্টু। ইনস্পেক্টর সাহেব, গুপ্ত সাহেবের হত্যাকারীকে আমাদের ধরতেই হবে। আপনি তো জানেন ব্রজেনদা, ঐ লোকটার কাছে

আমি অনেক ভাবে কৃতজ্ঞ। অনেক সময় ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে বটে, কিন্তু উনিই আমাকে এ লাইনে নিয়ে আসেন. কাজ শেখান, শুধু তাই নয় উনি আমাকে ভালও বাসতেন।

ব্রজেন। সে তো আমি তোমায় বরাবরই বলেছি।

মণ্টু। তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। উনি মারা যাবার পর। ওঁর হত্যাকারীকে আমি ছেড়ে দেব না। খুঁজে বার করবোই।

ইনস। কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

মণ্টু। এখন বলবো না, আরও কয়েকটা প্রমাণ পেলে আপনার কাছে হাতে নাতে ধরিয়ে দেব।

ব্রজেন। তোমার কাকে সন্দেহ হচ্ছে বলনা, তাতে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।

মণ্টু। না না, সে বড় চালাক লোক। সাবধান হয়ে যাবে। তাহলে আর আমরা ধরতে পারবো না। আমি যাই ঘরে একটা কাজ আছে।

ইনস্। আর একটা কথা মণ্টু বাবু। আপনি জবানবন্দীতে দিয়েছেন টেকনিসিয়ানদের মেস থেকে আপনি যখন ফিরে আসেন, এই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আপনার মনে হয়েছিল ঐ বারান্দার ওপর আলোককুমার দাঁড়িয়ে, তাই না?

মণ্টু। হ্যাঁ।

ইনস্। সময়টা বলতে পারেন?

মণ্টু। আমার ঠিক খেয়াল ছিল না। ড্রিঙ্ক্ করেছিলাম কিনা।

ইনস্। ব্রজেনবাবুর বাজনা শুনেছিলেন?

মণ্টু। হ্যাঁ।

ইনস্। তাহলে তো এগারটার আগেই, ঠিক আছে, আপনি যেতে

পারেন। (মণ্টুর প্রস্থান) হ্যাঁ। ব্রজেন বাবু, আমি যা বলছিলাম। সকলের জবানবন্দী আমি যা নিয়েছি তা থেকে মোটামুটি কেসটা এই রকম দাঁড়ায়, দশটা পচিশ মিনিটে অরুণ বাবু মারা গেছেন। সেই সময় আপনি নিজের ঘরে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। বীরুবাবু নিজের ঘরেই ছিলেন। তার এলিবি প্রসাদ, মঞ্জরী দেবী অসুস্থা, ঘর থেকে বার হন নি। তাকে নিকুঞ্জ, চিত্রা দু'জনেই দেখেছে, অতএব এই চারজনকে বাদ দিলে সন্দেহ গিয়ে পড়ে বাকী চারজনের ওপর, এক নম্বর নিকুঞ্জ মাইতি, যতদূর আমরা প্রমাণ পাচ্ছি সেই ছিল অরুণ গুপ্তর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত, যদিও সে বলছে সওয়া দশটায় বেরিয়ে এসেছে, তা সত্যি নাও হতে পারে। যাতে না অরুণ গুপ্ত উইল বদলাতে পারে সে জন্য তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা নিকুঞ্জর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ব্রজেন। আশ্চর্য নয়। হতেও পারে।

ইনস্। কিন্তু একটা পয়েন্ট নিকুঞ্জর ফেবারএ, তা হ'ল চিত্রা দেবীর কনট্রাক্ট ফরম, যাতে সে প্রথম সাক্ষী হিসেবে সই করেছে। কথাটা মিথ্যে মনে হয় না, কারণ এটা বলার তার কোন দরকারই ছিল না। এখন কথা হল সে কনট্রাক্ট ফরম গেল কোথায়? নিকুঞ্জ মাইতির সরিয়ে কোন লাভ নেই। তাইতেই মনে হয় নিকুঞ্জ মাইতির বেরিয়ে আসার পর সওয়া দশটা থেকে দশটা পঁচিশের মধ্যে আর কেউ অরুণ গুপ্তর ঘরে ঢুকেছিল যে চিত্রা দেবীর কনট্রাক্ট ফরমটাও সরিয়েছে এবং বিষ খাইয়ে অরুণ বাবুকে মেরেছে।

ব্রজেন। কেস্ সাজিয়েছেন আপনি চমৎকার! তার মানে আপনি বলতে চান মণ্টুও এ ব্যাপারে থাকতে না, কারণ কনট্রাক্ট ফরম্-এ তারও কোন ইণ্টারেষ্ট্ নেই।

ইনস্। ঠিক তাই। যে কারণে নিকুঞ্জ বাদ পড়ে যাচ্ছে সেই কারণে মণ্টুকেও আমি ধরছি না। এখন তাহলে বাকী থাকে চিত্রাদেবী

আর আলোককুমার। আলোক বলছেন তিনি ঘরে ছিলেন, অথচ অন্য কারুর জবানবন্দীতে আমি পাচ্ছি উনি অরুণ গুপ্তর ঘরের দিক থেকে ফিরছিলেন। মনে করা যাক, নিকুঞ্জ মাইতি বেরিয়ে আসবার পর, উনি ঘরে ঢুকেছিলেন, এবং অরুণ গুপ্তকে বিষ খাইয়ে মেরে কনট্রাক্ট ফরম্ সরিয়ে ফেলেন। মোটিভ খুব পরিষ্কার, চিত্রা দেবীকে উনি ভালবাসেন, এ কোম্পানী থেকে নিয়ে যেতে চান, তাই পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলেছেন।

জেন। আলোকের মত ভদ্র অমায়িক ছেলে যে এ রকম করবে—

নস্। হ্যাঁ, এ ধরনের cold-blooded murder শান্ত মাথাতেই সম্ভব। তবে একটা পয়েন্ট ওঁর ফেভারে আছে।

জেন। কি?

নস্। অরুণ গুপ্ত যে কফি খেয়ে মারা যান সে কফির পটে বিষ ছিল না, বিষ মেশানো হয়েছিল তাঁর কাপে, তার প্রমাণ, অন্য কাপে যে আধ খাওয়া কফি পড়েছিল তাতে কোন বিষ ছিল না। তার মানে নিকুঞ্জর পর যিনি অরুণ গুপ্তর ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি অরুণ গুপ্তর সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে কোন অছিলায় তার কাপে বিষ মিশিয়ে দেন।

জেন। আশ্চর্য, এত ডিটেলে আপনি ভাবতে পারেন!

নস্। এই আমার পেশা ব্রজেন বাবু। এখন আমার বক্তব্য হল সেদিন সন্ধ্যেবেলা আলোককুমারের সঙ্গে অরুণ গুপ্তর বেশ ঝগড়াই হয়েছিল, তিনি যে প্রকৃতির লোক আপনাদের কাছে শুনেছি তাতে কি মনে হয় যে সেই রাত্রেই তিনি আলোককুমারের সঙ্গে সামনা সামনি বসে কফি খেতে রাজী হবেন?

জেন। আমি বুঝতে পারছি না ইনস্পেক্টর ঘোষ, আপনি কি তার মানে বলতে চাইছেন—

ইনস্‌। হ্যাঁ, চিত্রাদেবী।

ব্রজেন। না না, এ অসম্ভব কথা। চিত্রা কখনও ওকাজ করতে পারে না। সে রকম মেয়েই সে নয়। অরুণকে সে ভালবাসতো শ্রদ্ধা করতো, ঠিক্ যে রকম সে আমাকে করে।

ইনস্‌। চিত্রাদেবী সত্যিই ভাগ্যবতী, অনেকেই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী দেখতে পাচ্ছি। আমার যা বক্তব্য আপনাকে বললাম। কাল সকালে আপনার সঙ্গে আবার আমি কথা বলব। তারপর আমাদের কার্যপ্রণালী ঠিক করা যাবে। মুখের কথাতেই হবে না, প্রমাণ দেখাতে হবে। অবশ্য প্রমাণ পাব নিশ্চয়, আজ না হয় কাল।

ব্রজেন। (ব্যস্তভাবে) আচ্ছা ইনস্‌পেক্টর, কালকেই তা হলে কথা হবে, আমিও একটু ভেবে দেখি। সবই যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে।

ইনস্‌। আচ্ছা আমি একবার নিকুঞ্জবাবুর ঘরে যাই।

ইনস্‌পেকটরের প্রস্থান। ব্রজেন রায় পায়চারী করে, একটু পরে চিত্রাকে ডাকে। চিত্রা ও আলোককুমার ঢোকে

ব্রজেন। চিত্রা চিত্রা।

চিত্রা। (প্রবেশ করে) আমাকে ডেকেছেন ব্রজেনদা!

ব্রজেন। হ্যাঁ।

চিত্রা। কি হয়েছে, এত গম্ভীর কেন? কি ভাবছেন?

ব্রজেন। না ভাবিনি কিছু। তোমরা দু'জনে এসেছ ভালই হয়েছে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমার মনে হচ্ছে তোমরা বোধ হয় কোন কথা গোপন করেছ ইনস্‌পেক্টরের কাছে, যার ফলে কেসটা বড় বিশ্রী দাঁড়িয়েছে।

চিত্রা। আমি তো কিছুই লুকোই নি।

আলোক। আমিও তো সব কথাই খুলে বলেছি।

ব্রজেন। না বোধ হয়, একটু ভাল করে ভেবে দেখ তো। তোমরা বুঝতে পারছ না, এতে তোমাদের ওপরই সন্দেহ হচ্ছে বেশী।

আলোক। কি বলছেন খুলে বলুন।

ব্রজেন। চিত্রা, তুমি মঞ্জরীর ঘর থেকে বেরিয়ে অরুণের ঘরে গিয়েছিলে?

চিত্রা। না।

ব্রজেন। কোথায় গিয়েছিলে?

চিত্রা। (ভয়ে ভয়ে) আমি, আমি, আমি—

ব্রজেন। তার মানে আলোকের ঘরে গিয়েছিলে?

চিত্রা। হ্যাঁ।

ব্রজেন। সে কথা ইনসপেক্টরের কাছে বলনি কেন?

চিত্রা। ভয়ে। ওরা যদি—(আলোককুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)

ব্রজেন। আলোককুমারকে সন্দেহ করে—তার মানে আলোক ঘরে ছিল না? আলোক, তুমি কেন মিথ্যে বলেছিলে? সে সময় কোথায় ছিলে বল?

আলোক। চিত্রা তুমি এসেছিলে?

চিত্রা। হ্যাঁ।

আলোক। আমি সত্যিই ঘরে ছিলাম না।

ব্রজেন। বলনি কেন?

আলোক। পাছে চিত্রা আমাকে ভুল বোঝে।

ব্রজেন। তার মানে?

আলোক। আমি মঞ্জরীর ঘরে গিয়েছিলাম।

চিত্রা। মঞ্জরীর কাছে?

আলোক। গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে যেদিন আমাদের চেঁচামেচি হয়,

সেই দিনই মঞ্জরী আমাকে ভয় দেখিয়েছিল সে নাকি অনেক কথা জানে আমার বিষয়, তাই আমি গিয়েছিলাম মঞ্জরীর ঘরে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

চিত্রা। আমিও তো গুপ্ত সাহেবের ঘর থেকে মঞ্জরীর কাছেই গিয়েছিলাম।

আলোক। তখন আমি ঐ ঘরেই।

চিত্রা। ঐ ঘরেই?

আলোক। হ্যাঁ, মঞ্জরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে আমি আলমারির আড়ালে সরে যাই।

ব্রজেন। কেন?

আলোক। মঞ্জরী বললে বোধ হয় গুপ্ত সাহেব আসছে। তাই ভয় পেয়ে আমি লুকিয়েছিলাম।

ব্রজেন। চিত্রাকে দেখে বেরিয়ে এলে না কেন?

আলোক। কেন জানি না, তখন মনে হয়েছিল, এভাবে লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলে চিত্রা হয়তো কিছু মনে করবে। তাই যে দশ মিনিট ও মঞ্জরীর সঙ্গে গল্প করছিল, আমি ঐখানেই বসে ছিলাম।

ব্রজেন। তারপর?

আলোক। চিত্রা বেরিয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে আসি। কল ঘরে যাই। সেখান থেকে গুপ্ত সাহেবের ঘরের কাছে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে আর একবার কথা বলার।

ব্রজেন। তখন কটা বাজে?

আলোক। দশটা কুড়ি মিনিট কি তার একটু বেশীই হবে। দরজার বাইরে থেকে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, আর ভেতরে কেউ রয়েছে।

ব্রজেন। কে বুঝতে পেরেছিলে?

আলোক। না, আপনার বাজনার শব্দ এত জোরে হচ্ছিল যে কথাবার্তা কিছু শুনতে পাইনি, তবে কফির পেয়ালা চামচের টুংটাং শব্দ, মনে হচ্ছে, শুনেছিলাম। দরজা না খুলেই আমি নিজের ঘরে চলে যাই।

ব্রজেন। সে সময় কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

আলোক। না। রোজই ভাবতাম চিত্রাকে সব কথা খুলে বলবো, কিন্তু ওর শরীর মন ভাল ছিল না, তার ওপর ঐ রকম একটা দুর্ঘটনা, তাই আর বলতে পারি নি।

ব্রজেন। যা হয়েছে হয়েছে, আর দেরী করো না, কাল সকালেই ইনস্পেক্টর ঘোষকে তোমরা দু'জনেই সব কথা খুলে বলো। কারণ উনি তোমাদেরই সন্দেহ করছেন। বিশেষ করে চিত্রাকে।

আলোক। যদি পারি আমি এখুনিই ওঁকে ডেকে সব কথা বলছি। আমারই ভুল হয়েছে, চিত্রা যে আমার ঘরে এসেছিল তা তো জানতাম না।

চিত্রা। আমি ভয়ে সে কথা কাউকে বলতে পারিনি, পাছে সবাই তোমায় সন্দেহ করে, কারণ আমি জানতাম তুমি জবানবন্দীতে বলেছ যে ঘরেই ছিলে।

ব্রজেন। যাক্, এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সব কথা ওঁকে বুঝিয়ে বলো, আমি যাব, রাত হ'ল।

আলোক। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ব্রজেনদা।

ব্রজেন। ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। চিত্রার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, ওর ব্রজেনদা সব সময়ই তা দেখবে।

চিত্রা। সে আমি জানি ব্রজেনদা।

ব্রজেন। (চিত্রার মাথায় হাত দিয়ে) বড় ভালো মেয়ে। আচ্ছা চলি।

ব্রজেন চলে গেল। দুজনে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে

আলোক। ভদ্রলোক সত্যিই তোমাকে খুব স্নেহ করেন।

চিত্রা। কেন তুমি মঞ্জরীর ঘরে গিয়েছিলে?

আলোক। ঐ যে বললাম মঞ্জরী আমাকে বলল—

চিত্রা। আমাকে জানালে না কেন?

আলোক। সেদিন সেই রাগারাগি চেঁচামেচির মধ্যে আমি ঠিক সময় পেলাম না।

চিত্রা। ছিঃ ছিঃ, আমাকে মঞ্জরীর ঘরে দেখেও তোমার বেরুবার সাহস হল না? মঞ্জরীর কাছে এত ছোট আমাকে না করলেই কি তোমার চলছিল না?

আলোক। তুমি আমায় ভুল বুঝছ চিত্রা, শোন, শোন।

চিত্রা। না আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

দু'জনের প্রস্থান। ব্রজেন বাজনা বাজাচ্ছে। জানালায় তার ছায়া দেখা যায়। মণ্টু দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে এসে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখে। আলোর সুইচ্‌টা নিভিয়ে দিয়ে চারপাশে দেখে নেয়।

মণ্টু। এবার তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, এবার কি করে পালাও দেখি।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা কালো মূর্তি এসে কালো কাপড় মণ্টুর মাথার উপর ফেলে গলা টিপে ধরে। মণ্টু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, এমন সময় শিষ দিতে দিতে নেপাল নেমে আসে। ছায়ামূর্তি পালিয়ে যায়। মণ্টু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে।

নেপাল। কে ওখানে? সাড়া দেয় না, কে রে বাবা, এ কি? মণ্টুদা? ওরে বাপ, খুন, খুন—

নিকুঞ্জ। (প্রবেশ করে) কি হয়েছে নেপাল, কি হয়েছে?

নেপাল। মার্ডার। (আলো জ্বেলে দেয়)

নিকুঞ্জ। অ্যাঁ, মণ্টু!

ব্রজেন রায় নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে এঘরে আসে—সকলে চারদিক থেকে প্রবেশ করে।

বীরু। এতো সাংঘাতিক ব্যাপার ইনস্পেক্টর, একটার পর একটা কি হচ্ছে?

ইনস্। চুপ করুন আপনারা, এঁকে দেখতে দিন। একটু জল।

ইনসপেক্টর মণ্টুর হাত দেখে, নিকুঞ্জ জল নিয়ে এসে চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়।

নাঃ ভয় নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বীরু। ব্রজেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

ব্রজেন। জ্ঞান ফিরে এলে মণ্টু হয়তো কিছু বলতে পারবে, যদি কাউকে দেখে থাকে।

ইনস্। আপনারা এঁকে একটু দেখুন তো, আমি এখুনি আসছি।

প্রস্থান। ব্রজেন মণ্টুর কাছে এগিয়ে যায়

ব্রজেন। মণ্টু, কি রকম আছিস রে? আমি ব্রজেনদা, কোন ভয় নেই, ত্থাখ. এদিকে তাকা।

মণ্টু। উঁ।

ব্রজেন। নিকুঞ্জ একটু গরম দুধ কর।

নিকুঞ্জর প্রস্থান। মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণ্টু কি রকম আছে?

ব্রজেন। মঞ্জরী তুমি বোস তো মাথার কাছে, আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরছে।

। আজকাল মণ্টুকে বড় অন্যমনস্ক মনে হত—সারাক্ষণই কি যেন ভাবছে, জিজ্ঞেস করলেও বলত না। একটা ডাক্তার ডাকুন না ব্রজেনদা।

ব্রজেন। তার আর দরকার হবে না। নিশ্চয় ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মণ্টু। আঃ—উঃ—আঃ—।

ব্রজেন। এখন কি রকম লাগছে রে মণ্টু, ভাল তো? এই তো আমরা সবাই রয়েছি।

ইনসপেক্টর ও প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ। কি সব্বনেশে কথা স্যর, মণ্টু অজ্ঞান!

ইনস্। মণ্টুবাবু এখন কেমন আছেন?

ব্রজেন। ভাল, জ্ঞান ফিরে এসেছে।

ইনস্। চলুন ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইযে দিই।

মণ্টুকে ধরাধরি করে ব্রজেন, ইনস্পেক্টর এবং মঞ্জরী বেরিয়ে যায়

প্রসাদ। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন বীরুদা?

বীরু। কি?

প্রসাদ। Revenge! গুপ্ত সাহেবের আত্মা প্রতিহিংসা নিচ্ছে। মণ্টুটাই সবচেয়ে বেশী মাথা গরম করেছিল, তাই প্রথমে ওরই ঘাড় মটকাতে এসেছিল। এর পর—

বীরু। কার পালা?

প্রসাদ। আপনার।

বীরু। আমার?

প্রসাদ। সেদিন আপনিও কি কম তড়পেছেন? আমাকেও বোধ হয় ছাড়বে না। কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা, মরেও শান্তি নেই?

মঞ্জরী ও ব্রজেনের প্রবেশ

মঞ্জরী। মানুষটা একটু সুস্থ হয়ে উঠুক, তার আগেই জেরা সুরু হ'ল।

ব্রজেন। পুলিসের লোক, যা ভাল বুঝছে তাই করছে।

মঞ্জরী। কি জানি বাবা, ইন্সপেক্টর যেন বড় বাড়াবাড়ি করছে!

বীরু। হতেও পারে, স্পিরিট প্রতিহিংসা নেয়। নিয়েছে। আমি জানি।

মঞ্জরী। তবে কি গুপ্ত সাহেবই?

প্রসাদ। তা ছাড়া আর কে হবে?

নেপালের প্রবেশ

নেপাল। আউটসাইডার, একেবারে বাইরের লোকের কাজ।

প্রসাদ। কি করে জানলি?

নেপাল। এখুনি প্রমাণ করে দেব। জুতোটা দিন।

প্রসাদ। জুতো?

নেপাল। খুলুন জুতোটা—এক এক করে সবায়ের।

জুতোগুলো কুড়িয়ে সিঁড়ির তলায় রেখে এসে মাটির চাপের ওপর মেলায়

না, আপনারা কেউ নয়।

ব্রজেন। ওটা কি?

নেপাল। পায়ের ছাপ। মণ্টুদাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে আমি কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেলাম, কদিন বৃষ্টি পড়ে বাইরে মাটি নরম, যদি আততায়ী বাইরে থেকে এসে থাকে, তাহলে তার পায়ের ছাপ পড়বেই। পড়েছেও তাই। আমি তাই পুরো ছাঁচটি তুলে নিয়ে এসেছি। এখন যদি আমাদের কারুর সঙ্গে পায়ের ছাপ মিলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তিনিই মণ্টুবাবুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

একটু আগেই ইনস্‌পেক্টর ঢুকে কথাগুলো শুনছিল

ইনস্। তাই নাকি? দেখ তো আমার পায়ের সঙ্গে মেলে নাকি কিনা, [ছাপের উপর পা দিয়ে] একেবারে হুবহু মিলে গেছে, তাই না

নেপালচন্দ্র? [সিগারেট ধরাতে ধরাতে] সিগারেট কিনতে বাইরে গিয়েছিলাম।

ব্রজেন। যা, যা, একগাদা মাটি এনে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছে, নিয়ে যা। ইনস্‌পেক্টর, আপনার কি মনে হচ্ছে?

ইনস। মণ্টুবাবু কাউকেই দেখেন নি—উনি পিছন ফিরে ছিলেন, সেই সময় কেউ তাঁকে জাপটে ধরে।

বীরু। রহস্য ক্রমশ জটিল হচ্ছে।

ইনস্‌। আমি সব ঘরগুলো দেখে এসেছি। সকলের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। শুধু আলোকবাবুকে পেলাম না, আপনারা কেউ জানেন উনি কোথায়?

ব্রজেন। আলোক! প্রসাদ আলোককে ডাকো না।

ইনস্‌। সবাইকেই বরং একবার ডাকুন, খোলাখুলি সব কথা হয়ে যাওয়া দরকার।

নিকুঞ্জর প্রবেশ

নিকুঞ্জ। দুধ দিয়ে এসেছি মণ্টুর কাছে, ও একলা থাকতে চাইছে, তাই চলে এলাম।

ইনস্‌। ঠিক আছে। চিত্রাদেবী আর আলোকবাবুকে একবার এখানে আসতে বলুন। আপনিও থাকবেন।

নিকুঞ্জর প্রস্থান। নেপাল প্রসাদকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে যায়

নেপাল। আমার কিন্তু ইনস্‌পেক্টরকেও সন্দেহ হচ্ছে।

প্রসাদ। সে কি?

নেপাল। জুতোর ছাপ একেবারে মিলে গেল দেখলেন না? এখন বলছেন সিগারেট কিনতে গিয়েছিলেন।

প্রসাদ। তাই বলে ইনস্‌পেক্টর, না না।

নেপাল। অনেক সময় এমন হয়, আমি কত বইএ পড়েছি।

ইনস্। আপনারা কি বলছেন!

প্রসাদ। না, মানে নেপাল বলছিল আপনি—

নেপাল। প্রসাদদা!

প্রসাদ। আপনি খুব ভাল লোক।

নেপাল। You are a good man sir.

আলোকের প্রবেশ

আলোক। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

ইনস্। একটু আগে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম, পেলাম না। কোথায় ছিলেন?

আলোক। বাথরুমে—

ইনস্। শুনেছেন বোধ হয় মণ্টুবাবুর ওপর অ্যাটেম্প্ট্ হয়েছিল?

আলোক। হ্যাঁ, নিকুঞ্জ বলছিল।

ইনস্। ওঁকেও কেউ মারবার চেষ্টা করছে।

আলোক। আশ্চর্য কি, ওর চালচলন মোটেই সুবিধের না, আমিই তো আপনার কাছে কমপ্লেন করেছি। হয় ত অন্য কারুর সঙ্গেও লেগেছে।

ইনস্। একটা তদন্ত শেষ না হতেই আর একটা—

প্রসাদ। আবার আমাদের জবানবন্দী নেবেন নাকি?

ইনস্। তা নিতে হবে বই কি?

চিত্রা ও নিকুঞ্জর প্রবেশ

এই যে, আপনারা সকলেই যখন এসে গেছেন, ভালই হল।

আলোক। আমাদের আরো কিছুদিন এখানে আটকে থাকতে হ নাকি?

ইনস্। সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আপনাদের ওপর।

অনেকে। তার মানে ?

ইনস্। আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পেলে অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

অনেকে। আমাদের যা বলবার আমরা বলেছি।

ইনস্। না বলেন নি, অনেক কথাই বাকী রয়ে গেছে। তা জানতে পারলে কড়ায় গণ্ডায় আমি হিসেব মিলিয়ে দিতে পারি। But you must be honest, সত্যি কথা বলতে হবে।

ব্রজেন। নিশ্চয় বলব, তোমাদের সবায়ের কাছে আমি অনুরোধ করছি মিঃ ঘোষ যা জিজ্ঞেস করছেন তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, এতে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হবে।

অনেকে। বেশ তো জিজ্ঞেস্ করুন।

ইনস্। প্রসাদবাবু, সেদিন আপনি অরুণ গুপ্তর ঘরে ঢুকেছিলেন ?

প্রসাদ। আমি ?

ইনস্। ভয় পাবার কিছু নেই, আমি জানি অরুণ গুপ্ত তখন জীবিত ছিলেন।

প্রসাদ। হ্যাঁ স্যার। উনি যখন নীচে এখানে ব্রজেন বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তখন ওঁর ঘরে ঢুকে —

ইনস্। এইটুকু আগে বললে আমাদের অনেক সুবিধে হত, এই রসিদটা বিপদে ফেলে দিয়েছিল বীরুবাবু।

বীরু। অ্যাঁ আমি।

ইনস্। অরুণ গুপ্ত আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও, আপনি করেন নি। শুধু তাই নয় বন্ধুত্বের পুরো মর্যাদা দিয়েছেন। আপনি না বলে দিলে আত্মহত্যা বলেই বোধ হয় এই খুনের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যেত। নিকুঞ্জবাবু—

নিকুঞ্জ। ইয়েস্ সার।

ইনস্। চিত্রা দেবীর কনট্রাকট ফর্ম-এর সই-এর কথা বলে, শুধু যে আপনিই ছাড়া পেয়েছেন তা নয়, আমি বুঝতে পারছি, ঐ জিনিষটার ওপর যাদের লোভ নেই তারা কেউই এর মধ্যে থাকতে পারেন না, মণ্টুবাবুও নন, ব্রজেন বাবুও নন, এমন কি মঞ্জরী দেবীও নন।

অনেকে। তাহলে ?

ইনস্। চিত্রা দেবী—

চিত্রা। (চমকে) কি ?

ইনস্। আপনার ওপর আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তাও মিটে গেছে, আপনি মঞ্জরী দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে অরুণ গুপ্তর ঘরে যান নি, গিয়েছিলেন আলোকবাবুর ঘরে, অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কফির পেয়ালায় আপনি বিষ মেশান নি। যিনি মিশিয়েছেন তিনি—

ইনস্পেকটর আলোকের দিকে তাকায়। সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি ফেরায়

আলোক। না আমি বিষ মেশাই নি, বিশ্বাস করুন, গুপ্ত সাহেবকে আমি মারিনি।

ইনস্। আপনি অরুণ গুপ্তর ঘরে ঢুকেছিলেন।

আলোক। আমি, না, না,—

ইনস্। হ্যাঁ, ঢুকেছিলেন। মণ্টু আপনাকে দেখেছিল।

আলোক। হ্যাঁ, আমি ঢুকেছিলাম, কিন্তু—

ইনস্। কি বলুন—

আলোক। গুপ্তসাহেব তখন মারা গেছেন। মঞ্জরীর ঘর থেকে বেরিয়ে আমি গুপ্ত সাহেবের ঘরে যাই, তখন প্রায় পৌনে এগারটা, ঘরে ঢুকে দেখি, গুপ্ত সাহেব টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছেন।

ইনস্। আর কি দেখেছিলেন ?

আলোক। কফির কাপ। ভয় পেয়ে আমি ছুটে চলে আসি।

ইনস্। চিঠি দেখেন নি?

আলোক। না।

ইনস্। ওষুধের শিশি?

আলোক। না।

ব্রজেন। এসব কথা আগে বলনি কেন?

আলোক। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ব্রজেনদা।

ইনস। (পকেট থেকে শিশি বার করে) চিত্রাদেবী, এই শিশিটা আপনি চেনেন?

চিত্রা। হ্যাঁ, গুপ্তসাহেবের ওষুধ।

ইনস্। এই ওষুধই কফিতে মিশিয়ে তাঁকে মারা হয়েছে, মেরেছেন আলোককুমার—

আলোক। এ কি বলছেন ইনস্পেক্টর? আমি নই।

ইনস্। এই শিশিটা আমি আপনার ঘর থেকেই পেয়েছি।

আলোক। আমার ঘরে। না না, অন্য কেউ তাহলে রেখে গেছে।

ইনস। হয়ত বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এতে যে আপনার আঙুলের ছাপ রয়েছে।

আলোক। আঙুলের ছাপ? তাহলে বোধ হয় সে রাত্রে গুপ্ত সাহেবের ঘরে আমি একবার শিশিটা ধরেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি তাঁকে মারিনি; আমি কিছু জানি না। ওঃ, কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না। ব্রজেন দা, নিকুঞ্জ....

ইনস্। এতগুলো মিথ্যে কথা বলেছেন যে এখন বিশ্বাস করা শক্ত।

হঠাৎ আলো নিভে যায়, মিউজিক বাজতে থাকে, দেখা যায় সিঁড়ির উপর অরুণ গুপ্তর ড্রেসিং গাউন পরা ছায়ামূর্তি, সিঁড়ি দিয়ে সে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। সকলের চিৎকার

ব্রজেন। (ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে) অরুণ, আমাকে ক্ষমা কর অরুণ, ওষুধটা বোধ হয় বেশী ঢেলে ফেলেছিলাম, আমি তোমায় ইচ্ছে করে মেরে ফেলি নি, বিশ্বাস কর অরুণ, don't kill me, অরুণ! তুমি আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করছ, চিত্রাকে আমি ভালবাসি সত্যি. আমি তাকে পেতে চাই কিন্তু তার জন্যে তোমাকে আমি খুন করব কেন, অরুণ? (ভয়ে মাটিতে পড়ে যায়)

হঠাৎ জোর আলো পড়ে অরুণের চেহারার উপর। দেখা যায় অরুণ সুন্দর মেকআপ করা ড্রেসিং গাউন গায়ে মণ্টু দাঁড়িয়ে

মণ্টু। আমাকে মাপ করবেন ব্রজেন দা।

ব্রজেন। মণ্টু, একবার তুই আমার হাত থেকে বেঁচে গেছিস, এবার আর তোকে ছাড়ব না। (মণ্টুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে)

ইনস্। [রিভলবার বার করে] ব্রজেনবাবু, মাথার ওপরে হাত তুলুন। মণ্টুবাবু, অনেক ধন্যবাদ, চমৎকার মেকআপ করেছেন। (অন্যদের উদ্দেশে) উনি যখন আমাকে বলেন ব্রজেনবাবুকে সন্দেহ হয়, আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।

বীরু। ব্রজেন, ব্রজেন শেষ পর্যন্ত—

ইনস্। হ্যাঁ, ব্রজেন রায়। উনি চেয়েছিলেন চিত্রা দেবীকে পুরোপুরি পেতে এবং কোম্পানীর সম্পূর্ণ মালিক হতে, তাই না ব্রজেনবাবু?

ব্রজেন। উকিলের পরামর্শ না নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না।

ইনস্। আর বলবার কিছু নেই, এই সেই কনট্রাক্ট ফরম্, দ্বিতীয় সাক্ষী ব্রজেন রায়। (দেওয়াল থেকে ছবি খুলে নেয়। তার পিছনে কনট্রাক্ট ফর্ম আঁটা।) আলোক। তাহলে বাজনা বাজাচ্ছিল কে?

ইনস্। নিকুঞ্জবাবু পর্দাটা সরিয়ে দিন। ঐ যে ব্রজেন রায়ের কাঠের মূর্তি বাজনা বাজাচ্ছে, বাজনাটা টেপ্ রেকর্ডিং।

ব্রজেনের ঘরের কাচের জানলায় ব্রজেনের কাঠের মূর্তির ছায়া পড়ে। বাজনা বাজতে থাকে। সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ইনস্। (দর্শকদের প্রতি) নমস্কার, আপনাদের সকলের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে এ নাটকের অপরাধী কে, কি ভাবে সে ধরা পড়ল, এ কথা নিয়ে দয়া করে আপনারা কারুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না, ব্রজেন রায়ের কেস এখন কোর্টে চলবে, বিচারকদের রায় শীঘ্রই আপনারা কাগজে দেখতে পাবেন। নমস্কার।

॥ যবনিকা ॥

এক পেয়ালা কফি

উদ্বোধন রজনী—৩রা পৌষ ১৩৬৬ ইং ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৯

স্থান : **রঙমহল থিয়েটার**

উদ্বোধন-রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

= **মঞ্চে** =

অরুণ গুপ্ত	....	তরুণ রায়
মিঃ ঘোষ	....	রবীন মজুমদার
বাঁকু বোস	....	হরিধন মুখোপাধ্যায়
ব্রজেন রায়	....	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসাদ	....	জহর রায়
নিকুঞ্জ	....	অজিত চট্টোপাধ্যায়
আলোককুমার	....	বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
নেপাল	....	পিকলু নিয়োগী
মণ্টু	....	সমর চট্টোপাধ্যায়
চিত্রা দেবী	....	দীপান্বিতা রায়
মঞ্জরী	....	কেতকী দত্ত
পারুলবালা	....	কবিতা রায়

= **নেপথ্যে** =

পরিচালনা	—	তরুণ রায়
নৃত্য পরিকল্পনা	—	দীপান্বিতা রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	—	সন্তোষ চন্দ্র
মঞ্চ পরিকল্পনা	—	অমলেন্দু সেন ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক সম্পাত	—	অনিল সাহা
স্মারক	—	মণি চট্টোপাধ্যায়

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস—

একমুঠো আকাশ (৫ম মুদ্রণ)

মধুরাই (৩য় মুদ্রণ)

নাটক—

ধৃতরাষ্ট্র (২য় সং)

রূপোলীচাঁদ (৩য় সং)

নাট্যগুচ্ছ

একমুঠো আকাশ

রজনীগন্ধা

গল্প—

ছিলেন বাবুর দেশে